(মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ)

জ্যোতির্লাল দাস

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

মূল্যঃ আট টাকা

যোনিতন্ত্রম্

(মুল ও বঙ্গানুবাদ সহ)

জ্যোতির্লাল দাস

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

প্রকাশকের নিবেদন

বক্ষ্যমাণ 'যোনিতন্ত্র' খণ্ডটি বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ (চৌষট্টি) খানা মূল তন্ত্রের অন্যতম। ইতিপূর্ব্বে ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় এই তন্ত্রখণ্ডের মূলাংশ কলিকাতার এসিয়াটিক ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বার্দ্ধক্যজনিত দৈহিক অপটুতা হেতু তিনি কোন প্রকার নূতন পাঠভেদ ও তথ্য সংযোজন করিতে পারেন নাই। আমরা জনৈক ভদ্রমহোদয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে প্রকীর্ণাংশ গ্রন্থশেষে এবং পাঠান্তরসমূহ পাদটীকায় সংযোজন করিয়া দিয়াছি। উক্ত ভদ্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পুঁথি দেখিবার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তজ্জন্য ৺শ্রী তন্ত্রেশ্বরী মহাদেবীর শ্রীচরণসরোজে তাঁহার সুস্থ দেহ, শতায়ু এবং সর্ব্বদিকে মঙ্গলোন্নতি প্রার্থনা করিতেছি। আমরা সুধী সাধক ও ভক্ত পাঠকবর্গের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে আগম-নিগম-যামলাদি গ্রন্থ হইতে যোনিধ্যান-স্তোত্রকবচাদি গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম এবং তাঁহাদের কাহারও নিকট এই গ্রন্থের কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক উহার শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণসহ সংশোধিত বিশুদ্ধ আকারটি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলে আমরা উহা আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচার ও অনুমোদনসাপেক্ষ পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব।

বিদ্যুৎবিভ্রাটজনিত মুদ্রণে লিপিকর প্রমাদাদির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে; তজ্জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

ভূমিকা

বর্ত্তমান জগতের সংস্কৃতির অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতির অভ্যুদয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিদেশী শাসনাধীনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনধিকারী পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ সধর্ম্মদ্বেষী ও স্বজাতিদ্রোহী ভারতীয় এবং অভারতীয়ের তন্ত্রশাস্ত্র ও সাধনা সম্বন্ধে অপপ্রচারের ফলে জনমানসে এই সাধনার ধারা বিষয়ে কতগুলি কুৎসিত অপধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ এই তন্ত্রশাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শাস্ত্রার্থকে নিজ মনঃকল্পিত উপায়ে বিকৃত করিয়া কুৎসা প্রচার করিবার ফলে অল্পজ্ঞ সাধারণ লোকেরা তন্ত্রসাধনার পন্থাকে লোকনিন্দিত গুপ্তসাধন-পদ্ধতি বলিয়া বুঝিয়াছে। ভারতীয় সাধনতত্ত্বে অপ্রবিষ্ট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তথা-কথিত বিশেষজ্ঞ জড়তত্ত্ববিশ্বাসী জড়বুদ্ধিগণ এবং খৃষ্টান মিশনারীগণ বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ, বিশেষভাবে তন্ত্রশাস্ত্র হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া অপব্যাখ্যা দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির, বিশেষতঃ কুলাচার বামাচার পঞ্চ-মকারাদি পঞ্চতত্ত্বের তান্ত্রিক সাধনার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার কার্য্য দ্বারা তান্ত্রিক সাধনাকে লোকনিন্দিত কার্য্য বলিয়া বিভ্রান্তিকর প্রচারণা দ্বারা তাদের প্রচারিত অপব্যাখ্যাকেই যথার্থ ব্যাখ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিরন্তর প্রয়াস করিয়া গিয়াছে। এবম্প্রকারের অপপ্রচার ও অপচেষ্টা দ্বারা খৃষ্টীয় ইংরেজ শাসক-কুলের প্রীতি ও বিশ্বস্ততা উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহারা উচ্চ সরকারী চাকুরী ও পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া স্বজাতির স্বার্থের বিনিময়ে নিজের ঘৃণ্য স্বার্থ উদ্ধার করিয়া তৃপ্তি ও সন্তোষ লাভ করেন।

কৌলমার্গ বিষয়ে অনেকেরই মনে একটা বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল আছে। কৌলমার্গে পঞ্চমকারের অবতারণাই এই বিরুদ্ধ ধারণার মূল কারণ। বস্তুতঃ পঞ্চ-মকার ও পঞ্চতত্ত্ববিহিত আচার অনুষ্ঠানাদি অতি উচ্চস্তরের সাধনা। ইহা অতীব কঠোর সাধনা। বিশুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকার অদ্বৈতভাব-পরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ তাপসই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী। কৌলাচারে পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনাকে গন্ধর্ব্বতন্ত্রে (৪০/৩০) বলা হইয়াছে—নিঃসর্গদুর্গমঃ কৌলঃ সুগম ইব ভাত্যসৌ। কৌলাচারের সাধনা অনায়াস বা সহজসাধ্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ইহা অতীব ভীষণ দুর্গম ও দুঃসাধ্য। এই বিষয়ে কৌলাবলী নির্ণয়ের নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি হইতে কৌলমার্গীয় সাধনার ভয়ঙ্কর দুরূহতা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে।

বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্,
মধ্যে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।
স্কন্ধে বীণা ললিত-সুভগা সদ্গুরূণাং প্রপঞ্চঃ,
কৌলো ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥

(কৌলাবলী নির্ণয়, ২১/১৮৯-৯০)

কৌল সাধকের বামে রমণকুশলা রমণী, দক্ষিণে পানপাত্র, মধ্যে অর্থাৎ সাধকের সম্মুখে মরিচযুক্ত উষ্ণ শূকর মাংস। সাধকের স্কন্ধে রমণীর বীণা। এজন্য কৌলধর্ম্ম পরমগহন—যোগিগণেরও অগম্য (দুরধিগম্য, দুরারোহ)।

সদ্গুরুগণের নির্দ্দিষ্ট এই প্রপঞ্চ। এই প্রপঞ্চের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া অবিচলিতচিত্তে সাধনা করিতে হয়। এই দৃষ্টিতেই দেবদাসীপ্রথা, হিন্দুমন্দিরের গাত্রে মিথুনমূর্ত্তিগুলির গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিতে হইবে।

পুনঃ পুরশ্চর্য্যার্ণব-ধৃত রুদ্রযামলে যথা—

বামে চন্দ্রমুখী মুখে চ মদিরা পাত্রং করাম্ভোরুহে
মূর্দ্ধ্নি শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতীধ্যানাস্পদং মানসম্।
জিহ্বায়াং জপসাধনং পরিণতিঃ কৌলক্রমাভ্যাগমে
যেষাং বৈ নিয়তং পিবন্তু সুরসং তে ভুক্তিমুক্তিগতাঃ ॥

বামে সুন্দরী যুবতী, মুখে মদিরা, হস্তে পানপাত্র, মস্তকে শ্রীগুরুচিন্তন, মনে ভগবতীর ধ্যান, জিহ্বায় মন্ত্রজপ, কৌলসাধনায় যাহাদের এই প্রকার পরিণতি, তাহারা সুরস পান করুন; ভোগমোক্ষ তাঁহাদের হস্তে অর্থাৎ করতলগত। এই প্রকার চিত্তবিকারের কারণপ্রাচুর্য্যেও যাহাদের অবিচলিত চিত্ত (মন), একমাত্র দেবতার ধ্যানমাত্রেই আসক্ত—এই প্রকার স্থিরচিত্ত সাধকেরই ইহাতে অধিকার, বিষয়লম্পটের অধিকার নাই।—'এবঞ্চ ঈদৃশবিকারকারণপ্রাচুর্য্যেঽপি অবিচলিতমনসাং দেবতাধ্যানমাত্রাসক্ত-স্বান্তানাং ধীরবর্য্যাণামেবাত্রাধিকারো ন তু বিষয়লম্পটানামিতি সিধ্যতি।'

বস্তুতঃ চিত্তবিকারের এই সকল প্রচুর কারণ (থাকা) সত্ত্বেও চিত্ত স্থির রাখা (সাধারণতঃ) অসম্ভব বলিয়াই সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

প্রসঙ্গত স্মর্ত্তব্য যে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ-মকার সহযোগে সাধনা তন্ত্রশাস্ত্র-বিহিত। অতএব এই পঞ্চ-মকারের সাধনা যথাবিহিত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে করিতে হইবে। তাহা না হইলে, পঞ্চ-মকার সেবা তো সংসারের অধিকাংশ মানুষই করিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের সাধনও হয়

না—মুক্তিলাভও হয় না। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত তন্ত্র-নির্দ্দেশাবলী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

(ক) বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্ভবেৎ। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৪/৩৮) অর্থাৎ বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবল সঞ্চিত থাকিলে, তবে সেই পুণ্যের বলে মানবের কুলাচারে মতি জন্মিয়া থাকে।

(খ) কুলাচারেণ দেবেশি। ব্রহ্মজ্ঞানং প্রকাশতে—অর্থাৎ হে দেবেশি! কুলাচারের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায়।

(গ) পঞ্চতত্ত্বেন কর্ত্তব্যং সদৈব পূজনং মহৎ। (কৌলাবলী নির্ণয়, ১০ম উল্লাস) পঞ্চতত্ত্বের দ্বারাই সর্ব্বদা দেবীর আরাধনা করিতে হইবে।

(ঘ) পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।
নেষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৫/২৩)

যে সাধক পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করে, তাঁহার সে-পূজা অভিচারে পরিণত হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণনাশক হইয়া উঠে। তাঁর ইষ্টসিদ্ধি হয় না এবং পদে পদে বিঘ্ন ঘটে।

(ঙ) পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি! নির্ব্বাণ-মুক্তিহেতবে। (নির্ব্বাণতন্ত্র, ১১শ পটল) দেবি! নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের জন্যই এই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা সাধনা।

(চ) যথা তোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি।
তথৈব তত্ত্ব-সেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি ॥ (নির্ব্বাণতন্ত্র, ১১শ পটল।)

জল যেমন জলেই মিশ্রিত হইয়া জলে লয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি পঞ্চতত্ত্ব সেবায় সাধক পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যান।

(ছ) আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে বিভাবয়েৎ।
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ-মকারাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
(গন্ধর্ব্বতন্ত্র, ২৭/৩৬-৩৭)

আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, উহা এই দেহেই অবস্থিত—এরূপ ভাবনা করিতে হইবে। পঞ্চ-মকারাদি উহার অভিব্যঞ্জক।

(জ) আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ-মকারাঃ। —পরশুরাম-কল্পসূত্র (১।১২)

আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। তাহা এ দেহেই বিদ্যমান। পঞ্চমকার উহারই অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ স্ফুরণ, বিকাশ বা প্রকাশ। সহজ কথায়, তদ্বিষয়ক-সাক্ষাৎকার-ব্যঞ্জক অর্থাৎ তদনুভূতি-জনক।

(ঝ) তস্য অভিব্যঞ্জকাঃ তদ্বিষয়-সাক্ষাৎকার-জনকাঃ পঞ্চ-মকারাঃ।

—পূর্ব্বোক্ত সূত্রের রামেশ্বরকৃত বৃত্তি।

আনন্দ ব্রহ্মেরই রূপ—উহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; তাহা মানব-সাধারণের স্ব-দেহেই প্রত্যক্ষানুভূত হয়। আর পঞ্চ-মকার সেই ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকারের জনক (উৎপাদক বা জনয়িতা)।

(ঞ) শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্ বিজ্ঞায় বাসনাম্।
পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ॥ (কুলার্ণব, ৫/৯১)

শ্রীগুরু এবং কুলশাস্ত্রাদি হইতে পঞ্চমুদ্রার বাসনা (উদ্দেশ্য বা ভাবনা) সম্যক্ জানিয়া সাধক তাহা সেবন করিবেন, অন্যথায় পতন হইবে।

লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ-মকার অথবা পঞ্চমুদ্রা দ্বারা সাধনার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? তত্ত্ব-সহযোগে সাধনার উদ্দেশ্য জীবের শিব হওয়া বা মোক্ষলাভ করা।

(ট) অতএব যদা যস্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ।
তদা দোষায় ভবতি নান্যথা দূষণং ক্বচিৎ॥

(কৌলাবলী নির্ণয়, ৮ম উল্লাস)

যার যখন যে-কাজে বাসনা কুৎসিত হইবে, তখনই সেই কাজ তাহার পক্ষে দূষণীয় হয়—নইলে হয় না।

(ঠ) মৎস্যমাংসসুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্।
যাগকালং বিনান্যত্র ন ময়া কথিতং প্রিয়ে॥ (কুলার্ণব, ৫/৮৯)

প্রিয়ে! যাগকাল ব্যতীত অর্থাৎ পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময় মৎস্য মাংস ভক্ষণ এবং সুরাদি মাদক সেবনের কথা আমি বলি নাই।

(ড) মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
ইদমাচরণং দেবি প্রশোর্ন দিব্যবীরয়োঃ॥ (যোগিনীতন্ত্র, ৬ষ্ঠ পটল)

(ঢ) মকার-পঞ্চকৈর্দেবীং নার্চয়েৎ পশু-সন্নিধৌ।

(কৌলাবলী নির্ণয়, ৭ম পটল।)

মদ্য মাংস মৎস্য প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা সাধনা (দেবীর আরাধনা) দিব্য ও বীরের, পশুর নহে। পশু-(তন্ত্রে সাধারণ মানুষ 'পশু' বলিয়া কথিত হয়) সন্নিধানে অনুষ্ঠিতব্য নহে, একেবারে নিষিদ্ধ। ইহা শিব-নির্দ্দেশ।

(ণ) পঞ্চতত্ত্বেন মুখ্যেন চানুকল্পেন বা প্রিয়ে।
দিব্যেন জগদম্বার্থে নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ॥

মুখ্যকল্পেন বীরাণাং নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ।
পশূনাঞ্চানুকল্পেন দিব্যানাং দিব্যকল্পকৈঃ॥ (আগম কল্পদ্রুম)

মুখ্য অনুকল্প এবং দিব্য পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা জগদম্বার নৈবেদ্য দিতে হইবে। বীরগণ (বীর সাধকগণ) মুখ্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দিবেন। পশুগণের (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ) অনুকল্পের দ্বারা এবং দিব্য ও বীর সাধকগণের দিব্য কল্পের দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান বিধি।

এতৎপ্রসঙ্গে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সপ্তমোল্লাসান্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত শিবোক্তি বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে।

জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥ ৯৭
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥ ৯৮
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ॥ ৯৯
কুলাচারগতা বুদ্ধি-র্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা।
তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে॥ ১০০
সদ্‌গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্।
কুলাচাররতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশ্বরীম্॥ ১০১

জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ ও বায়ু—এই সকল কুল সংজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হয়। এই সকল সমুদায় বস্তুই ব্রহ্ম—এই প্রকার ভাব দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ভেদাভেদ (অর্থাৎ ভেদ ও অভেদ কল্পনা দ্বারা প্রবোধিত হইয়া) নিবিকল্প আচরণের নাম কুলাচার। এই কুলাচার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদায়ক অর্থাৎ এতদ্দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। তপস্যা, দান ও দৃঢ়ব্রতাদি দ্বারা জন্মজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত পুণ্যরাশি দ্বারা নিষ্পাপ (পাপবর্জ্জিত) সাধক কুলাচারে প্রবৃত্ত হওয়ার মতি লাভ করে। কুলাচারগত বুদ্ধি হইলে উহা স্বভাবতঃই অবিলম্বে সুনির্ম্মলা হইয়া থাকে। তখন অর্থাৎ পরিমার্জ্জিত সুবিমল বুদ্ধি হইলে আদ্যাদেবীর চরণকমলে সাধকের মতি জন্মিয়া থাকে। একনিষ্ঠচিত্তে সদ্‌গুরুর সেবা দ্বারা অর্থাৎ তৎপ্রদর্শিত পন্থায় আচরণানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপরা বিদ্যা লাভ করিয়া কুলজ্ঞসাধক কুলাচারে রত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলেশ্বরী আদ্যা-কালিকাদেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে।

পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ-মকারের তাৎপর্য্য তন্ত্রতত্ত্বালোকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থাৎ নিগূঢ় রহস্যার্থের আলোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আশু প্রকাশিতব্য বক্ষ্যমাণ যোনিতন্ত্র খণ্ডের নামাংশে 'যোনি' শব্দটি সংযুক্ত থাকা হেতু জড়জ্ঞানী ভোগবাদীগণ শব্দের বাহ্যরূপের সূচিতার্থ অর্থাৎ প্রচলিত লৌকিক ভাষার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কুৎসিত কদর্থ প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে।

একদা এই বঙ্গদেশই ছিল তন্ত্রসাধনা এবং নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রচর্চ্চার মহাপীঠস্থান। শতায়ু ও তদূর্দ্ধ প্রাচীনগণ এবং তদ্রূপ প্রাচীনদেহী সাধকবৃন্দ প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে পূর্ব্বে সাধনাশ্রম গুরুগৃহে এবং পণ্ডিতগণের টোলে সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদির ন্যায় যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের পঠন-পাঠনাদি ও ব্যাখ্যান হইত। ফলে তন্ত্রের রহস্যাবরক ভাষার আবরণ ভেদপূর্ব্বক তন্ত্রতত্ত্বার্থী সুধী সাধক ও পাঠকগণের নিকট তন্ত্রতত্ত্বের নিগূঢ়ার্থ বিশদীকৃত ও স্পষ্টীকৃত হইত। কালের বিচিত্র গতিপ্রবাহে আজ আর তাহা হয় না—একেবারেই স্তব্ধ। ফলে তন্ত্রতত্ত্ববিদ্ এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান-পারঙ্গম সাধকসম্প্রদায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। বিশুদ্ধ মূল-তন্ত্রাদিও আজ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। জ্ঞানী তত্ত্ববেত্তা সাধক সম্প্রদায় এবং নির্ভুল তন্ত্রাদির অভাবে কি অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া এই বিশিষ্ট সাধনধারা বিলুপ্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে? বাস্তবতার পর্য্যবেক্ষণ হইতে দৃষ্ট হয় যে তন্ত্রের ন্যায় রহস্যশাস্ত্রের উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা এবং প্রয়োগ-পারঙ্গম ক্রিয়াবিদ্ও আজ অতি-বিরলদৃষ্ট। ফলে অনুসন্ধিৎসু তন্ত্রতত্ত্বার্থীগণ তন্ত্রের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়া পড়েন। দুর্লভ তন্ত্রশাস্ত্রাদি সুলভ ও অনায়াসলভ্য না হওয়ায় তন্ত্র-সাধনার ধারা অব্যাহত থাকিবার আশার আলোক আর নয়নপথে পতিত হয় না। তন্ত্রাধিশ্বরীর ইচ্ছাই এস্থলে প্রবল ও কাল-বিজয়ী হইবে নিঃসন্দেহে। মাতৃতত্ত্ব বিকৃতকারী নর-পশুগণের অপপ্রচেষ্টা এবং অপপ্রচার সত্ত্বেও তন্ত্রা—ধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর ইচ্ছায় তাঁহারই কতিপয় চিহ্নিত সন্তানের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে লুপ্তপ্রায় তন্ত্রসমূহ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

নিরাশার আঁধারে মাগো তুমিই আশার আলো! এই বিশিষ্ট সাধনার ও দর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই যেন তন্ত্রেশ্বরী মহাদেবীর ইচ্ছা ও প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ শাসনাধীন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার্ জন্ উড্রফ্, কে-টি (আর্থার এ্যাভেলন ছদ্ম নামে) তন্ত্রবিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গ্রন্থাদি রচনা, প্রকাশ ও প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে তন্ত্রজগতে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার লেখনী—

প্রভাবে তথাকথিত শিক্ষিতগণেরও তন্ত্রসাধনা বিষয়ে বিতৃষ্ণা ও ন্যাক্কারজনক (nauseating) ঘৃণ্য মনোভাব বিদূরিত হয়। এই সকল গ্রন্থাদি পাঠে তন্ত্র সাধনার প্রতি ইংরেজী শিক্ষিত ঘোরতর অবিশ্বাসীর মনও বিশ্বাসে পরিপূরিত হইল। পাশ্চাত্য দেশীয় এই সাধক স্বীয় সদ্গুরুর* নির্দ্দেশাদেশানুসারে তন্ত্রতত্ত্বীয় সাধনার রহস্যোদ্ঘাটনপূর্ব্বক তন্ত্রসাধন পদ্ধতির সমর্থনে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ নিরলস প্রচার প্রচেষ্টার দ্বারা তন্ত্রবিরুদ্ধ অপ-সিদ্ধান্ত ও অপপ্রচারাদির নিরসন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে বীরাচারী তন্ত্রসিদ্ধ সদ্গুরুর আশ্রিত তন্ত্রতত্ত্ববেত্তা ও তন্ত্রপ্রবক্তা ছিলেন। তাঁহার তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা ও তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচারণার ফলে পাশ্চাত্য দেশেও তন্ত্রসাধনা বিষয়ে কুৎসিত ভ্রান্ত ধারণাদি বিদূরিত হয় এবং এই তন্ত্রপ্রবক্তার এতদ্বিষয়ে অবদান সম্বন্ধে Dr. Witernitz তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (History of Indian Literature) গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ
It is Sir John Woodroffe (under pseudonym of Arthur Avalon) who by a series of essays and publication of the most import-tant Tantra Texts has enabled us to form a just judgment and an objective historical idea of this religion and its literature.

তন্ত্রশাস্ত্র ভারতীয় সাধনার একটি বিশিষ্ট ধারার সাধনশাস্ত্র। ইহা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শাস্ত্র। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই স্ব-স্ব শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষার্থবোধক শব্দাবলী (nomenclature, terminology) থাকে। উদ্দিষ্ট বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দসমূহের যথার্থ অভিধা (শব্দের অর্থবোধক শক্তি ও সংজ্ঞা) অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধ বা অভিপ্রায় জানা না থাকিলে ঐ শাস্ত্রবিজ্ঞানে প্রবেশ দুঃসাধ্য। অতএব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষার্থজ্ঞাপক শব্দসমূহের যথার্থ মর্ম্মার্থবোধ সর্ব্বাগ্রে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অপরিহার্য্য।

তন্ত্রশাস্ত্র সাধনবিজ্ঞান—পারিভাষিক (বিশেষার্থজ্ঞাপক সঙ্কেত বা ইঙ্গিতপূর্ণ) ভাষায় বিরচিত। অতএব তন্ত্রতত্ত্বীয় সাধনবিজ্ঞানশাস্ত্র বুঝিতে হইলে তন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের অন্তর্নিহিত রহস্যাবৃত মূলগত তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত না হইলে তন্ত্ররাজিধৃত তত্ত্বসমূহের মর্ম্মমূলে প্রবেশ করা যাইবে না।

---

* প্রখ্যাত তন্ত্রবেত্তা বীরাচারী সিদ্ধসাধক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। Principles of Tantra (Part I & II) তাঁহারই (বিদ্যার্ণব মহোদয়ের) বিরচিত বিখ্যাত 'তন্ত্রতত্ত্ব' নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

এই রহস্যশাস্ত্রের অতি গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্বার্থ ও প্রয়োগ-পদ্ধতিসমূহ অপরিজ্ঞাত হইয়া তন্ত্রতত্ত্বীয় গূহ্যার্থ সম্যগ্ উপলব্ধি ও ক্রিয়াবিদ্ প্রয়োগ-পারঙ্গম সাধনসিদ্ধ তন্ত্রতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর উপদিষ্ট পন্থায় (জানীয়াদ্ গুরুবক্ত্রতঃ) ক্রিয়া-সাধনায় রত না হইলে, হেলে ধরিতে অক্ষম ও অপারগ সাপুড়িয়া কেউটের সহিত খেলা করিতে গেলে যে দশা প্রাপ্ত হয়, অধিকার লাভ না করিয়া তান্ত্রিক কৌলমার্গের সাধনায় প্রবৃত্ত ও প্রবিষ্ট সাধকেরও তদনুরূপ দুর্দ্দশা ও দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অভিধান বা কোষগ্রন্থে অনেক শব্দেরই একাধিক অর্থ আছে। ইহাঁদের কোন্ অর্থটি কোন্ জায়গায় উপযোগী (appropriate) ও যথোচিত বা গ্রহণীয়, তাহা প্রণিধান ও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সাধনশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অধ্যাত্ম তত্ত্ববোধক অর্থেই গ্রহণ করা যুক্তি ও বিচারসম্মত। আলোচ্যমান তন্ত্রখণ্ডের শিরোনামধৃত 'যোনি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়; উৎপত্তি, প্রকৃতি, মূল-হেতু বা কারণ; আকর বা আধার। তন্ত্র একটি বিশিষ্ট দর্শন ও সাধনশাস্ত্র হওয়া হেতু এই 'যোনি' শব্দের গূঢ়ার্থ দাঁড়াইতেছে জীবের আদিভূতা সনাতনী মূলাশক্তি; উৎপত্ত্যাধারস্থ (মূলাধারান্তর্গত) মূলীভূতা কারণশক্তি অর্থাৎ মূলাধারে কন্দোর্দ্ধস্থানাবস্থিতা জীবনদায়িনী (প্রাণদায়িনী) কারণরূপিণী মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী—এই শক্তিস্বরূপা মহাদেবীর কুলে মূলাধারচক্রান্তঃপাতী কন্দোর্দ্ধস্থানে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে (কুণ্ডলাকারে) স্বয়ম্ভুলিঙ্গালিঙ্গিতা (বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিতা) প্রসুপ্তা (নিদ্রিতা) শিবশক্তি-বিশেষ*।

কুণ্ডলিনী কুলাচারীগণের উপাস্যা কুলাচারতন্ত্রোক্ত শক্তি। মূলাধারস্থ পদ্মমৃণাল মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম তন্তুবৎ প্রকাশমানা ও মূলাধারে শঙ্খাবর্ত্তবৎ কুণ্ডলীকারা এবং বিদ্যুৎ প্রভাবিশিষ্টা মধুর অস্ফুট কূজনকারিণী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বিরাজিতা—জীবগণের জীবনদায়িনী শক্তি।

---

* ইহ জন্মে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিত মহাওজস্বিনী প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যোগী বলেন, উহা বদ্ধজীবে প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার ঐরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা ইত্যাদি বৃত্তির উদয় হয়। উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগরিত বা প্রকাশাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবেই জীবকে পূর্ণজ্ঞান লাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়।"—শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ও বিশেষভাবে বিবেচ্য ও প্রণিধানযোগ্য।

(১) কন্দোর্দ্ধ্বং কুণ্ডলী শক্তিঃ সুপ্তা মোক্ষায় যোগিনাম্।
বন্ধনায় হি মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ॥

কুণ্ডলিনী শক্তি কন্দস্থানের উপরিভাগে অর্থাৎ মূলাধারের উপরিভাগে যোগিগণের মোক্ষ প্রদান ও মূঢ়গণের বন্ধন জন্য অবস্থিতা আছেন। যোগিগণ সেই সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত ও পরিচালিত করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন; আর মূঢ়জনেরা তাঁহাকে অবগত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মদ্বার মুক্ত করিতে অসমর্থ হয় এবং চিরদিনই অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকে। যাঁহারা কুণ্ডলিনীকে অবগত হইতে পারে তাঁহারাই যথার্থ যোগবিৎ।

(২) কুণ্ডলী কুটিলাকারা সর্পবৎ পরিকীর্ত্তিতা।
সা শক্তিশ্চালিতা যেন স মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

যোগিগণ বলিয়া থাকেন, কুণ্ডলিনী শক্তি ভুজঙ্গের ন্যায় কুটিলাকার ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যে মানব সেই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে পরিচালিত করিয়া মূলাধার হইতে উর্দ্ধ্ব প্রদেশে লইয়া যাইতে পারেন, তিনি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে সমর্থ, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে কুণ্ডলিনীশক্তি পরিচালিত করিয়া উর্দ্ধ্বে লইয়া যাইতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

এস্থলে 'কন্দ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি বিবেচ্য। কন্দ (আর্দ্র হওয়া) + অ (ঘঞ্)-র্ম। অর্থাৎ যাহা মৃত্তিকারস দ্বারা আর্দ্র (সিক্ত) হয়। যথা—আলু, পিয়াজ, লশুন, শূরণ (ওল); মূল-বিশেষ—যেমন কন্দমূল, মূলা, গাজর প্রভৃতি; বৃক্ষাদির মূল-বিশেষ। মূল-এর সহিত লক্ষণ-সাদৃশ্য হেতু ইহার তত্ত্বার্থ দাঁড়াইতেছে—হেতু; আদি মূলকারণ। এতদর্থে স্পষ্টীকৃত হইল যে 'যোনিতন্ত্র' মূলতঃ প্রাণদায়িনী মূলীভূতা মহাশক্তি মহাদেবী কুলকুণ্ডলিনী অর্থাৎ পরমাপ্রকৃতি বিষয়ক সাধনশাস্ত্র। কাজেকাজেই যোনিতন্ত্র নামাঙ্কিত তন্ত্রশাস্ত্রটির 'যোনি' নামাংশের মূলার্থ নারীদেহের কামাঙ্গ নির্দ্দেশক অঙ্গ-বিশেষ নহে। বস্তুতঃ ইহা রহস্যাবৃত কুলযোষিৎ কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিরই সাধন-বিষয়ক তন্ত্রশাস্ত্র।

এই যোনিতন্ত্র কুণ্ডলিনীর ষট্‌চক্রভেদাত্মক (ষট্‌চক্রভেদকরণ বিষয়ক) সাধনশাস্ত্র। ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় রুদ্রযামলের উত্তরখণ্ডান্তর্গত অষ্টবিংশ, দ্বাত্রিংশ, ত্রয়ত্রিংশ ও ষট্‌ত্রিংশ প্রভৃতি কয়েকটি পটলের সমাপ্তি পঙ্‌ক্তিগুলিতে। যথা—

(১) ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্রে মহাতন্ত্রোদ্দীপনে ষট্‌চক্রপ্রকাশে ভৈরব-ভৈরবী-সংবাদে কন্দ*বাসিনীস্তোত্রং নাম অষ্টাবিংশঃ পটলঃ। ২৮

(২) ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্রে মহাতন্ত্রোদ্দীপনে মূলচক্রসার-সঙ্কেতে ভৈরব-ভৈরবী-সংবাদে কন্দবাসিনীস্তোত্রং নাম দ্বাত্রিংশঃ পটলঃ। ৩২

(৩) ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্রে মহাতন্ত্রোদ্দীপনে সিদ্ধিবিদ্যা-প্রকরণে ষট্‌চক্রপ্রকাশে ভৈরব-ভৈরবী-সংবাদে কন্দবাসিনী-কবচং নাম ত্রয়স্ত্রিংশঃ পটলঃ। ৩৩

(৪) ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্রে মহাতন্ত্রোদ্দীপনে সিদ্ধমন্ত্র-প্রকরণে ষট্‌চক্রপ্রকাশে ভৈরব-ভৈরবী-সংবাদে মহাকুলকুণ্ডলিন্যা অষ্টোত্তর-সহস্রনাম-স্তবকথনং নাম ষট্‌ত্রিংশত্তমঃ পটলঃ। ৩৬

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হিন্দুর যোগ ও সাধন শাস্ত্রাদি অধিকাংশই বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্র রহস্যাচ্ছাদিত প্রচ্ছন্ন ভাষায় বিরচিত। এস্থলে ইহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে রুদ্রযামলের উত্তরখণ্ডান্তর্গত অষ্টাবিংশ, দ্বাত্রিংশ, ত্রয়ত্রিংশ প্রভৃতি কয়েকটি পটলে তিনি কন্দবাসিনী (কুণ্ডলিনী)-রূপেই সংস্তুতা হইয়াছেন। এই ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া শাস্ত্রের মর্ম্মমূলে পৌঁছুছাইতে না পারিয়া বিদেশী শাসনাধীনে সাম্রাজ্যবাদীয় শাসকের স্বার্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে একশ্রেণীর ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব-শাস্ত্রে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ প্রকৃত শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম ও অপারগ হইয়া শাস্ত্রীয়

---

* কন্দস্থানস্বরূপবর্ণনম্—

ঊর্দ্ধ্বং বিতস্তিমাত্রং তু বিস্তারং চতুরাঙ্গুলম্।
মৃদুলং ধবলং প্রোক্তং বেষ্টিতাম্বর-লক্ষণম্॥

নাভি ও মেঢ্রের মধ্যে মূলাধার হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে কন্দস্থান। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, গুহ্য হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে এবং মেঢ্র হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নেই মানব-শরীরের মধ্যে এবং ঐ শরীরমধ্য হইতে নবাঙ্গুলি অন্তরে কন্দস্থান। উহা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত। কন্দযোনি পক্ষিডিম্বের ন্যায় এবং চর্ম্মাদি দ্বারা বিভূষিত। চতুষ্পদ পশু ও পক্ষীদিগের কন্দস্থান উদরমধ্যে।

গুহ্যের দুই অঙ্গুলি উপরে এবং এক অঙ্গুলি মধ্যে ও মধ্য হইতে নয় অঙ্গুলি-কন্দস্থান।

এই সকল মিলিত হইয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ চারি অঙ্গুলি। ইহা অতিশয় কোমল ও শুভ্রবর্ণ। এই কন্দস্থান বেষ্টিত যন্ত্রের ন্যায়।

মূলাধারচক্রের দল (পাঁপড়ি)গুলি সুষুম্না ও কন্দমূল, এতদুভয়ের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন। লিঙ্গের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ নিম্নে ও গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ঊর্দ্ধে, পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় আকৃতিযুক্ত কন্দমূলস্থান অবস্থিত।

বিষয়বস্তুগুলির ভাষার্থ আপাতবুদ্ধিগ্রাহ্য সহজবোধ্য বাহ্যার্থ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ পন্থাকে তন্ত্রোক্ত সাধনার পন্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছে। তাহারা জানে না যে, যোনি শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র নারীদেহের গুপ্তাঙ্গকেই বুঝায় না—যেমন প্রেতযোনি, পদ্মযোনি, ব্রহ্মযোনি, দিব্যযোনি, দেবযোনি ইত্যাদি। মেঘনাদবধ কাব্যের 'বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা' উক্তির 'বীরযোনি' শব্দ দ্বারা বীরপ্রসূ বুঝায়। পুনঃ বেদবিহিত ত্রি-সন্ধ্যায় বেদমাতা গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্রের 'আয়াহি বরদে দেবি! ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নর্মোঽস্তু তে'॥ এখানে 'যোনি' শব্দটি কি অর্থে বুঝিতে হইবে? এই গায়ত্রী আবাহন মন্ত্রের 'ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্যার্থ কি? 'ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্না পরব্রহ্মস্বরূপা' অর্থেই অবশ্যই বুঝিতে হইবে। অতএব বক্ষ্যমাণ তন্ত্রখণ্ডের নামকরণে ব্যবহৃত 'যোনি' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি বিষয়ক সাধনতন্ত্র। বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে এবং নানা শাস্ত্রাদিতে 'যোনি' শব্দটি পরমাপ্রকৃতি অর্থেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহারা 'যোনি' শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র জীব বা রমণীদেহের যৌনাঙ্গকে বুঝিবে, তাহারা কোনদিনই তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্মমূলে পৌঁছাইতে পারিবে না। শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ দেহাত্মবুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন জড়বাদীগণ ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্যময় অন্তর্জগৎ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত পরমচৈতন্যকে উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'যোনিতন্ত্র' নামটির তাৎপর্য্যার্থ হইতেছে—পরমাপ্রকৃতি বিষয়ক সাধনতন্ত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি ও যোনি শব্দদ্বয়ের ব্যাখানে বলিয়াছেন—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
> এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
> অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ —গীতা, ৭।৪-৬

অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্ (জল) অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—আমার এই আটটি প্রকৃতি বা ঐশ্বরিক মায়া। অর্থাৎ চরাচর জড় ও অজড় সমগ্র সৃষ্টি প্রপঞ্চই আমার মায়া। আমার মায়াই আমার প্রকৃতি। হে মহাবাহো! আমার এই অষ্টবিধ প্রকৃতি আমার অপরা বা প্রপঞ্চময়ী প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি ভিন্নও আমার যে প্রকৃতি মূল প্রাণস্বরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাও

আমার পরা বা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। এই পরা ও অপরা প্রকৃতিই এই পঞ্চভূতাত্মক জড় ও চৈতন্যময় ভূতসমূহের 'যোনি'। তুমি ইহা নিশ্চিত ধারণা কর যে, নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প আমি—পরা ও অপরা—এই উভয় প্রকৃতির কারণ হইলেও আমি আবার এই উভয় প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক। আমি এই উভয় প্রকৃতির কারণস্বরূপে জীবভূত সমগ্র সৃষ্ট জগতকে ধারণ করিয়া আছি এবং আমিই উহার উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।

যোনি শব্দের প্রকৃত মর্ম্মার্থ যে পরমা প্রকৃতি বা পরমারাধ্যা আদ্যাশক্তি তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি নিম্নোদ্ধৃত গীতোক্ত বচন হইতেও প্রতীত হয়।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ —গীতা ১৪।৩-৪

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন—মহদ্ ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত বিধায়, মহৎ এবং বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম, প্রকৃতি আমার যোনি সৃষ্টির উৎপত্তির কারণ। আমি নির্গুণ পরমব্রহ্ম প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া দেশকালাত্মক সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। ইহাকে মানবীয় ভাষায় গর্ভে বীজাধানরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। এখানেও যোনি শব্দ দ্বারা সৃষ্টির কারণস্বরূপা পরমা আদ্যাশক্তিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

হে কৌন্তেয়! অজড়, দেহধারী মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবসমূহ যাহা কিছু প্রাণবন্ত সত্ত্বা বিদ্যমান আছে বা জন্মলাভ করে, আমার মহদ্‌যোনি (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) তাহার কারণস্বরূপা এবং আমি ঐ সৃষ্টির বীজ বা মূলকারণ।—গীতা ১৪।৩-৪

ব্রহ্ম ও তাহার শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। অগ্নি ও উহার তেজকে যেমন পৃথক্ করিয়া ভাবনা করা যায় না, তদ্রূপ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং সগুণা প্রকৃতিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা যায় না। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এক অবিচ্ছিন্না সত্ত্বা। যাহা তেজ তাহাই অগ্নি এবং যাহা অগ্নি তাহাই তেজ। তন্ত্রশাস্ত্র বিধৃত মাতৃ-আরাধনা শক্তিরূপে ব্রহ্মেরই সাধনা। সাধারণতঃ যাহাকে জড় বলিয়া মনে করা হয় তাহাও এই সাধনার ধারার আলোকদৃষ্টিতে জড় নহে—তাহাও চৈতন্যময়। তন্ত্রধৃত সাধনধারা সর্ব্বময় ও সর্ব্বগত চৈতন্যকে অনুভব ও উপলব্ধি করিবার সাধনা।

হিন্দুদর্শন, বিশেষতঃ যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতিতে তত্ত্বসমূহ প্রচ্ছন্ন রহস্যাবরিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বহু তন্ত্রেই দেখা যায় যে শিব ও পার্ব্বতী প্রসঙ্গালোচনা করিতে করিতে বলিয়াছেন 'সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্'। অস্যার্থ, সকল তন্ত্রেই তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ যেরূপ ভাষায় অভিব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা যাহারা অধ্যাত্মতত্ত্বের অন্তর্জগতে প্রবেশের বিশেষ আন্তর জ্যোতিরালোক দৃপ্ত দৃষ্টিকোণ বা আলোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহারা উহার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে উদাহরণাত্মক একটি শ্লোকোদ্ধৃতি দ্বারা বক্তব্য স্পষ্টীকৃত করা হইল। যথা—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

শ্লোকের স্থূল বাহ্যার্থ যথা—পানের (সুরাপান) পর পান করিয়া যাইবে। সুরাপান করিতে করিতে ভূতলে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ পান করিয়া যাইবে। ভূমিতে পড়িয়া গেলেও তথা হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় পান করিবে। এইরূপ পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু ইহার তন্ত্রতাত্ত্বিক রহস্যার্থ অন্যরূপ। ইহার প্রকৃত অর্থ ষট্চক্রভেদাত্মক। ষট্চক্রের বিবরণ-জ্ঞানের সহিত ইহার গভীর নিবিড়ঘন গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ষট্চক্রভেদবিষয়ক ব্যাপারটি অতীব কঠিন বিষয়। ইহা যোগের পরাকাষ্ঠা—সাধনার উচ্চতম পদবীতে সমারূঢ় যোগীর চরম লক্ষ্য। উপরোদ্ধৃত শ্লোকের তান্ত্রিক ভাষ্য এইরূপ ঃ—কৌলসাধক কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে বিবিধ-চক্র পরিভ্রামিত করিয়া তৎসহ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিবে। তথায় (সহস্রারে) চিচ্চন্দ্রের (শিবের) সহিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তির সামরস্য সুখের উদ্ভব হয়। সহস্রারে সামরস্যজনিত যে অমৃত ক্ষরিত হয়; সাধক সেই ক্ষরিতামৃত পান করে। সাধক কুলকুণ্ডলিনীশক্তির সহিত মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত বারম্বার যাতায়াত বা গমনাগমন করিলে তাঁহার (সাধকের) আর পুনর্জন্ম হয় না। এস্থলে রহস্যাবরিত আরও দুইটি শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত করা হইল। ভূমিকার স্বল্পপরিসরে স্থানাভাব হেতু বিশদ ব্যাখ্যালোচনা সংযোজন করা সম্ভব হইল না।

(ক) কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা পুনরেব কুলং বিশেৎ।
রমতে সেয়মব্যক্তা পুনরেকাকিনী সতী ॥

(খ) দিবাপূজা বিধাতব্যা নিশাপূজা মহেশ্বরী।
ন দিবা ন নিশাভাগে রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ।
সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীং দিবারাত্রৌ ন পূজয়েৎ॥

তন্ত্র সাধন ও মোক্ষ শাস্ত্র। ইহা চৈতন্যময় জগতে প্রবেশের সাধন-নির্দ্দেশক শাস্ত্র। মানবীয় ভাষায় চৈতন্যশক্তির স্বরূপ ব্যক্ত করা যায় না। তন্ত্রের মত অদ্বৈত। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন তন্ত্রোক্ত কৌলমতে তত্ত্বতঃ কোন প্রভেদ নাই।

যোনিতন্ত্র শিবপ্রোক্ত সাধনতন্ত্র। ইহা বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ (চৌষট্টি) খানা তন্ত্রের অন্যতম। যাঁহারা তন্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত নহে, সাধনার অঙ্গীভূত চৈতন্যময় জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা, জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুভূতি না থাকিবার জন্য তাহারা সকলেই তন্ত্রোক্ত বিষয়বস্তুসমূহের বাহ্য বা আপাত-প্রতীয়মান প্রচলিত লৌকিক ভাষায় সূচিত বহিরর্থকেই প্রকৃত মর্ম্মার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ পথকেই তন্ত্রোক্ত সাধনপন্থা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। এরূপ ভ্রান্ত মত ও পন্থানুবর্ত্তীগণের মতে সুরাপান ও উদ্দাম কামলালসা চরিতার্থ করা প্রভৃতি বুঝি তন্ত্রোক্ত সাধনা। শিব তন্ত্রে এরূপ বাক্য কখনও ব্যক্ত করেন নাই। পরন্তু হিন্দুসাধনার বিভিন্ন ধারানুবর্ত্তী যে-কোন সাধনধারার প্রথম ও প্রধান অবশ্যপালনীয় দৃঢ়ব্রত—ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে যদৃচ্ছা সুরাপান ও যদৃচ্ছা উদ্দাম কামবাসনা চরিতার্থ করা সাধনশাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। অতএব বীর্য্যশক্তি ক্ষয়কারী পন্থা মোক্ষলাভের উপায় নহে। যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে দৃষ্ট হইবে যে নারীদেহ-সম্ভোগ যোনিতন্ত্রে ব্যবস্থিত হয় নাই।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতোক্ত এই মহদ্‌বাক্যের মর্ম্মার্থ যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা জড়জ্ঞানের (তমোগুণের) সীমায় তত্ত্বজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই—তাঁহারা শিবকথিত যোনিতন্ত্রে তন্ত্রালোকের নূতন আলোকবর্ত্তিকা দেখিতে পাইবেন।

এই নিবন্ধ রচনায় রচনাকারীর মৌলিকত্ব কিছুই নাই; কারণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট তথ্যাদি বিবিধ নিবন্ধগ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত। সহজ কথায়, ইহা একটি সঙ্কলন মাত্র। স্বীয় স্বল্পজ্ঞতা ও অক্ষমতা সতত স্মরণে রাখিয়াই এই ভূমিকায় যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহাতে অজ্ঞানবশতঃ ভুল-ভ্রান্তি সুধী-সাধকবৃন্দ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। এই প্রতিবেদন তাঁহাদের জন্য নিবেদিত নহে—কারণ, ইহাতে আলোচিত বিষয়বস্তু তাঁহারা পূর্ব্বেই জ্ঞাত

আছেন। ইহা কেবলমাত্র মাদৃশ স্বল্পজ্ঞগণের স্মরণার্থেই নিবেদিত। পরিশেষে ভগবতীর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি।

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তব কৃত্যমিদং সর্ব্বমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে॥

হে শিবে! জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানে যাহা কিছু করিয়াছি তাহা তোমারই কৃত্য। এইরূপ জানিয়া বুঝিয়াই আমাকে ক্ষমা কর। শিবমস্তু। ওঁ তৎসৎ।

[তন্ত্রোক্ত কতিপয় দুরূঢ় পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য্য]

পঞ্চ-মকার

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটিকে তন্ত্রে পঞ্চ-মকার বলা হয়। ইহার গুহ্যাতিগুহ্য নিগূঢ় তত্ত্বরহস্য বিষয়ের তাৎপর্য্যার্থব্যঞ্জক কিঞ্চিদাভাষ এখানে বিবৃত হইল। পঞ্চ-মকারান্বিত হওয়ার নিহিতার্থ হইতেছে—কুলকুণ্ডলিনীশক্তির ক্রমান্বয়ে ষট্চক্রভেদ করান। পঞ্চ-মকারকে পঞ্চতত্ত্বও বলা হয়।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
ম-কার-পঞ্চমং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চ-মকার দ্বারা সাধনা করিলে সাধকের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

মদ্য—প্রথম:ম-কার

আগমসারে দেবাদিদেব শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরণ (বিন্দু-বিন্দু করিয়া বাহির হওয়া, নিঃসরণ—exudation) হয় তাহা পানে সাধ্যবস্তুতে ক্রম-নিমগ্নতাপ্রসূত যে আনন্দ-বিহ্বলতা উপস্থিত হয়, তাহাই যথার্থ মদ্যপান। এইরূপ তত্ত্বনিমগ্নসাধনা যিনি করেন তিনিই প্রকৃত মদ্যসাধক।

মাংস—দ্বিতীয় ম-কার।

মাংস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মা-শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি। স এব মাংসসাধকঃ॥

'মা' শব্দে রসনাকে বুঝায়। রসনার অংশ:যেহেতু বাক্য তাহা রসনার অতীব প্রিয় বস্তু। যে ব্যক্তি উহাকে ভক্ষণ করিতে পারে অর্থাৎ বাক্যের সংযম করিতে পারে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মৌনাবলম্বনকারী হইতে পারে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মাংসসাধক।

হঠযোগ-প্রদীপিকায় আরও বলিয়াছেন—

গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীং[১]।
তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ॥

যিনি প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ করেন এবং তালুমধ্যস্থ চন্দ্রের ক্ষরিত সুধা পান করেন, তিনি কুলীন। 'গো' শব্দ দ্বারা জিহ্বাকে বুঝায় সেই জিহ্বাকে তালুমূলে খেচরীমুদ্রায়* প্রবেশ করানর নাম গোমাংস ভক্ষণ। জিহ্বাকে এরূপ কার্য্যে নিয়োজিত রাখিলে জিহ্বার সংযম (অর্থাৎ বাক্‌সংযম) হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়াবান্ পুরুষ বা সাধকই যথার্থ মাংসসাধক।

১। অমরবারুণীম্—অমরবারুণীতত্ত্বম্ যথা—

জিহ্বাপ্রবেশসম্ভূত-বহ্নিনোৎপাদিতঃ খলু।
চন্দ্রাৎ স্রবতি যঃ স্রাবঃ স স্যাদমরবারুণী॥

শ্লোকে 'অমরবারুণী' শব্দের অর্থ নিরূপিত হইতেছে। বারুণি শব্দের অর্থ মদ্য, সুরা। রসনাকে তালুর ঊর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করাইলে এক প্রকার বহ্নি (উত্তেজনা, উত্তাপ বা উষ্ণতা) উৎপাদিত হয় (জন্মে)। সেই ছিদ্রে চন্দ্র হইতে গলিতামৃত স্রাব হইতে থাকে। যোগিগণ এই স্রাবকে (ক্ষরিত অমৃতকে) অমরবারুণী শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন।

* খেচরীমুদ্রা—কি এবং কি প্রকার? দত্তাত্রেয় সংহিতায় বিবৃত আছে—

'অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরী।

এই মুদ্রায় কপালদেশস্থ ছিদ্রের অভ্যন্তরে জিহ্বা ব্যাবৃত্ত ও বদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিকে স্থিরভাবে নিহিত (স্থাপিত, নিবদ্ধ) বা স্থির (fixed) রাখিতে হয়।

অর্থাৎ জিহ্বাকে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে এই প্রবেশকরণ কার্যটি খেচরীমুদ্রাক্রমে (পদ্ধতি) করিতে হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী জিহ্বা উল্টাইয়া কপালকুহরে প্রবেশ ও দৃষ্টি ভ্রূ-মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। জিহ্বা ও চিত্ত আকাশে (খ=আকাশ) অবস্থিত হয় বলিয়া এই মুদ্রা-প্রক্রিয়ার নাম খ-চরী মুদ্রা।

মৎস্য—তৃতীয় ম-কার

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে (ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ী মধ্যে) দুইটি মৎস্য সতত সঞ্চরণ করিতেছে। যে ব্যক্তি সেই মৎস্য ভক্ষণ করেন অর্থাৎ প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া রুদ্ধ বা বন্ধ করতঃ কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থাপন করেন তিনিই মৎস্যসাধক।

মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের মধ্যে 'রজঃ এবং তমঃ'-রূপী শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া (হং-কারেণ বহির্যাতি সঃ-কারেণ বিশেৎ পুনঃ) হংস মন্ত্রে অজপা জপ হইতেছে। যে ব্যক্তি (সাধক) তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারে অর্থাৎ প্রাণায়াম প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাকে (শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহকে) সংযত করতঃ প্রাণকে স্বতঃ স্থির ও মনকে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হন তখন তিনি প্রকৃত মৎস্যসাধক হইয়া থাকেন।

অতীতের এমন দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে এই প্রাণায়াম ক্রিয়ার পদ্ধতিক্রমে অনেক মহাত্মা একাধিক দিবস জলমগ্ন হইয়া থাকিতে অথবা সুদীর্ঘ অর্দ্ধবৎসর কালও মৃত্তিকা-প্রোথিত হইয়া জীবন্ত থাকিতে পারিয়াছেন।

মুদ্রা—চতুর্থ ম-কার

সহস্রার-মহাপদ্ম-কর্ণিকামধ্যতো ভবেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি! কেবলঃ পারদোপমঃ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ-শ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ[১]।
অতীবকমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতঃ[২]।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

শিব সমস্ত জগতের আধারভূতা আদ্যাশক্তি পরব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন—হে দেবেশি! সহস্রদলকমলান্তর্গত কর্ণিকা মধ্যস্থিত কূটস্থ

কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

জিহ্বাকে বিপরীতগামিনী করিয়া (উল্টাইয়া) কপালছিদ্রে প্রবেশ করাইবে। তৎপর অনন্যদৃষ্টিতে ভ্রুযুগলের মধ্যে চাহিয়া থাকিবে। ইহাকে খেচরী মুদ্রা বলে।

১। সুশীতলং। ২। কুণ্ডলিনীযুতং।

বিশুদ্ধ পারদোপম আত্মা বিদ্যমান এবং তাহা কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজপ্রভ (জ্যোতির্ম্ময়) এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল ও অতীব কমনীয়দর্শন। মহাকুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া এই আত্মা অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে যিনি উপলব্ধি অর্থাৎ অনুভূতির মাধ্যমে সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক।

এই কুণ্ডলিনীশক্তিই প্রাণবায়ুরূপে দেহাভ্যন্তরে বিরাজমানা রহিয়াছেন। রুদ্রযামলে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'সা দেবী বায়বীশক্তিঃ।' মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী সহস্রারাভিমুখে গমনকালে প্রতি পদ্মে তত্রস্থ দেবতার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। ষট্‌চক্রান্ শিবান্ ভিত্বা দেবী গচ্ছতি নিষ্কলং।

মৈথুন—পঞ্চম ম-কার

আগমসারে জ্ঞানময় মহাদেব জগতের আধারভূতা বিশ্বজননী ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তির নিকট মৈথুন বিষয়ে বলিয়াছেন—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥
কুলকুণ্ডলিনীশক্তিঃ দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
ম-কারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকার-হংসমারুহ্য একতা'চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥

(i) মৈথুন নামক পরমতত্ত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-এর কারণ। মৈথুনকার্য্যের দ্বারা সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সিদ্ধি লাভ হয়।

(ii) জীবদেহে অবস্থিতা যে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি জীবগণের দেহধারিণী, সেই পরমাদ্যাশক্তিকে শিবের সহিত সংযোগ করার নাম মৈথুন।

(iii) শরীরের নাভিচক্রস্থিত কুণ্ডমধ্যে আরক্তবর্ণ র-কারের সহিত আকার-রূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাস-প্রশ্বাস (হং-কারেণ বহির্যাতি সঃ-কারেণ বিশেৎ পুনঃ) দ্বারা ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনির মধ্যবর্ত্তী বিন্দুরূপ ম-কারের যখন মিলন হয়, তখনই জীবের আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

(iv) কুণ্ডমধ্যে কুঙ্কুম বর্ণ (রং বা আভাযুক্ত) 'র' বর্ণ (অক্ষর) বিদ্যমান। ম-কার বিন্দুরূপে মহাযোনি মধ্যে অবস্থিত। এই 'র' ও 'ম' আকাশরূপী 'হংস'-এ আরোহণ করিয়া যখন উভয়ে মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয় তখন মহানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপন্ন (উদয়) হয় অর্থাৎ মহানন্দময় ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়।

র-কার—শক্তি, কুণ্ডলিনী। ইনি দেহস্থিত কুণ্ডমধ্যে অর্থাৎ মূলাধারচক্রে অবস্থিতা আছেন।

ম-কার—পুরুষ, পরমাত্মা, পরমশিব। ইনি মহাযোনি অর্থাৎ সহস্রদল-কমলকর্ণিকাগত ত্রিকোণমধ্যে অবস্থিত আছেন।

আ-কার—শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সম্পাদিত 'হংসঃ' এই অজপা মন্ত্র।

র-কার কুণ্ডলিনী শক্তি আ-কাররূপ হংসে আরোহণ করিয়া ম-কাররূপ পরমশিবের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের সামরস্যজনিত যে মৈথুনানন্দ (মৈথুন—ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ মনোলয়রূপ ক্রিয়া-জাত দিব্যানন্দানুভব) অনুভূত হয় তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধকের প্রকৃত মৈথুনানন্দ।

ক্রিয়ার্থক 'রম' ধাতু হইতে রমণ, রাম এবং রামা শব্দত্রয় নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুরুষ নারীতে রমণ করে বলিয়া নারীর এক নাম রামা। পুরুষ নারীতে রমণ অর্থাৎ মনোলয়রূপ ক্রিয়া করিয়াও তদ্রূপ আনন্দানুভব করেন বলিয়া ঈশ্বরের এক নাম রাম। রাম শব্দের র-কার নারীরূপ ঐশী শক্তি, আর ম-কার পুরুষরূপ পরমশিব এবং আ-কার উভয়ের সংযোগসাধক।

॥ কুলার্ণবে পঞ্চ-মকার বর্ণনে ॥

লিঙ্গত্রয়-বিশেষজ্ঞঃ ষড়াধার-বিভেদকঃ।
পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ ॥ ৫।১০৬

যাঁহার লিঙ্গত্রয়ের অবস্থানাদি সম্বন্ধে সম্যগ্‌ জ্ঞান (ধারণা) আছে, যে সাধক ষড়াধার অর্থাৎ মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্‌চক্রভেদে সমর্থ অর্থাৎ পারদর্শী, সেই সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতঃ পীঠসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া মহাপদ্মবনে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে উপস্থিত হন।

স্মর্তব্য যে মূলাধারচক্রে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, অনাহতচক্রে বাণলিঙ্গ এবং আজ্ঞাচক্রে ইতর লিঙ্গের অধিষ্ঠান। ষট্‌চক্রের প্রতিটি চক্র এক একটি পীঠ।

কামরূপাদি শক্তিপীঠ-সমূহের যেমন ভৌগলিক অবস্থান নিরূপিত আছে, তদ্রূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাকার (ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ) মানবদেহেও তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। এ বিষয়ে রুদ্রযামল, যোগসার প্রভৃতিতে বিস্তৃত বিবরণ অনুসন্ধেয়।

আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্র-কুণ্ডলীশক্তি-সামরস্য-সুখোদয়ঃ। ৫।১০৭

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ সেখানকার সহস্রারে সাধক পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিবে। তথায় চিৎ-চন্দ্রের (শিবের) সহিত কুণ্ডলিনীশক্তির সমাগমে সামরস সুখের উদ্ভব হয়।

ব্যোমপঙ্কজ-নিস্যন্দ-সুধাপানরতো নরঃ।
সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে মদ্যপায়িনঃ॥ ৫।১০৮

ব্যোমপঙ্কজ অর্থাৎ সহস্রারে উক্ত সামরসজন্য অমৃত ক্ষরিত হয়। সাধক সেই স্রাবিত অমৃত পান করেন। ইহাই কুলশাস্ত্রোক্ত মদ্যপান বা সুধাপান। এবম্প্রকারের সুধাপানকারী ভিন্ন অপর সকলেরা সাধারণ মদ্যপানকারী মাত্র।

পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে॥ ৫।১০৯

যোগবিদ্ সাধক জ্ঞানখড়্গের দ্বারা পুণ্যাপুণ্যরূপ পশু বধ করতঃ পরতত্ত্বে চিত্ত লয় করিবে। যিনি এরূপ করিবেন তিনিই যথার্থ মাংসাশী।

মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ॥ ৫।১১০

সাধক ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া আত্মার সহিত সংযুক্ত করিবে। দেবি। যে এরূপ করে সে প্রকৃত মৎস্যাশী, অপর সকলেরা তো প্রাণিহিংসক মাত্র।

অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ।
শক্তিং তাং সেবয়েৎ যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ॥ ৫।১১১

পশুর অর্থাৎ পশুভাবাপন্ন সাধারণ সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধা (অ-জাগ্রতা); আর কৌলিক (কৌলাচারী) সাধকের শক্তি প্রবুদ্ধা। সেই প্রবুদ্ধা শক্তির সেবা যে করে, সে শক্তিসেবক অর্থাৎ মুদ্রাসাধক। এস্থলে শক্তি শব্দের অর্থ মুদ্রা। শক্তিই মুদ্রারূপা—এইরূপ ভাবনাপন্ন হইয়া শক্তিসেবা করিতে হয়।

পরাশক্ত্যাত্মমিথুন-সংযোগানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥ ৫।১১২

পরাশক্তি ও পরমাত্মা অর্থাৎ পরশিব এই মিথুনের সংযোগই মৈথুন। এই মৈথুনজাত যে আনন্দ উৎপন্ন (জাত হয় বা জন্মে) উহার উপর নির্ভর যাহার অর্থাৎ তাহাতে যে নিমগ্ন থাকে তাহারই হয় যথার্থ মৈথুন। এতদ্ভিন্ন অন্য সকলেরা তো সাধারণ স্ত্রী-সম্ভোগকারী মাত্র।

॥ কুলাচার ॥

হুঁকারবর্ণসম্ভূতা কুণ্ডলী কুলনায়িকা। 'কুল' শব্দ কুলকুণ্ডলিনীশক্তিরই বাচক। অতএব তাঁহার সহিত আচার, কুলশাস্ত্র-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠিতব্য যেসব ক্রিয়ানুষ্ঠান, তাহাকেই কুলাচার বলা হয়।

কুলাচারের মধ্যে দিব্য-কুলাচারই নিরাপদ। ইহা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন সাধকের পক্ষে যথোপযোগী। কুণ্ডলিনীশক্তিই কুলাচারের মূলাবলম্বন ও কুলাচারীগণের প্রধান উপাস্যা।

গুপ্তসাধন তন্ত্রে—

কুলঃ শক্তিঃ সমাখ্যাতা অকুলঃ শিব উচ্যতে।
তস্যাং লীনো ভবেদ্ যস্তু স কুলীনঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

যে সাধক কুল নামক শক্তিতে নিয়ত নিরত (নিযুক্ত)—তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক তৎসহ সতত সংযুক্তাত্মা হইয়া থাকেন তাহাকে কুলীন বলে।

কুলার্ণবে ও মেরুতন্ত্রে—

অকুলং শিব ইত্যুক্তঃ কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
কুলাকুলানুসন্ধানাৎ নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে ॥

'অকুল' শব্দ শিব এবং 'কুল' শব্দ শক্তির বাচক অর্থাৎ 'অকুল' শব্দ দ্বারা শিব ও 'কুল' শব্দ দ্বারা শক্তিকে নির্দ্দেশ করে। এই কুল ও অকুলের অনুসন্ধানে (চিন্তনে) যাহারা সর্ব্বদা তৎপরায়ণ এবং তন্নিমগ্নচিত্ত হইয়া ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ কৌলিক।

গ্রহযামলে—

সশৈলবনধাত্রীণাং যথাধারোঽহিনায়কঃ।
সর্ব্বেষাং যোগতন্ত্রাণাং তথাধারা হি কুণ্ডলী ॥

যেমন অহিনায়ক (অনন্ত) পর্ব্বত-বনানি সহ সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তদ্রূপ সর্পাকারা কুণ্ডলীশক্তি সমগ্র যোগরূপ তন্ত্রকে অর্থাৎ

যোগরূপ রাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আছেন। (যোগতন্ত্রাণাং—এস্থলে তন্ত্র = রাষ্ট্র, দেশ।)

ঘেরণ্ডে—

মূলাধারে কুণ্ডলিনী ভুজগাকাররূপিণী।
জীবাত্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ॥

মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী সর্পরূপে আর জীবাত্মা তথায় প্রদীপকলিকাবৎ অবস্থিত আছেন।

রুদ্রযামলে (২৫ ও ২৬ পটলে) কুণ্ডলী বর্ণনে—

(i) অথ যোগং সদা কুর্য্যাৎ ঈশ্বরীপাদদর্শনাৎ।
(ii) যোগিনীং যোগজননীং।
(iii) যোগিনীং যোগমাতরম্।
(iv) জগতাং চেতনারূপা কুণ্ডলী যোগদেবতা।

সাত্ত্বিক-যোগী গুরুকৃপায় কুলকুণ্ডলিনীকে লাভ করিয়া মদ্যাদি পঞ্চ-মকারকে নিম্নোক্তরূপে সেবন করেন। এই সুধাপানে সাধারণ মদ্যপানের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মদ্য = তালুক্ষরিত সুধা

কুলার্ণব, মেরুতন্ত্র ও রুদ্রযামলে—

ব্যোম-পঙ্কজ-নিষ্যন্দ-সুধাপান-রতো নরঃ।
মধুপায়িসমঃ প্রোক্ত-স্ত্বিতরে মদ্যপায়িনঃ॥

শিরঃকমল হইতে ক্ষরিত সুধা যে পান করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ মদ্যপানকারী। অপর সকলেরা সাধারণ মদ্য পান করে মাত্র।

যোগিনীতন্ত্রে—

কুণ্ডল্যা মিলনাদ্ বিন্দোঃ স্রবতে যৎ পরামৃতম্।
পিবেদ্ যোগী মহেশানি সত্যং সত্যং বরাননে।
কুলযোগে মহাদেবি মহাপানমিদং স্মৃতম্॥

কুণ্ডলিনীর মিলনে শিরঃস্থ বিন্দু হইতে যে পরামৃত ক্ষরণ হয়, যোগী সেই ক্ষরিতামৃত পান করে এবং সেই পানকে কুলযোগে মহাপান বলে।

মেরুতন্ত্রে—

তথা চন্দ্র-সুরামত্তঃ কামাদ্যৈর্নাভিভূয়তে।

তালুস্থ চন্দ্রক্ষরিত-সুরায় মত্ত যোগী কামাদি দ্বারা অভিভূত হয় না।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে (সহস্রদল অমৃত কথনে)—

জিহ্বয়া গল-সংযোগাৎ পিবেৎ তদমৃতং তদা।

যোগিভিঃ পীয়তে তৎ তু ন মদ্যং গৌড়-পৈষ্টিকম্ ॥

যোগীরা জিহ্বাকে উল্টাইয়া গলায় সংযোগ স্থাপিত করিয়া সহস্রদল-ক্ষরিত-অমৃতকে পান করে। তাঁহারা গুড়ের বা চালের মদ্য পান করে না।

মদ্য = কুণ্ডলিনীজনিত আনন্দ

রুদ্রযামলে—

বিজয়া-রসসারেণ বিনা বাহ্যাসবেন চ।

বায়ব্যানন্দ-সংযুক্তো ব্রহ্মজ্ঞানী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ভাঙ্গের রস বা বাহ্য মদ ব্যতীত বায়বীশক্তি কুণ্ডলিনী-প্রসূত আনন্দে যে সংযুক্ত থাকে, সে ব্রহ্মজ্ঞানী।

মদ্য = সিদ্ধমন্ত্র

নিরুত্তর তন্ত্রে—

সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।

সিদ্ধমন্ত্রীই (অর্থাৎ যাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে) প্রকৃত বীরসাধক—সাধারণ মদ্যপানে নহে।

মদ্য = ব্রহ্মজ্ঞান-জন্য আনন্দ

শ্রীনারায়ণ মুখে শ্রুত তন্ত্রবচন—

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।

তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্ মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

মাংস

মাংস = দেহবন্ধনকর অজ্ঞান

মেরুতন্ত্রে—

দেহবন্ধকরং যৎ তু তন্ মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।

অজ্ঞানেন যতো জীবো দেহপাশেন বধ্যতে।

অজ্ঞান-ভক্ষণং প্রোক্তং তন্ মাংসস্য ভক্ষণম্ ॥

জীবের দেহ মাংসে বদ্ধ ; আবার জীব অজ্ঞান দ্বারা দেহে আবদ্ধ হয়। সুতরাং মাংস আর অজ্ঞান সমান। অতএব অজ্ঞান ভক্ষণ অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ করাই মাংস ভক্ষণ। জ্ঞান দ্বারা পুণ্য ও অপুণ্য বিসর্জ্জনকে মাংসভক্ষণ বলে। ইহা কুলার্ণব ও মেরুতন্ত্রের উক্তি।

মৎস্য — ইন্দ্রিয়গণকে আত্মায় সংযোগ

কুলার্ণবে ও মেরুতন্ত্রে—

মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযোজ্যাত্মনি যোগবিৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্ দেবি শেষা ধীবরবৃত্তয়ঃ॥

মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মায় সংযুক্ত করাকে যোগীর মৎস্যভক্ষণ বলা হয়। আর অন্য সাধারণেরা ধীবর (জেলে বা কৈবর্ত্ত) তুল্য।

মুদ্রা = ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

মেরুতন্ত্রে—

আত্মনো জায়তে মোদ-স্তা মুদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তা জ্ঞেয়া ধারণা-ধ্যান-সমাধ্যাখ্যাস্ত মোক্ষদাঃ॥

আত্মা হইতে যে মোদ (আনন্দ) হয়, তাহাকে মুদ্রা বলে। ইহা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নামে খ্যাত। ইহাতে মুক্তি হয়।

মৈথুন = জাগরিতা কুণ্ডলিনীর সেবা।

কুলার্ণবে ও মেরুতন্ত্রে—

অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ।
শক্তিং তাং সেবয়েৎ যস্তু স ভবেৎ শক্তি-সেবকঃ॥

সাধারণ জীবের শক্তি অপ্রবুদ্ধ (নিদ্রিত), কিন্তু কৌলিকের শক্তি প্রবুদ্ধ (জাগরিত)। সেই প্রবুদ্ধা শক্তিকে যে সেবা করে সে-ই শক্তি-সেবক। মৈথুন = সহস্রারস্থ বিন্দুর সঙ্গে কুণ্ডলিনীর মিলন।

যোগিনীতন্ত্রে—

সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে।
মৈথুনং শয়নং দিব্যং যতীনাং পরিকীর্ত্তিতম্॥

সহস্রারে বিন্দুতে কুণ্ডলিনীর মিলন হইলে, যতিগণের দিব্য মৈথুন ও শয়ন হয়।

মৈথুন[১] = সুষুম্নায় প্রাণের প্রবেশ।

মেরুতন্ত্রে—

ইড়া-পিঙ্গলয়োঃ প্রাণান্[২] সুষুম্নায়াং প্রবর্ত্তয়েৎ।
সুষুম্না শক্তিরুদ্দিষ্টা জীবোঽয়ং তু পরঃ শিবঃ॥

১। মৈথুন—সাধারণ অর্থ রমণ। আর ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ—ঈশ্বরে মনোলয়রূপ ক্রিয়া-জাত আনন্দানুভব।

২। (১) হৃদয়স্থ বায়ু—প্রাণ। (২) গুহ্যস্থ বায়ু—অপান। (৩) নাভিস্থ বায়ু—সমান। (৪) কণ্ঠস্থ বায়ু—উদান। (৫) সর্ব্বশরীরস্থ বায়ু—ব্যান নামে কথিত হয়।

তয়োস্তু সঙ্গমো দেবাঃ সুরতং নাম কীর্ত্তিতম্ ।
বীর্য্যপাতস্য সময়ে সুষুম্নাসন্ন-মারুতে ।
উৎপদ্যতে তু যৎ সৌখ্যং তস্মাৎ কোটিগুণং তু তৎ ॥
এতদেব রতং প্রোক্তং অন্যৎ স্যাৎ রাসভং রতম্ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলা হইতে প্রাণসমূহকে (প্রাণ, আপান, সমান, উদান এবং ব্যান নামক পঞ্চ বায়ু। এখানে বায়ু অর্থে প্রাণকে বুঝায়) সুষুম্নায় প্রবেশ করাইতে হয়। সুষুম্নাকে শক্তি এবং প্রাণরূপ জীবকে শিব বলে। অতএব এই সুষুম্না ও প্রাণের সঙ্গমকে সুরত (মৈথুন) বলে। বীর্য্যপাতের সময়ে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে কোটিগুণ সুখ হয় সুষুম্নায় বায়ু স্থিত হইলে।

সাধারণ মৈথুনে তেজের ক্ষয় ও অবসাদ হয়। কিন্তু এই দিব্য-মৈথুনে তেজের ও উৎসাহের বৃদ্ধি হয়। ইহাকেই প্রকৃত রত (রতি, রমণ) বলে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ মৈথুন গর্দ্দভেরই রমণতুল্য।

মৈথুন = কুণ্ডলিনীর ধ্যান।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং নিত্যাং কামানন্দশিধোপমাম্ ।

কামজনিত যে আনন্দ হয় তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আনন্দতুল্য নিত্যা কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবে।

ষট্‌চক্র

মূলাধার চক্র

সুষুম্না নাড়ীতে মূলাধার চক্রের দলগুলি গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান নিয়ে চতুর্দল (পাঁপড়ি, পত্র) যুক্ত মূলাধার পদ্ম গ্রথিত আছে। এই চারিটি পত্রে 'ব শ ষ স' এই বর্ণচতুষ্টয় দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অবস্থিত। এই মূলাধারচক্রের দলগুলি সুষুম্না ও কন্দমূল —এতদ্‌উভয়ের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন। বর্ণগুলি বিন্দুযুক্ত (ং) সুবর্ণাভ (স্বর্ণবর্ণের ন্যায় বর্ণ বা আভা বিশিষ্ট)। লিঙ্গের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ নিম্নে ও গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ উর্দ্ধে পক্ষীর ডিমের ন্যায় আকৃতিযুক্ত কন্দমূলস্থান অবস্থিত।

স্বাধিষ্ঠান চক্র

মূলাধার পদ্মের উর্দ্ধে (লিঙ্গমূলের সমদেশে) সাধিষ্ঠান নামক চক্র অবস্থিত। ইহা সিন্দুরবর্ণ ষড়দলবিশিষ্ট। দল মধ্যে বিন্দুযুক্ত (ং) বা (ং) 'ব ভ ম য র ল'—এই ষড়্‌ (ছয়) বর্ণ (অক্ষর) বিরাজিত। ইঁহাদের বর্ণ (রং) বিদ্যুতাভাযুক্ত অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় আভা (দীপ্তি) যুক্ত।

মণিপুর চক্র

স্বাধিষ্ঠান চক্রের উর্দ্ধে নাভিমূলের সমদেশে দশদলযুক্ত মণিপুর চক্র অবস্থিত। ইহা সজল মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ। ইহার দলমধ্যে বিন্দুযুক্ত (ং) এবং নীলবর্ণের ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ—এই দশটি বর্ণ (অক্ষর) পরিশোভিত।

অনাহত চক্র

মণিপুর পদ্মের উর্দ্ধে হৃদয়স্থানে বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ অনাহত নামক দ্বাদশদল কমল অবস্থিত। এই পদ্মের দল মধ্যে সিন্দুরবর্ণ ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ বিন্দুযুক্ত (ং) এই দ্বাদশটি বর্ণ (অক্ষর) বর্ত্তমান আছে।

বিশুদ্ধ চক্র

কণ্ঠমূলে ষোড়শদল বিশিষ্ট বিশুদ্ধনামক কমল (পদ্ম) অবস্থিত আছে। ইহার কেশরগুলির রং ঈষদ্রক্তবর্ণ । ইহার প্রতিটি দলে বিন্দুযুক্ত (ং) বা (ং) অকারদি ষোড়শ (ষোল) স্বরবর্ণ অবস্থিত রহিয়াছে।

আজ্ঞাচক্র

ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থানে আজ্ঞানামক চক্র অবস্থিত। এই চক্র শুক্লবর্ণ—ইহার দুইটি দল (পত্র বা পাঁপড়ি)। এই দলদ্বয় মধ্যে কর্ব্বুরবর্ণ (বিচিত্রবর্ণ, মিশ্রবর্ণ) 'হ' ও 'ক্ষ' এই বর্ণদ্বয় আছে।

সহস্রদল কমল

উপরোক্ত পদ্মসকলের উপরিদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে সমাপ্তিস্থানে (নাড়ীর আবরণ সহিত) শূন্য প্রদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত বিসর্গের (:) অধোদেশে প্রকাশমান নির্ম্মল সহস্রদল কমল অবস্থিত। এই কমল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শুভ্রবর্ণ—উহা অধোমুখ ও মনোরম। ইহার কেশরসমূহ নবোদিত সূর্য্যের কিরণসদৃশ। ইহার শরীর অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণের দ্বারা পরিশোভিত—পঞ্চদশ বর্ণ যথাক্রমে বিংশতিবার আবর্ত্তনের দ্বারা অর্থাৎ বিংশতি পংক্তিরূপে দলমধ্যে অবস্থিত আছে। পঞ্চাশৎ সংখ্যার বিংশতিগুণে বর্ণসংখ্যা এক সহস্র হইয়াছে। এস্থলে অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত বর্ণমালা বুঝিতে হইবে।

এ বিষয়ে বিশেষভাবে জানিতে হইলে শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি বিরচিত এবং তৎকুলোদ্ভব শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত 'ষট্‌চক্র নিরূপণ', আর্থার এভেলন (Sir John Woodroof-এর ছদ্ম নাম) বিরচিত Serpent Power, হঠযোগ প্রদীপিকা, ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

—যোগজীবনানন্দ তীর্থনাথ

'মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকূপ পর্য্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৯

(সপ্তম সংস্করণ—১৩৫৭ সাল)

যোনিতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ পরমদেবতায়ৈ নমঃ ॥   ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

[১]কৈলাসশিখরারূঢ়ং দেবদেবং জগদগুরুম্ ।
সদাস্মেরমুখী দুর্গা[২] পপ্রচ্ছ নগনন্দিনী[৩] ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ—

চতুঃষষ্টি চ[৪] তন্ত্রাণি কৃতানি ভবতা প্রভো ।
তেষাং মধ্যে প্রধানানি বদ মে করুণানিধে ॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি চার্ব্বঙ্গি অস্তি গুহ্যতমং প্রিয়ে ।
কোটিবারং বারিতাসি তথাপি শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩
স্ত্রী-স্বভাবাচ্চ চার্ব্বঙ্গি তথা মাং[৫] পরিপৃচ্ছসি ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ত্বয্যেব বিদ্যতে চ তৎ[৬] ॥ ৪

ওঁ পরমদেবতাকে নমস্কার ।
ওঁ শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥

সদা-প্রস্ফুরিতাননা অর্থাৎ ঈষদ্ মৃদু-মৃদু হাস্যবদনা দুর্গা কৈলাসশিখরাসীন দেবাদিদেব জগদগুরু পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো। হে করুণানিধে। আপনি চতুঃষষ্টি তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ; তন্মধ্যে প্রধান তন্ত্রসমূহ আপনি আমাকে বিবৃত করুন । ১-২

মহাদেব কহিলেন—হে চার্ব্বঙ্গি, পার্ব্বতি। শ্রবণ কর। এই গুহ্যতম বিদ্যা কোটিবার বারণ করা সত্ত্বেও তুমি কেবলমাত্র নারীস্বভাবসুলভ চাপল্যপ্রযুক্ত ইহা শ্রবণ করিতে চাহিতেছ এবং তজ্জন্যই তুমি ইহা আমাকে জিজ্ঞাসা

১। ওঁ।   ২। দেবী।   ৩। পরমেশ্বরম্।   ৪। চতুঃষষ্টিস্তু।   ৫। শম্ভুন্যং।
৬। প্রিয়েণ বিদ্যতে ততঃ।   ত্বয্যেব বিদ্যতে ততঃ।   অন্যেব বিদ্যন্তে চ তৎ।

মন্ত্রপীঠং যন্ত্রপীঠং[১] যোনিপীঠঞ্চ পার্ব্বতি।
যোনিপীঠং প্রধানং হি তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ॥ ৫
হরিহরাদ্যা যে দেবাঃ[২] সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারকাঃ[৩]।
সর্ব্বে বৈ যোনিসম্ভূতাঃ শৃণুষ্ব নগনন্দিনি ॥ ৬
শক্তিমন্ত্রমুপাস্যৈব যদি যোনিং ন পূজয়েৎ।
তেষাং দীক্ষাশ্চ মন্ত্রাশ্চ নরকায়োপপদ্যতে ॥ ৭
অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি তব যোনিপ্রসাদতঃ।
তব যোনিং মহেশানি ভাবয়ামি অহর্নিশম্ ॥ ৮
পূজয়ামি সদা দুর্গে হৃৎপদ্মে সুরসুন্দরি[৪]।
দিব্যভাবো বীরভাবো যস্য চিত্তে বিরাজতে ॥ ৯
অনায়াসেন দেবেশি তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা।
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য যো বা যোনিপ্রপূজকঃ ॥ ১০

করিয়াছ। হে পার্ব্বতি! হে চার্ব্বঙ্গি। মন্ত্রপীঠ, যন্ত্রপীঠ এবং যোনিপীঠ (শক্তিপীঠ) সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন করিবে। এই ত্রিবিধ পীঠমধ্যে যোনি-পীঠই সর্ব্বপ্রধান। কেবলমাত্র তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি তাহা প্রকাশ করিতেছি। ৩-৫

হে নগনন্দিনি! শ্রবণ কর। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণই এই যোনি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। শক্তিমন্ত্র উপাসক যদি যোনিপীঠের পূজা না করে, তাহা হইলে তাহার দীক্ষা, মন্ত্র এবং পূজা প্রভৃতি সমস্তই নরক গমনের কারণ হয়। ৬-৭

হে দেবি। তোমার যোনি অর্থাৎ শক্তি প্রভাবেই আমি মৃত্যুঞ্জয়ী এবং তজ্জন্য তোমার যোনিকে অর্থাৎ শক্তিরূপিণী তোমাকে আমি অহর্নিশি চিন্তা করি এবং আমার হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা আমি তাহার পূজা করি। ওগো দুর্গে! যাঁহার চিত্তে দিব্যভাব এবং বীরভাব বিরাজ করে, মুক্তি তাহার অনায়াসেই করতলগত হয়।

শক্তিমন্ত্র আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি যোনিপীঠের অর্থাৎ শক্তিপীঠের উপাসক হয় সেই ব্যক্তিই ধন্য। সেই ব্যক্তি কবি, ধীমান এবং সুরাসুরগণেরও

১। যন্ত্রপীঠং লিঙ্গপীঠং। ২। হরিহরাদ্যাশ্চ যে। হরিহরাশ্চ যে দেবাঃ।
৩। কারিণঃ। ৪। চৈব সুন্দরি; সুরেশ্বরি।

স ধন্যঃ স কবি র্ধীমান্ স বন্দ্যোঽপি সুরাসুরৈঃ।
ব্রহ্মা যদি চতুর্ব্বক্ত্রৈঃ কল্পকোটি-শতৈরপি ॥ ১১
তদা বক্তুং ন শক্নোতি কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ।
যদি ভাগ্যবশেনাপি[১] সপুষ্পাং মীনচেতসাম্[২] ॥ ১২
তদৈব মহতীং পূজাং কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
আনীয় প্রমদাং কান্তাং ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১৩
স্বকান্তাং পরকান্তাং বা সুবেশাং স্থাপ্য মণ্ডলে।
প্রথমে বিজয়াং দত্ত্বা[৩] পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ১৪
বামোরৌ পরিসংস্থাপ্য পূজা দেয়া কুলোচিতা[৪]।
যোনিগর্ত্তে চন্দনঞ্চ দদ্যাৎ পুষ্পং মনোহরম্ ॥ ১৫
তত্র চাবাহনং নাস্তি জীবন্যাসং তথা মনুঃ।
তন্মুখে কারণং দত্ত্বা সিন্দুরেনার্দ্ধচন্দ্রকম্ ॥ ১৬

বন্দনীয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা যদি চতুর্ম্মুখে শতকোটী কল্পকালও এই যোনিপীঠের অর্থাৎ শক্তিপীঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলেও তিনি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে অধিক আর আমি কি বলিব? যদি ভাগ্যবশে পুষ্পিতা কুলযুবতী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে যোনিপীঠে মহতী পূজা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। স্বকান্তাই হউক বা পরকান্তাই হউক, সুবেশা, ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জ্জিতা নয়নাভিরাম কুলযুবতী আনয়ন করতঃ প্রথমে তাহাকে মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে বিজয়া (সিদ্ধি, ভাঙ্) প্রদান করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিবে। ৮-১৪

তৎপর সাধক ঐ কুলযুবতীকে স্বীয় বাম উরুর উপরিভাগে স্থাপন করিয়া কুলাচার প্রথানুযায়ী তাঁহার পূজা করিবে। অর্থাৎ তৎপর সাধক ঐ কুলযুবতীকে স্বীয় বাম উরুর উপরিভাগে স্থাপন করিয়া সকুন্তলা সেই কুলযুবতীর যোনি (শক্তিপীঠে) পূজা করিবে। শক্তিপীঠে চন্দন এবং মনোহর

১। বশাদপি। বশেনৈব। ২। সপুষ্পাং লভ্যতে চ তাং।

৩। কৃত্বা। ৪। পূজয়েৎ যোনিকুন্তলাং; পূজ্যাযোনিঃ সকুন্তলাং; যজেৎ যোনিং সকুন্তলাং; বামোরৌ তস্য বিন্যস্য পূজাদেশাকুলোদ্ভবা; বামোরৌ তাঞ্চ সংস্থাপ্য যজেদ্‌যোনিং সকুন্তলাং ইতি পাঠভেদাঃ।

ললাটে চন্দনং দত্ত্বা হস্তদ্বয়ং কুচোপরি ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা স্তনমধ্যে[১] বরাননে ॥ ১৭
কুচয়োর্মর্দ্দনং কুর্য্যাৎ গণ্ডচুম্বনপূর্ব্বকং[২] ।
অষ্টোত্তরশতং বাপি[৩] সহস্রং যোনিমণ্ডলে ॥ ১৮
জপ্ত্বা মহামনুং স্তোত্রং পঠেদ্ভক্তিপরায়ণঃ ।
পূজাকালে গুরুর্ন স্যাৎ যদি[৪] সাধকঃ সত্তমঃ[৫] ॥ ১৯
স্বয়ং পূজা প্রকর্ত্তব্যা[৬] নাত্র কার্য্য বিচারণা ।
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজা বিফলা চ ন সংশয়ঃ ॥ ২০
তস্মাৎ বহুতরৈ র্যত্নৈ র্গুরবে চ সমর্পয়েৎ ।
পূজাবসানে আগত্য প্রণমেৎ যোনিমণ্ডলে[৭] ॥ ২১

পুষ্প প্রদান করিবে। এস্থলে ইষ্টদেবীর আবাহন, জীবন্যাস বা মন্ত্রন্যাসের কোন প্রয়োজন নাই। সাধক ঐ কুলযুবতীকে কারণ প্রদান করিয়া সিন্দুরের দ্বারা ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র অংকিত করিবে। তৎপর কুলযুবতীর ললাটে চন্দন প্রদান করতঃ সাধক স্বীয় হস্তদ্বয় ঐ যুবতীর কুচোপরি স্থাপন করিবে। তদনন্তর কুচদ্বয় মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ে একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৫-১৭

তৎপর কুচদ্বয়মর্দ্দনপূর্ব্বক সাধক কুলযুবতীর গণ্ডচুম্বন করিয়া যোনিমণ্ডলে অষ্টোত্তর শত বা অষ্টোত্তর সহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপ শেষ হইলে ভক্তি-ভাবে স্তোত্র পাঠ করিবে। পূজাকালে যদি গুরু সেই স্থানে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে সাধক স্বয়ং সেস্থলে কুলপূজা সম্পন্ন করিবে। কিন্তু গুরু উপস্থিত থাকিলে গুরুই কুলপূজা করিবেন। গুরু উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সাধক পৃথক-ভাবে কুলপীঠে পূজা করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে ফলহীন হইয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং গুরু উপস্থিত থাকিলে সর্ব্বপ্রযত্নে সমস্ত কার্য্যভার গুরুর উপর অর্পণ করিবে এবং গুরু কর্ত্তৃক পূজার অবসানে সাধক পূজাস্থানে আগমন করিয়া যোনিপীঠকে প্রণাম করিবে। ১৮-২১

১। তন্মধ্যে। ২। গণ্ডে চুম্বনপূর্ব্বকং। ৩। শতং জপ্ত্বা।
৪। তত্র ; নচেৎ। ৫। পূজাতত্র প্রকর্ত্তব্যা যদি তৎ সাধকোত্তমঃ ; উত্তমঃ ।
৬। পূজকোহং স্বয়ং তত্র। পূজকোঽপি স্বয়ং তত্র। ৭। যোনিমণ্ডলং।

পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা স্বগুরুং প্রণমেৎ ততঃ[১]।
প্রার্থয়েদ্ বহুযত্নেন কৃতাঞ্জলিপুটঃ সুধীঃ ॥ ২২
যোনিপূজাবিধিং দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽস্মি[২] ন সংশয়ঃ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্[৩] ॥ ২৩
পূজাং কৃত্বা মহাযোনিমুদ্ধৃতং[৪] নরকার্ণবাৎ ॥ ২৪

ইতি যোনিতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥

অতঃপর যোনিপীঠে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ তদনন্তর সাধক স্বীয় গুরুকে প্রণাম করিবে। তৎপর সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে গুরুকে নিম্নোক্ত বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। যথা—আপনি আমাকে যোনিপূজা-বিধি প্রদর্শন করায় আমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ হইয়াছি। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল এবং জীবনও ধন্য হইল। অদ্য মহাযোনির পূজা করিয়া আপনি আমাকে নরকার্ণব হইতে উদ্ধার করিলেন। ২২-২৪

যোনিতন্ত্রে প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। পূনঃ। ২। বিধিং কৃত্বা কৃতার্থোঽস্মিন্। ৩। সুজীবনং।
৪। মহাযোনেরুদ্ধৃতং। মহাযোনিমুদ্ধৃত্য।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব জগন্নাথ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ।
ত্বাং বিনা জনকঃ কোঽপি মাং বিনা জননী পরা ॥ ১

সংক্ষেপাৎ কথিতা যোনি-পূজাবিধি-রনুত্তমা।
কস্যা যোনিঃ[১] পূজিতব্যা যোনিশ্চ কীদৃশী শুভা ॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ—

নটী কাপালিনী[২] বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা ॥ ৩

মালাকারস্য কন্যা চ নব কন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথবা সর্ব্বজাতীয়া বিদগ্ধা[৩] লোললোচনা ॥ ৪

দেবী কহিলেন—হে দেবদেব, জগন্নাথ। আপনি সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়কর্ত্তা। আপনি ভিন্ন সৃষ্টির পিতা অপর কেহ নাই এবং আমি ভিন্ন সৃষ্টির জননী আর কেহ নাই। আপনি সংক্ষেপে অত্যুত্তম যোনিপূজার বিধি কহিয়াছেন। কিন্তু কাহার যোনিপীঠে পূজা করা বিধেয় এবং কীদৃশ যোনি শুভদায়িকা, তাহা বিবৃত করুন। ১-২

মহাদেব কহিলেন—নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপযুবতী, মালাকার কন্যা,—এই নব (নয়) জাতীয়া যুবতী শুভযোনি এবং যোনিপীঠে পূজার জন্য প্রশস্তা। অথবা সর্ব্বজাতীয়া বিদগ্ধা এবং লোললোচনা (পুনঃ পুনঃ পরিভ্রামিত বা ঘূর্ণিত-চঞ্চলনয়না) কুলযুবতী এতদুদ্দেশ্যে প্রশস্তা। ৩-৪

১। কস্যা যোনৌ।   ২। কাপালিকা। কাপালিকী।

৩। বিগন্ধা। বিদগ্ধা ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ। বিদগ্ধা—রসিকা সুচতুরা পরকীয়া নায়িকা; বাক্‌চতুরা (বাক্‌চাতুর্য্যবিশিষ্টা) রমণী; পরপুরুষাসক্তা বিবাহিতা স্ত্রীলোক; উপপতিরতা রমণী; কুলটা বা ভ্রষ্টা নারী।

মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য সর্ব্বযোনিঞ্চ[১] তাড়য়েৎ।
দ্বাদশাব্দাধিকা-যোনিং যাবৎ ষষ্ঠীং সমাপয়েৎ ॥ ৫
প্রত্যহং পূজয়েদ্ যোনিং[২] পঞ্চতত্ত্বৈ র্বিশেষতঃ[৩]।
যোনিদর্শনমাত্রেণ তীর্থকোটিফলং লভেৎ[৪] ॥ ৬
তিলকং যোনিতত্ত্বেন বস্ত্রঞ্চ কুলরূপকম্।
আসনং কুলরূপঞ্চ পূজনঞ্চ কুলোচিতম্[৫] ॥ ৭
প্রথমং মর্দ্দনং তস্যাঃ কুন্তলা[৬] কর্ষণাদিকম্।
তদ্ধস্তে চ[৭] স্বলিঙ্গঞ্চ দদ্যাৎ সাধক[৮]-সত্তমঃ ॥ ৮
যোনিপূজাং বিধায়াথ লিঙ্গ[৯]-পূজনমুত্তমম্।
চন্দনং কুঙ্কুমং দদ্যাৎ লিঙ্গোপরি বরাননে ॥ ৯
যোনৌ লিঙ্গং সমাক্ষিপ্য তাড়য়েদ্বহুযত্নতঃ।
তাড্যমানে পুনস্তস্যা জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ১০

কেবলমাত্র মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত কুলযুবতীর যোনিতেই তাড়না প্রশস্ত। দ্বাদশবর্ষের অধিক কুলযুবতীর যোনিপীঠে সাধক স্বকীয় ষষ্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে। যোনিপীঠ দর্শনমাত্রই কোটিতীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। ৫-৭

যোনিতত্ত্বের দ্বারা তিলক প্রদান করিবে; কুলাচার প্রধানুয়াযী বস্ত্র এবং আসন গ্রহণ করিয়া কুলোচিত বিধানে ইষ্টদেবীর পূজা করিবে। প্রথমে কুলযুবতীর কুচমর্দ্দনপূর্ব্বক তাঁহার কুন্তলাদি আকর্ষণ করিবে। তৎপরে সাধকশ্রেষ্ঠ তাহার হস্তে স্বীয় লিঙ্গ অর্পণ করিবে। প্রথমে যোনিপীঠে পূজা করিয়া তৎপরে লিঙ্গপীঠে পূজাই সর্ব্বোত্তম পূজা। হে বরাননে! লিঙ্গোপরি চন্দন ও কুঙ্কুম প্রদান করিবে। ৭-৯

যোনিতে লিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাড়না করিবে। তদবস্থায় কুলযুবতীজাত উত্তম তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা যোনিরূপা [অর্থাৎ

১। সর্ব্বযোনিষু। ২। যোনৌ। ৩। বিধানতঃ।
৪। ভবেৎ। ৫। পূজাঞ্চাপি কুলোদ্ভবম্; কুলরূপঞ্চ পূজনম্।
৬। প্রথমং মঙ্গলং তস্যাশ্চুম্বনং কর্ষণাদিকম্ ইতি বা পাঠঃ।
৭। তস্যা হস্তে। ৮। পূজকঃ। ৯। লিঙ্গং।

তত্ত্বেন পূজয়েদ্দেবীং যোনিরূপাং জগন্ময়ীম্ ।
ভৌমাবস্যাং নিশাভাগে চতুষ্পথ[১] গতো নরঃ ॥ ১১
শ্মশানে প্রান্তরে গত্বা দগ্ধমীন-সমন্বিতঃ ।
পায়সান্নং বলিং দত্ত্বা কুবের ইব পারগঃ[২] ॥ ১২
চিতায়াং ভৌমবারে চ যো জপেদ্ যোনিমণ্ডলে[৩] ।
পঠিত্বা কবচং দেবি পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ১৩
স ভবেৎ কালিকাপুত্রো মুক্তঃ কোটিকুলৈঃ সহ ।
সামিষান্নং বলিং দত্ত্বা শূন্যগেহে অথবা গৃহে ॥ ১৪
জপিত্বা চ পঠিত্বা চ ভবেদ্ যোগীশ্বরো নরঃ ।
রজস্বলাভগং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা[৪] চ সাধকঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ভবেৎ ভুবি পুরন্দরঃ ।
স্বশুক্রৈ র্যোনিপুষ্পৈশ্চ বলিং দত্ত্বা জপেন্মনুম্ ॥ ১৬

আদ্যাশক্তিস্বরূপা জগন্মাতার পূজা করিবে। মঙ্গলবারে অমাবস্যা তিথিতে চতুষ্পথে, শ্মশানে অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া পূজান্তে দগ্ধ মীন (মৎস্য) এবং পায়সান্ন বলি প্রদান করিলে, সাধক কুবেরতুল্য হইয়া থাকে। ১০-১২

মঙ্গলবারে চিতায় অবস্থান করিয়া যে সাধক পূজান্তে শক্তিপীঠে প্রথমতঃ জপ, তাহার পর কবচ পাঠ করতঃ তদনন্তর কালিকার সহস্রনাম পাঠ করে, সেই সাধক স্বয়ং কালিকার পুত্রতুল্য হইয়া থাকে এবং সেই সাধক তদীয় কোটিকুলসহ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

শূন্যগৃহে অথবা নিজগৃহে আমিষ সংযুক্ত বলি প্রদান করিয়া মন্ত্রজপ এবং কবচ ও সহস্রনাম পাঠ করিলে সাধক শিবতুল্য হইয়া থাকে।

রজঃস্বলা কুলযুবতীর (শক্তির) যোনিপীঠ দর্শন ও স্পর্শনান্তে যে সাধক অষ্টোত্তর শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি ধরাতলে ইন্দ্রতুল্য হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বীয় শুক্র এবং স্বয়ম্ভুকুসুম দ্বারা বলি প্রদান করিয়া রাত্রিকালে

১। চতুষ্পথে। চতুষ্পথ—চারিটি রাস্তার সংযোগস্থল; চতুর্বর্গ প্রদায়িনী আদ্যাশক্তি দেবীর মন্দির। ২। কুবের-হরসাধকঃ; কুবের-হরচাপরঃ। ৩। যোনিমণ্ডলং। ৪। রজস্বলাভগং পুষ্পং দৃষ্ট্বা চ।

দগ্ধমীনং কুক্কুটাণ্ডং মূষকং মহিষং নরং[১]।
মধু মাংসং পিষ্টকান্নং বলিং দত্ত্বা নিশামুখে ॥ ১৭
যত্র তত্র মহাস্থানে স্বয়ং নৃত্যপরায়ণঃ।
দিগম্বরো মুক্তকেশঃ স ভবেৎ সম্পদাস্পদম্ ॥ ১৮
পরযোনৌ জপেন্মন্ত্রং সর্ব্বকালে চ সর্ব্বদা।
দেবীবুদ্ধ্যা যজেদ্ যোনিং[২] তাং শক্তিং শক্তিরূপিণীম্ ১৯ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী[৩] চতুর্ব্বর্গং লভেন্নরঃ।
মদ্যং মাংসং বলিং দদ্যাৎ নিশায়াং সাধকোত্তমঃ[৪] ২০ ॥
যত্নতস্তাড়য়েদ্ যোনিং কুচমর্দ্দন-পূর্ব্বকম্।
শক্তিরূপা চ সা দেবী বিপরীতরতা যদি ॥ ২১
তদা কোটিকুলৈঃ সার্দ্ধং জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
যোনিক্ষালন-তোয়েন লিঙ্গ-প্রক্ষালনেন চ ॥ ২২
পূজয়িত্বা মহাদেবীং[৫] অর্ঘং দদ্যাৎ বিধানতঃ।
ততোয়ং[৬] ত্রিবিধং কৃত্বা ভাগং শক্ত্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ২৩

মন্ত্র জপ করে, অথবা যে ব্যক্তি নিশামুখে দগ্ধ মৎস্য, কুক্কুটাণ্ড, মেষ, মহিষ, নর, মধু, মাংস ও পিষ্টকান্ন দ্বারা যে কোন মহাশ্মশানে বলি প্রদান করিয়া স্বয়ং দিগম্বর, মুক্তকেশ এবং নৃত্যপরায়ণ হয়, সে ব্যক্তি সমস্ত সম্পদের অধীশ্বর হইয়া থাকে। ১৩-১৮

সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বস্থানেই পরকীয়া কুলযুবতীর যোনিতে (শক্তিপীঠে অর্থাৎ দেব্যঙ্গে) জপ করিবে। যোনিপীঠকে আদ্যাশক্তিরূপিণী [পাঠান্তরের বচনের তাৎপর্য্যানুসারে—কুলযুবতীকে আদ্যাশক্তিরূপিণী] অর্থাৎ ইষ্টদেবী জ্ঞানে পূজা করিবে। এইরূপে আরাধনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। সাধক নিশাভাগে মদ্য ও মাংস দ্বারা বলি প্রদান করিবে। বলি প্রদানান্তে সযত্নে কুচমর্দ্দনপূর্ব্বক যোনিকে তাড়না করিবে। শক্তিরূপা সেই দেবী যদি বিপরীতরতিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কোটিকুলসহ সাধকের জীবন ধন্য হয়। যোনি এবং লিঙ্গ প্রক্ষালিত সলিল দ্বারা মহাশক্তিকে পূজা করিয়া যথাবিধানে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ঐ সলিলকে ত্রিধা-বিভক্ত

১। কলিতে নরবলি নিষিদ্ধ। ২। যজেদ্দেবীং। ৩। মোক্ষাণাং চতুর্ব্বর্গফলং লভেৎ। ৪। সাধকৈঃ সহ। ৫। মহাযোনিং। ৬। তত্তত্বং।

ভাগদ্বয়ং তথা মন্ত্রী কারণেন ব্যবস্থিতম্ ।
মিশ্রয়িত্বা মহাদেবি পিবেৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ২৪
বস্ত্রালঙ্কার-গন্ধাদ্যৈ-স্তোষয়েৎ পরসুন্দরীম্[১] ।
তদ্ যোনৌ পূজয়েদ্ বিদ্যাং নিশাশেষে বিধানতঃ ॥ ২৫
ভগলিঙ্গৈ র্ভগক্ষালৈ র্ভগশব্দাভিধানকৈঃ[২] ।
ভগলিঙ্গামৃতৈঃ কুর্য্যান্নৈবেদ্যং সাধকোত্তমঃ ॥ ২৬

ইতি যোনিতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

করিয়া এক ভাগ শক্তিরূপিণী কুলযুবতীকে নিবেদন করিবে। অন্য দুই ভাগ কারণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ স্বয়ং তাহা পান করিবে। ১৯-২৪

তৎপর বস্ত্রালঙ্কার এবং গন্ধাদি প্রদানে সেই শক্তিরূপা কুলযুবতীর সন্তোষ-বিধান করিবে। নিশাশেষে কুলযুবতীর যোনিপীঠে বিহিত বিধানানুসারে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তির পূজা করিবে। পূজাকালে ভগলিঙ্গ দ্বারা ভগপ্রক্ষালিত সলিল এবং ভগলিঙ্গামৃত দ্বারা সাধকশ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ২৫-২৬

যোনিতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। পরদেবতাং; পরযৌবনাং। ২। শব্দাভিধায়কৈঃ, শব্দাভিচারকৈঃ।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি সাবধানাবধারয় ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ১
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ প্রকাশাৎ মরণং ধ্রুবম্[১] ।
প্রকাশাৎ মন্ত্রহানিঃ[২] স্যাৎ প্রকাশাৎ শিবহা ভবেৎ ॥ ২
যোনিতত্ত্বং সমুদ্ভূতং তন্ত্রং[৩] তন্ত্রপ্রধানকং ।
সুগোপ্য অয়ং হি তন্ত্রশ্চেৎ[৪] তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥ ৩
পাপাত্মা[৫] মৈথুনে যস্য ঘৃণা স্যাদ্ রক্তরেতসোঃ[৬] ।
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ভেদবুদ্ধিশ্চ সাধকে[৭] ॥ ৪
শক্তিমন্ত্রমুপাস্যৈব[৮] স দুরাত্মা কথং ব্রজেৎ[৯] ।
পূজয়িত্বা মহামায়াং[১০] ছাগমেষাদিভির্নরৈঃ[১১] ॥ ৫
রুরুভি র্হরিণৈ[১২] রু ষ্ট্রৈ র্গজৈ র্গোভিঃ শিবাসুভিঃ[১৩] ।
সিংহৈরশ্বৈ-র্গর্দ্দভৈশ্চ[১৪] পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৬

মহাদেব কহিলেন—হে শিবানি! অনন্তর আমি সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয় বিষয় বলিতেছি। অবহিতচিত্তে তুমি তাহা শ্রবণ কর। এই সমস্ত বিষয় কদাচ প্রকাশ করিবে না। ১

প্রকাশ করিলে সিদ্ধিহানি এবং মন্ত্রহানি হয়। প্রকাশ করিলে মৃত্যু ধ্রুব (পাঠভেদ অনুযায়ী—বধ বা বন্ধন) অর্থাৎ মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং সমস্ত কল্যাণ নাশ হয়। ২

যোনিতত্ত্ব সমুদ্ভূত তন্ত্রই তন্ত্রমধ্যে প্রধান। এই তন্ত্র সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয় হইলেও কেবল তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি ইহা প্রকাশ করিলাম। ৩

মৈথুনে যাহার ঘৃণা, রক্ত ও রেত পানে যাহার ভ্রান্তি এবং সাধনে যাহার ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ যে স্থলে ইষ্টদেবী এবং সাধকের একাত্ম ও অভিন্নত্ববোধ নাই, সে ব্যক্তি মহাপাপিষ্ঠ। সেই দুরাত্মা শক্তিমন্ত্র উপাসক মহামায়াকে (মহাযোনিকে) ছাগ, মেষ, (পাঠভেদের বচন অনুযায়ী—মহিষ, নর), রুরু

১। বধবন্ধনং। ২। মন্ত্রনাশঃ। ৩। মন্ত্রঃ। ৪। সুগোপ্যং হি তন্ত্রশ্চেৎ; সুযোগ্যং যদি তন্ত্রং হি। ৫। পাপং স্যাৎ। ৬। রক্তরেতসো। ৭। সাধনে ৮. পুরস্কৃত্য। ৯। ভবেৎ; যজেৎ। ১০। মহাযোনিং। ১১। ছাগাদিমহিষৈর্নরৈঃ। কলিতে নরবলি নিষিদ্ধ। ১২। নকুলৈ। ১৩। শিবাম্ব ভিঃ। ১৪। কচ্ছপৈশ্চ।

যোনিদর্শনমাত্রেণ কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ যদি যোনিং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭
তর্পণং যোনিতত্ত্বেন ন পুনর্জ্জায়তে ভুবি।
ক্রমশো লোকমাসাদ্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৮
তত্র তিষ্ঠেৎ সাধকেন্দ্রঃ শক্ত্যা যুক্তো মহেশ্বরঃ।
মহাশঙ্খেন কল্যাণি সর্ব্বং কার্য্যং জপাদিকম্[১] ॥ ৯
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে নরৈঃ[২]।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং তস্য অন্তে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০
অন্য[৩]-যোনি-বিভেদস্তু যৎকিঞ্চিৎ[৪] সাধকোত্তমৈঃ।
কুম্ভীপাকে[৫] চ পচ্যন্তে যাবদাহুতসংপ্লবম্ ॥ ১১

(কৃষ্ণসার মৃগ বিশেষ), নকুল, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, গজ, শিবা, সিংহ, কচ্ছপ, গর্দ্দভ প্রভৃতি বলি দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিলেও, সে কোথায় গমন করিবে? অর্থাৎ সে পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। ৪-৬

যোনিপীঠ দর্শনমাত্রই সাধকের কোটি-কুল উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে যে ব্যক্তি যোনিপীঠে পূজা করে এবং যোনিতত্ত্বের দ্বারা তর্পণ করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে পুনরায় আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ্ব হইতে ঊর্দ্ধ্বতর লোক প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে যে স্থলে মহাশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া মহেশ্বর সর্ব্বদা অবস্থান করেন, সেই দেবীলোকে উপনীত হন এবং সে স্থলেই অবস্থান করেন। সাধকশ্রেষ্ঠ মহাশঙ্খের মালায় জপাদি সমস্ত কার্য্য [পাঠান্তরের শব্দার্থ অনুসারে—সমস্ত কাম্য জপ] সম্পন্ন করিবে। ৭-৯

মহাশক্তির আরাধনায় যে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত সামান্য কার্য্যও করে, তাহার সেই সমস্ত সাধনাই নিষ্ফল হয় এবং সে দেহান্তে নরক গমন করে। ১০

যে ব্যক্তি এই সাধনায় স্বকীয়া বা পরকীয়া যোনিতে (দেব্যঙ্গে) প্রভেদাত্মক জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সেই ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নামক নরকে পচ্যমান হয়। ১১

১। সর্ব্বকাম্য জপাদিকং। ২। কুরুতে নরঃ। ৩। আত্ম।
৪। ক্রিয়তে; অন্য যোনিম্মতে যস্তু কুরুতে সাধনং নরঃ।
৫। কুম্ভীপাক—নরকবিশেষ, যেখানে অপরাধীকে তপ্ত তৈলে ভাজা বা পাক করা হয়।

যোনিমুখে মুখং দত্ত্বা প্রজপেদযুতং যদি ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১২

রেতোযুক্তানি পুষ্পাণি খপুষ্প-মিশ্রিতানি বা[১] ।
কারণেনাভিমন্ত্র্যাথ দদ্যাৎ যোনৌ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩

স ভবেৎ কালিকাপুত্র ইতি খ্যাতিমুপাগতঃ ।
যোনিমূলে বসেদ্ গৌরী[২] যোন্যাঞ্চ নগনন্দিনী ॥ ১৪

কালী তারা যোনিচিহ্নে কুন্তলে ছিন্নমস্তকা ।
বগলামুখী চ মাতঙ্গী বসেৎ যোনি-সমীপতঃ ॥ ১৫

যোনিগর্ত্তে মহালক্ষ্মীঃ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
যোনি[৩]-পূজনমাত্রেণ শক্তিপূজা ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৬

পক্ষ্যাদি-বলিজাতীনাং রুধিরৈশ্চ প্রপূজয়েৎ ।
যোনি যোনীতি[৪] যো ব্যক্তি[৫] জপকালে চ সাধকঃ ॥ ১৭

সাধক যোনিমুখে স্বীয় মুখ সংলগ্ন করিয়া যদি দশসহস্র মন্ত্র জপ করে তাহা হইলে তাঁহার অযুত জন্মার্জ্জিত পাপও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় । ১২

রেতযুক্ত পুষ্প বা স্বয়ম্ভুকুসুম মিশ্রিত পুষ্প কারণের সহিত অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তি সযত্নে যোনিপীঠে প্রদান করে, সে কালিকা পুত্ররূপে খ্যাতি লাভ করে । যোনিমূলে গৌরী, যোনিদেশে পার্ব্বতী, যোনিচক্রে কালী ও তারা, যোনিকুন্তলে ছিন্নমস্তা, যোনিসমীপে বগলামুখী ও মাতঙ্গী, যোনিগর্ত্তে মহালক্ষ্মী, ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী অবস্থান করেন । যোনিপীঠে পূজা [পাঠান্তর বচনের অর্থ—যোনিপূজা] অনুষ্ঠানমাত্রই তাহা আদ্যাশক্তির পূজা করা হয় । ইহা নিশ্চিত সত্য । ১৩-১৬

পক্ষীর অথবা বলির জন্য নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোল্লিখিত (পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।) পশু প্রভৃতির রক্ত দ্বারা যোনিপীঠে পূজা করিবে । জপকালে যে ব্যক্তি 'যোনি, যোনি' শব্দ উচ্চারণ করে, আদ্যাশক্তি তাহার

---

১ । রেতযুক্তেন পুষ্পেণ স্ব-পুষ্প মিশ্রিতেন বা । ২ । দেবী । ৩ । যোনেঃ ।
৪ । যোনি র্যোনিরিতি সমীচীনঃ পাঠঃ । ৫ । বেত্তি

চতুর্থঃ পটলঃ

শিব উবাচ—

মহাচীন-ক্রমোক্তেন সর্ব্বং কার্য্যং জপাদিকম্ ।
ইতি তে কথিতং দেবি যোনিপূজা-বিধির্ম্ময়া[১] ॥ ১

সুগোপ্যং যদি দেবেশি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ।
কোচাখ্যানে চ[২] দেশে চ যোনিগর্ত্তসমীপতঃ ॥ ২

গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে ভাগে মাধবী[৩] নাম বিশ্রুতা ।
গত্বা তত্র মহেশানি যোনিদর্শনমানসঃ ॥ ৩

তত্র চাহর্নিশং[৪] দেবি যোনিপূজন-তৎপরঃ[৫] ।
ভিক্ষাচার-প্রসঙ্গেন গচ্ছামি চ দিবানিশম্ ॥ ৪

মাধবী সদৃশী যোনি-র্নাস্তি যোনি র্মহীতলে ।
তৎকুচৌ কঠিনৌ দুর্গে যোনিস্তস্যাঃ সুপীনতা[৬] ॥ ৫

মহাদেব কহিলেন—মহাচীনাচার বা মহাচীনতন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পূজা ও জপ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে। চীনাচার-কথিত মতই মৎকথিত যোনিপূজা পদ্ধতি বলিয়া জানিবে। এই সাধন পদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও কেবলমাত্র তোমার প্রতি স্নেহবশতঃই আমি তাহা প্রকাশ করিলাম। কোচ নামক দেশে গঙ্গার পশ্চিমভাগে যোনিগর্ত্ত-সমীপে মাধবী নামক বিখ্যাত যোনিপীঠ বর্ত্তমান। যোনিদর্শন আকাঙ্ক্ষায় এবং যোনিপূজাভিলাষে আমি অহর্নিশি তথায় গমন করি। ১-৪

ভিক্ষাচার ব্যপদেশে আমি সর্ব্বদা সে স্থানে গমন করি। মাধবীসদৃশ যোনিপীঠ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। সে স্থানে দেবীর কুচদ্বয় কঠিন এবং যোনি অত্যন্তস্থূল [পাঠান্তরের বচনার্থ—কঠিন]। ৫

১। ইতি তে কথিতং যোনিপূজাবিধানং (বিধিং) ময়া দেবি।

২। কোচাখ্যানেন।   ৩। খ্যাতা নাম্না চ মাধবী। বর্ত্তমান কামরূপ জেলার অন্তর্গত কামাখ্যাদেবীর মন্দিরকেই মাধবী নামে অভিহিত করা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত ;   ৪। অহং চাহর্নিশাম্।   ৫। দর্শনমানসঃ।   ৬। কঠিনতা।

তস্যা পূজনমাত্রেণ শিবোঽহং শৃণু পার্ব্বতি।
রাধাযোনিং পূজয়িত্বা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণত্বমাগতঃ ॥ ৬
শ্রীরামো জানকীনাথঃ সীতাযোনি-প্রপূজকঃ।
রাবণং সকুলং হত্বা পুনরাগত্য সুন্দরি ॥ ৭
অযোধ্যাং নগরীং রম্যাং বসতিং কৃতবান্ স্বয়ম্।
সমুদ্রস্য মহাবিষ্ণু[১] বে́লায়াং বটমূলতঃ ॥ ৮
ভগিনীযোনিমাশ্রিত্য বলদেবস্তু ভৈরবঃ[২]।
লক্ষ্ম্যা সুদর্শনেনাপি তিষ্ঠত্যেকোঽকুতোভয়ঃ[৩] ॥ ৯
অহং বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মা চ মুনয়শ্চ মহাশয়াঃ[৪]।
আব্রহ্ম-স্তম্ভপর্য্যন্তং যোনৌ সর্ব্বং প্রজায়তে[৫] ॥ ১০
যোনিতত্ত্বস্য মাহাত্ম্যং কো বেদ ভুবনত্রয়ে।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ ॥ ১১
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ।
সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্[৬] ॥ ১২

হে পার্ব্বতি! ঐ যোনিপীঠে দেবীর পূজা করিয়া আমি শিবত্ব লাভ করিয়াছি। রাধা যোনিপূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সীতা-যোনিপূজন-প্রভাবে জানকীনাথ শ্রীরাম রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া পুনরায় রম্য অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সমুদ্রযোনি আশ্রয় করিয়া মহাবিষ্ণু (জগন্নাথ) বেলাভূমিতে বটমূল অবলম্বনে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬-৮

ভগিনীযোনি (শক্তি) আশ্রয় করিয়া বলদেব ভৈরবত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মী অকুতোভয়ে সুদর্শন মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৯

আমি [রুদ্র], বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহামনা মুনিগণ এবং ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই যোনি হইতে জাত হইয়াছে। যোনির তত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য এই ভুবনত্রয় মধ্যে কে জানিতে সক্ষম? হে দেবি! মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন— এই পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত সমস্ত সাধনাই নিষ্ফল। শাস্ত্রমধ্যে বেদই শ্রেষ্ঠ। বেদ

১। মহাদেবি। ২। ভগ্নীযোনি সমাশ্রিত্য; বলদেবেন সংযুতঃ। ৩। দক্ষিণং দর্শনেনাপি তিষ্ঠত্যেকে কুতো ভয়ং; লক্ষ্মীঃ সুদর্শনেনাপি। ৪। মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। ৫। সর্ব্বে মহাশয়াঃ। ৬। সর্ব্বেভ্যোশ্চোত্তমা বেদো বেদেভ্যো বৈষ্ণবঃ পরঃ।

বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্ ।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্ ॥ ১৩
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং তত্রাপি[১] যোনিলম্পটঃ ।
সূর্য্যখদ্যোতয়োর্যদ্বৎ মেরুসর্ষপয়োরিব[২] ॥ ১৪
কুলীনঃ সর্ব্ববিদ্যানা[৩]মধিকারীতি গীয়তে ।
যদি ভাগ্যবশেনাপি কুলীনদর্শনং লভেৎ[৪] ॥ ১৫
ভক্ষ্যৈ র্ভোজ্যৈশ্চ[৫] সংতোষ্য প্রার্থয়েদ্ বহুযত্নতঃ ।
আগচ্ছ সাধকশ্রেষ্ঠ যোনিপূজন-তৎপরঃ ॥ ১৬
তব দর্শনমাত্রেণ কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ[৬] ।
পশুনা সংলাপঃ পশুসংসর্গ এব চ ॥ ১৭
যদি দৈবান্মহাদেবি যোনিদর্শন-তৎপরঃ[৭] ।
তিলকং যোনিতত্ত্বেন তদা শুদ্ধো ভবিষ্যতি ॥ ১৮

হইতেও বৈষ্ণব, বৈষ্ণব হইতে শৈব, শৈব হইতে দক্ষিণাচারী, দক্ষিণাচারী হইতে বামাচারী, বামাচারী হইতে সিদ্ধান্তাচারী এবং সিদ্ধান্তাচার হইতে কৌলগণই শ্রেষ্ঠতর। কৌল অপেক্ষাও যোনিসাধক শ্রেষ্ঠতর। খদ্যোতের তুলনায় সূর্য্য যেরূপ এবং সর্ষপের তুলনায় মেরুপর্ব্বত যেরূপ, কৌলগণ-মধ্যে যোনিপীঠে উপাসকগণ তদ্রূপ অতুলনীয়। ১০-১৪

কুলীনসাধক সর্ব্ববিদ্যার [পাঠান্তরের বচনার্থ—তন্ত্রের বা তত্ত্বের*] অধিকারী। যদি ভাগ্যবশে কখনও কোন কুলীনের অর্থাৎ কৌল সাধকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রদানে তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া তাঁহার নিকট কুলজ্ঞান প্রার্থনা করিয়া বলিবে—হে সাধকশ্রেষ্ঠ। আপনি যোনিপূজন-তৎপর (নিষ্ঠ)। আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। আপনার দর্শনমাত্রই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যোনিদর্শন-তৎপর [পাঠান্তরের বচনানুযায়ী—কুলাচারী] যদি পশু সাধকের সহিত আলাপ করে বা পশু সাধকের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে যোনিতত্ত্বের দ্বারা তিলক প্রদান করিয়া নিজের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিবে। ১৫-১৮

১। কৌলাচ্চ।   ২। সূর্য্যখদ্যতয়োর্ম্মধ্যে ত্রিষু লোকেষু বা পুনঃ।
৩। সর্ব্বতন্ত্রানা; সর্ব্বতন্ত্রাণা।   ৪। ভবেৎ।   ৫। ভক্ষ্যভোগৈশ্চ।
৬। কৃতার্থোস্মিন্ন সংশয়ঃ।   ৭। যদি ভূত্বা মহাদেবি; আচরেৎ।
* তত্ত্ব—স্বরূপ, যাথার্থ্য; অদ্বয় (আত্ম বা ব্রহ্ম) জ্ঞান; তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান।

কুমারীপূজনং[১] দুর্গে কুলীনভোজনং তথা।
প্রধানদ্বয়মেবাস্মিন্[২] গ্রন্থেঽপি চ সুনিশ্চিতম্[৩] ॥ ১৯
অন্তঃশাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানাবেশ-[৪]ধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥ ২০
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য বংশে প্রজায়তে।
কুলীনস্তৎ কুলং জ্ঞেয়ং পবিত্রং নগনন্দিনি ॥ ২১
পাদপ্রক্ষালনং যত্র কুলীনঃ ক্রিয়তে যদি।
তস্য দেহঞ্চ গেহঞ্চ পবিত্রঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ২২
যোনিলম্পটঃ কুলীনশ্চ যস্মিন্ দেশে বিরাজতে।
স দেশঃ পূজ্যতে দেবৈঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিভিঃ[৫] ॥ ২৩
কুলীনং প্রতি দানঞ্চ অনন্তায়োপপদ্যতে।
পশুহস্তে[৬] প্রদানঞ্চ সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং[৭] ভবেৎ ॥ ২৪
কুলীনস্য চ মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
কুলীনঞ্চাপি সংতোষ্য মুক্তঃ কোটিকুলৈঃ সহ ॥ ২৫

কুমারীপূজন [পাঠান্তরধৃত বাচ্যার্থ—কুমারীভোজন] এবং কুলীন ভোজন, এই দুইটিই যোনিপীঠ সাধনপদ্ধতি লিখিত গ্রন্থসমূহের প্রধান ও সুনিশ্চিত পন্থা। কৌলসাধক মনে শাক্তভাবসম্পন্ন, বাহ্যিক আচরণে শৈব এবং সভাস্থলে বৈষ্ণবমতাবলম্বীরূপে নিজকে প্রকাশ করিবেন। কৌলসাধক নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। ১৯-২০

সহস্রজন্মান্তরেও যাহার বংশে কোন কৌলসাধক জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলকেই কুলীন এবং পবিত্র জ্ঞান করিবে। হে পার্ব্বতি। যদি কৌলসাধক কাহারও গৃহে পাদ প্রক্ষালন করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির গৃহ এবং দেহ পবিত্র হয়। যে দেশে যোনিপীঠ-সাধক কৌল বিদ্যমান, সেই দেশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকে। ২১-২৩

কৌলসাধককে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই অনন্তফল-প্রসবিনী হইয়া থাকে। পশুসাধককে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই নিষ্ফল হইয়া থাকে। কুলীনকে অর্থাৎ কৌলসাধককে দানের ফল আমি বলিয়া

১। ভোজনং। ২। দ্বয়মেবাস্মিন্। ৩। গ্রন্থো দেবি সুনিশ্চিতং। ৪। নানারূপ।
৫। তত্র দেশে চ পূজ্যাশ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। ৬। পশুহস্ত। ৭। বিফলং।

কেবলং কুলযোগেন প্রসীদামি ন সংশয়ঃ।
চতুর্থাশ্রমিণাং মধ্যে[১] অবধূতাশ্রমো[২] মহান্ ॥ ২৬
তত্রাহং কুলযোগেন মহাদেবত্বমাগতঃ।
তত্রাপি চ মহাদেবি যোনিপূজন-তৎপরঃ ॥ ২৭
তব যোনিপ্রসাদেন ত্রিপুরং হতবান্ পুরা।
দ্রৌপদীযোনিমাশ্রিত্য পাণ্ডবা জয়িনো[৩] রণে ॥ ২৮
অভাবে কন্যকাযোনিং বধূযোনিং তথৈব চ।
ভগিনীযোনিমাশ্রিত্য শিষ্যাণীযোনিমাশ্রয়েৎ ॥ ২৯
প্রত্যহং পূজয়েদ্ যোনিমন্যথা যন্ত্রমর্চ্চয়েৎ[৪]।
বৃথা পূজা ন কর্ত্তব্যা যোনিপূজাং বিনা প্রিয়ে ॥ ৩০
অন্যথা জপমাত্রেণ বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৩১

ইতি যোনিতন্ত্রে চতুর্থঃ পটলঃ ॥ ৪ ॥

শেষ করিতে পারি না। কুলীনকে সন্তুষ্ট করিলে সে ব্যক্তি স্বীয় কোটিকুল সহ মুক্তি লাভ করে। কেবলমাত্র কুলসাধকদিগকে আমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকি। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চতুর্ব্বিধ আশ্রম মধ্যে যাহারা অবধূত আশ্রম অবলম্বন করে তাহারাই মহান্। ২৪-২৬

ঐ কারণে আমি কুল-যোগ অবলম্বনে শিবত্ব লাভ করিয়াছি। তথাপিও আমি সর্ব্বদা যোনিপূজন-তৎপর (সদা সচেষ্ট ও যত্নবান্)। হে মহাদেবি! তোমার যোনি অর্থাৎ শক্তি প্রসাদে পুরাকালে আমি ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলাম। দ্রৌপদীর যোনিশক্তি আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। ২৭-২৮

অন্য যোনিপীঠের অভাব হইলে কন্যা, বধূ, ভগিনী বা শিষ্যাণী যোনি আশ্রয় করিবে। প্রত্যহই যোনিপীঠে অর্চ্চনা করিবে, অন্যথা যন্ত্র (দেবতাদির অধিষ্ঠান চক্র) মধ্যে অর্চ্চনা করিবে। যোনিপূজা ভিন্ন অন্য বৃথা পূজা করিবে না। অথবা কেবলমাত্র জপ করিতে করিতে ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করিবে। ২৯-৩১

যোনিতন্ত্রের চতুর্থ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। দেবি। ২। অবধূতাশ্রমী। ৩। পাণ্ডবো বিজয়ী। ৪। মন্ত্রমুচ্চরেৎ।

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ—

মহাবিদ্যামুপাস্যৈব যদি যোনিং ন পূজয়েৎ ।
পুরশ্চর্য্যা[1]শতেনাপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতে ॥ ১
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা যোনিগর্ত্তে মহেশ্বরি ।
জন্মান্তর-সহস্রাণাং পূজা তস্য প্রজায়তে ॥ ২
গুরুরেব শিবঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী তৎস্বরূপিণী[2] ।
তস্যা রমণমাত্রেণ কৌলিকো নারকী ভবেৎ ॥ ৩
সর্ব্বসাধারণীং[3] যোনিং মর্দ্দয়েৎ[4] সাধকোত্তমঃ ।
তিলকং যোনিতত্ত্বেন যস্য ভালে প্রদৃশ্যতে[5] ॥ ৪
তত্র দেবাসুরাঃ যক্ষাঃ ভুবনানি চতুর্দ্দশ ।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রয়েদ্ বিপ্রান্ কুলীনান্ যত্র[6] সুন্দরি ॥ ৫
তৎ শ্রাদ্ধং সফলং[7] তস্য পিতরঃ স্বর্গবাসিনঃ ।
নন্দন্তি পিতরস্তস্য গাথাং গায়ন্তি তে মুদা ॥ ৬

মহাদেব কহিলেন—মহাবিদ্যার উপাসকগণ যদি যোনিপীঠে পূজা না করে তাহা হইলে শত পুরশ্চরণ সত্ত্বেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ১

হে মহেশ্বরি। যোনিগর্ত্তে (যোনিপ্রদেশে অর্থাৎ শক্তিপীঠে) তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে সহস্র-জন্মান্তরের পূজাফল লাভ হয়। ২

গুরু স্বয়ং শিবতুল্য এবং তাহার পত্নীও শিবস্বরূপিণী। গুরুপত্নীর সহিত আসঙ্গাসক্ত হইলে কৌল তৎক্ষণাৎ নরকগামী হয়। ৩

কৌলসাধকের পক্ষে অন্য সমস্ত সাধারণ যোনিই মর্দ্দনীয়। যাহার ললাটে যোনিতত্ত্বের তিলক দৃষ্ট হয়, সে স্থলে দেব, অসুর ও যক্ষগণ এবং চতুর্দ্দশ-ভুবন অবস্থান করে। হে পার্ব্বতি। যদি শ্রাদ্ধে কুলীনগণ অর্থাৎ কৌলসাধকগণ এবং ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধই সফল। সে ব্যক্তির স্বর্গবাসী পিতৃগণ তাহার কার্য্যের জন্য আনন্দে নৃত্য করেন এবং স্বীয় বংশে

১। পুরশ্চর্য্যা (পুরশ্চরণ, পুরস্ক্রিয়া)—স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্র সিদ্ধ্যর্থ ইষ্টদেবতার পূজাপূর্বক মন্ত্রজপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণভোজনরূপ পঞ্চাঙ্গসাধনা।

২। ……তস্য পত্নী হরপ্রিয়া। ৩। সাধারণং। ৪। যোনিমর্চ্চয়েৎ।

৫। যস্য চিত্তং প্রহৃষ্যতে। ৬। যদি। ৭। তৎপ্রাপ্তসফলং।

অপি নাস্মৎ-[১] কুলে জাতঃ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি।
যস্যা[২] যোনৌ সাধকেন্দ্রঃ পূজনং ক্রিয়তে দৃঢ়ম্[৩] ॥ ৭
তদ্‌যোনাবধিষ্ঠিতাং দেবীং সাধকো ভাবয়েৎ সদা[৪]।
যোনিতত্ত্বং মহাদেবি সদা গাত্রে প্রমর্দ্দয়েৎ ॥ ৮
তদ্‌গাত্রং সফলং তস্য অপি কোটিকুলৈঃ সহ।
স্বলিঙ্গং ভগগর্ত্তে চ প্রবিশেচ্চ[৫] স্বয়ং যদি ॥ ৯
তদৈব[৬] মহতী পূজা লিঙ্গ-যোনি-সমাগমে।
শুক্রোৎসারণ-কালে চ[৭] জপপূজাপরায়ণঃ ॥ ১০
তৎ শুক্রং যোনিতত্ত্বঞ্চ মিশ্রয়িত্বা বিধানতঃ।
যোনিগর্ত্তে সাধকেন্দ্রঃ প্রদদ্যাদ্ধৃতি[৮]-বৃদ্ধয়ে ॥ ১১
তদা[৯] শ্রীচরণাদ্দেবীং সমুৎপততি তেঽঙ্গনে।
পূজাকালে চ দেবেশি অন্যালাপং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২

কুলজ্ঞানী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, পিতৃপুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে তাহার কীর্ত্তি গান (কীর্ত্তন) করিতে থাকেন। সাধকশ্রেষ্ঠ যে যোনিতে একাগ্রচিত্তে পূজা করিবে, সেই যোনিতে স্বীয় ইষ্টদেবী আদ্যাশক্তিরূপে বিদ্যমান (বিরাজমানা) —ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। হে শঙ্করি! সাধক সকল সময়ে স্বীয় গাত্রে যোনিতত্ত্ব মর্দ্দন করিবে। ৪-৮

তাহা হইলে তাহার দেহ ধন্য হয় এবং কোটিকুল সহ সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। যদি সাধক ভগগর্ত্তে স্বীয় লিঙ্গ প্রবেশ করান, তাহা হইলে যোনিলিঙ্গ সমাগমে মহতী পূজা সম্পন্ন করা হয়। শুক্রোৎসারণকালেও সাধক জপ ও পূজাপরায়ণ হইবে। ঐ শুক্র এবং যোনিতত্ত্ব যথাবিধানে মিশ্রিত করিয়া সাধক স্বীয় ধৃতি (দুঃখাদি হেতু অবসন্নচিত্তের স্থিরীকরণ) [পাঠান্তরের বাচ্যার্থ—বিভূতি] বৃদ্ধি কামনায় যোনিগর্ত্তে প্রদান করিবে। হে পার্ব্বতি! তৎপর দেবীর শ্রীচরণে প্রণিপাত করিবে। হে দেবি! পূজাকালে অন্য সকল প্রকার আলাপ বর্জ্জন করিবে। ৯-১২

১। অপি নঃ স্বকুলে জাতঃ। ২। তস্যা ; বেশ্যা। ৩। যদি। ৪। তদ্‌যোনিশ্চপলা দেবি সাধকং তারয়েত্তু সা ; তৎযোনিশ্চামলা দেবি সাধকং তারয়েত্তু সা।
৫। প্রবেশয়তি ; প্রবিষ্টঞ্চ ; প্রবিষ্টয়তি যঃ স্বয়ম্। ৬। তত্রৈব। ৭। মাত্রেণ ; তু। ৮। প্রদদ্যাৎ যদি কালিকে ; প্রদদ্যাদ্ভূতিবৃদ্ধয়ে। ৯। যদা।

কামশাস্ত্রপ্রসঙ্গেন তদ্‌যোনিং লালয়েৎ[১] বুধঃ।
মাতৃযোনিং পুরস্কৃত্য যদি পূজাং করোতি যঃ[২] ॥ ১৩
পূজয়িত্বা বিধানেন মৈথুনং ন সমাচরেৎ।
পরিত্যজ্য চ তদ্‌যোনিং ক্ষতমাত্রঞ্চ তাড়য়েৎ[৩] ॥ ১৪
যদিভাগ্যবশেনাপি ব্রাহ্মণী মিলিতা প্রিয়ে।
তদ্‌যোনিতত্ত্বমাদায় অন্যযোনিং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৫
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি পশুদীক্ষা বৃথা ভবেৎ।
[ওঁঙ্কারোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ ॥ ১৬
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রো চণ্ডালতাং ব্রজেৎ।]*।
শক্তিং কুলগুরুং দেবি[৪] আশ্রয়েদ্বহুযত্নতঃ ॥ ১৭
পশুদীক্ষাং সমাদায় যদি পূজাপরায়ণঃ।
তস্য দীক্ষা চ বিদ্যা চ[৫] নরকায়োপপদ্যতে[৬] ॥ ১৮

কামভোগাভিলাষী হইলে সাধক সেই যোনিকে তোষণ করিবে। যদি মাতৃযোনিকে সম্মুখে রাখিয়া পূজা করা হয়, তাহা হইলে যথাবিধানে পূজা সম্পন্ন করিয়া মৈথুন হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিবে। কেবলমাত্র মাতৃযোনিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত ভুক্ত যোনিকেই তাড়না করিবে। যদি ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণী-কুলশক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে প্রথমে তাহার যোনিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, তৎপর অন্য যোনির পূজা করিবে। ১৩-১৫

হে পার্ব্বতি! পঞ্চতত্ত্ব ভিন্ন অন্য দীক্ষা পশুদীক্ষা এবং তাহার সাধনা নিষ্ফল। [শূদ্র যদি ওঁঙ্কার উচ্চারণ করে, হোম করে, শালগ্রাম শিলায় অর্চ্চনা করে বা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে সেই শূদ্রের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয়।*] সর্ব্বপ্রযত্নে শক্তিমন্ত্রের উপাসক কুলগুরুর শরণ গ্রহণ করিবে। পশুদীক্ষা-পরায়ণ ব্যক্তি যদি কুলাচারে পূজায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার

১। তাড়য়েৎ। ২। সমাচরেৎ। ৩। মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য যোনিমাত্রঞ্চ তাড়য়েৎ।
৪। দুর্গে। ৫। ব্যাখ্যা চ; পূজা চ। ৬। অভিচারায় কল্প্যতে।
* তৃতীয় বন্ধনীস্থিত এই শ্লোকটি কেবলমাত্র একখানি পুঁথিতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ[১] ।
কুলীনং গুরুমাশ্রিত্য যদি পূজাং সমাচরেৎ[২] ॥ ১৯
তদা যোনিঃ প্রসন্না স্যাৎ কৃষ্ণে রাধাভগং যথা[৩] ।
সীতাভগং রামচন্দ্রে তব যোনি র্ময়ি প্রিয়ে[৪] ॥ ২০
যোনিকুন্তলমাদায় যদি রাজগৃহং ব্রজেৎ ।
তস্য কার্যাণি সর্ব্বাণি ফলবন্তি ন সংশয়ঃ* ॥ ২১
*তদা লিঙ্গঞ্চ সংপূজ্য পূজয়েৎ শক্তিরূপিণীম্ ।
তিলকং যোনিতত্ত্বেন পুষ্পেণ[৫] ধারয়েদ্ যদি ।
স নির্ভৎস্য যমং মন্ত্রী দুর্গালোকে মহীয়তে ॥ ২২

পার্ব্বত্যুবাচ—

কেন[৬] বিধা পূজিতব্যা যোনিরূপা জগন্ময়ী ।
কিং কৃতে চ প্রসন্না স্যাৎ বদ মে করুণানিধে ॥ ২৩

দীক্ষা ও মন্ত্র নরক-গমনের কারণ হইয়া থাকে [পাঠান্তর বাচ্যার্থ—তাহার দীক্ষা ও মন্ত্র অভিচারার্থ কল্পিত হইয়া থাকে]। সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে কুলীন [অর্থাৎ কৌল] গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার যোনি অর্থাৎ শক্তি যেরূপ প্রসন্না হইয়াছিলেন বা রামচন্দ্রের প্রতি সীতাযোনি অর্থাৎ তাহার শক্তি যেরূপ প্রসন্না হইয়াছিলেন অথবা তোমার যোনি অর্থাৎ শক্তি আমার প্রতি যেরূপ প্রসন্না, কুলীন অর্থাৎ কৌলগুরু গ্রহণ করিয়া যদি সাধক কুলাচারে পূজায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার যোনি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি তাহার প্রতি তদ্রূপ প্রসন্না হইয়া থাকেন। ১৬-২০

সাধক যদি যোনিকুন্তল গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে গমন করে তাহা হইলে রাজদ্বারে তাহার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ২১

যোনিতত্ত্ব এবং স্বয়ম্ভূকুসুম একত্র যোগ করিয়া যদি কেহ তিলক ধারণ করে [পাঠান্তরের বাচ্যার্থানুসারে—যদি কেহ যোনিতত্ত্বের দ্বারা তিলক প্রদান করে এবং স্বর্ণকবচে যোনিতত্ত্ব পূর্ণ করিয়া তাহা ধারণ করে] তাহা হইলে সেই সাধক যমকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে দুর্গালোকে গমন করে। ২২

পার্ব্বতী কহিলেন, হে করুণানিধে! কোন বিধি অনুসারে যোনিরূপা

১। তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ। ২। যদি যোনিং প্রপূজয়েৎ।
৩। কৃষ্ণং রাধা যথা তথা। ৪। সীতাযোনী রামচন্দ্রং ত্বৎযোনিরিব মাং প্রতি।
৫। স্বর্ণস্থং ; স্বর্ণস্থাং। ৬। কয়া। * ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে।

স্বয়ং বা পূজয়েদ্ যোনিং অথবা সাধকেন চ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতূহলং মম[1] ॥ ২৪

শ্রীমহাদেব উবাচ—

সাধকেন পূজিতব্যা যোনিরূপা জগন্মায়া।
তয়া লিঙ্গং চ উদ্ধৃত্য পূজয়েৎ শক্তিরূপিণীম্ ॥ ২৫
ভগরূপা মহামায়া লিঙ্গরূপঃ সদাশিবঃ।
তয়োঃ পূজনমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
পুষ্পাদিকং বলিঞ্চৈব পূজাসামগ্রীমেব চ।
যদি নৈব তদা দুর্গে কারণেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৭
মন্থুনা কেবলেনাপি[2] তদা যোনিং প্রপূজয়েৎ।
প্রাণায়ামো যোনিগর্ত্তে ষড়ঙ্গং[3] মায়য়া প্রিয়ে[4] ॥ ২৮

জগন্মাতা আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং কিরূপ কার্য্য করিলে আদ্যাশক্তি প্রসন্না হন, তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন। উপাসক স্বয়ং যোনির পূজা করিবে অথবা অন্য সাধক দ্বারা যোনির পূজা করাইবে—তৎসমুদয় জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। ২৩-২৪

মহাদেব কহিলেন—সাধক স্বয়ং যোনিরূপা আদ্যাশক্তি জগন্মাতার পূজা করিবে, কুলশক্তি দ্বারা লিঙ্গ উদ্ধৃত করাইয়া লিঙ্গরূপী সদাশিব এবং শক্তিরূপিণী ভগরূপা মহামায়ার পূজা করিবে। শিব এবং আদ্যাশক্তির পূজা করামাত্রই সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ২৫-২৬

হে দুর্গে! যদি পুষ্পাদি, বলি এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ কিছুই প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র কারণ অর্থাৎ মদ্য দ্বারা আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিবে। ২৭

অথবা উপকরণ অভাবে কেবলমাত্র মন্ত্র দ্বারাই যোনিপূজা সম্পন্ন করিবে। যোনিগর্ত্তে (অর্থাৎ সমগ্র শক্ত্যাধারে, কেন্দ্রস্থানে) প্রাণায়ামান্তে মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তৎপর যোনিমূলে (মূলাধার পদ্মে স্থিত

১। মম কৌতূহলং মহৎ। ২। মধুনা কারণেনাপি।

৩। ষড়ঙ্গ—ষড়্ (ছয়)+অঙ্গ অর্থাৎ ছয় অঙ্গের সমাহার—ষড়ঙ্গ। যথা—জঙ্ঘাদ্বয় (জঙ্ঘা-হাটু হইতে গোড়ালি পর্য্যন্ত), বাহুদ্বয় (ভুজ=কাঁধ হইতে হাতের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত), মস্তক ও কটি (কোমর বা মাজা) এই ছয়টি অংশ বা অবয়ব। 'জঙ্ঘে বাহুঃ শিরো মধ্যং ষড়ঙ্গমিদমুচ্যতে'।

মায়াবীজ—(হ্রীঁ) বীজ দ্বারা ন্যাস—যথা, (১) ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। (২) ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। (৩) ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। (৪) ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। (৫) ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (৬) ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

৪। প্রাণায়ামং যোনিগর্ত্তে ষড়ঙ্গঞ্চ সমাচরেৎ ইতি বা পাঠঃ।

যোনিমূলে শতং জপ্ত্বা লিঙ্গযোনিং প্রমার্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বেষাং সাধনানাঞ্চ সুসমং পরিকীর্তিতম্[১] ॥ ২৯
এতৎ তন্ত্রঞ্চ[২] দেবেশি ন প্রকাশ্যং কদাচন।
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যোঽভক্তেভ্যো বিশেষতঃ[৩] ॥ ৩০
যোনিতত্ত্বং মহাদেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥ ৩১

ইতি যোনিতন্ত্রে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ ৫ ॥

শিবশক্তি মূলে) শতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিয়া তদনন্তর লিঙ্গ (শিব) এবং যোনি (শক্তি বা শক্তিস্থান) মার্জ্জনা (শোধন) করিবে। সকলের সাধনার নিমিত্ত আমি এই সহজ সাধনপদ্ধতি বিবৃত করিলাম। ২৮-২৯

হে দেবেশি! এই তন্ত্র কখনও প্রকাশ করিবে না। অপরের শিষ্যকে অথবা অভক্ত অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে কখনও এই সাধন প্রদান করিবে না। এই যোনিতত্ত্ব (শক্তিতত্ত্ব) অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও কেবলমাত্র তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি এই তন্ত্র প্রকাশ করিলাম। ৩০-৩১

যোনিতন্ত্রে পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। সুগমং কথিতং ময়া। ২। এতত্ত মন্ত্রং। ৩। কদাচন।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

ঈশ্বর* উবাচ—

স্নানকালে চ দেবেশি যদি যোনিং নিরীক্ষয়েৎ[১] ।
সফলং জীবনং তস্য সাধকস্য সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

স্বযোনিং পরযোনিং বা বধূযোনিং[২] বিশেষতঃ ।
অভাবে কন্যকাযোনিং শিষ্যাযোনিং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ২

এতৎ তন্ত্রং মহাদেবি যস্য গেহে বিরাজতে ।
নাগ্নিচৌরভয়ং তস্য অন্তে চ মোক্ষভাক্ ভবেৎ ॥ ৩

পশ্বাদিযোনিমাশ্রিত্য[৩] অভাবে চ প্রপূজয়েৎ ।
যোনিপূজনমাত্রেণ সাক্ষাদ্বিষ্ণু র্ন সংশয়ঃ ॥ ৪

স্বর্গলোকে চ পাতালে সংপূজ্য চ সুরাসুরৈঃ ।
বীরসাধন-কর্ম্মাণি দুঃখলভ্যানি[৪] কেবলম্ ॥৫

মহাদেব কহিলেন—হে দেবেশি। সাধক যদি স্নানকালে যোনিপীঠ নিরীক্ষণ (বিশেষভাবে দর্শন) করে, তাহা হইলে সেই সাধকের জন্ম সফল, ইহা নিশ্চিত সত্য। ১

স্বকীয়া, পরকীয়া বা বধূযোনি অথবা তদভাবে কন্যাযোনি বা শিষ্যাণী-যোনি নিরীক্ষণ করিবে। ২

হে পার্ব্বতি। যাহার গৃহে এই তন্ত্র বিরাজ করে, তাহার কখনও চৌরভয় হয় না এবং দেহাবসানে সে ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে। ৩

যদি পূজার্থে কুলযোনির অভাব হয়, তাহা হইলে পশুযোনিও পূজার্থে গ্রহণ করিবে। যোনিপূজনমাত্রই সাধক স্বয়ং: নিঃসন্দেহে বিষ্ণুতুল্য হয়। ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ৪

স্বর্গলোকে বা পাতালে সুর বা অসুরগণের পূজ্য বীরসাধন প্রভৃতি কর্ম্ম কেবলমাত্র দুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে। ৫

---

* শ্রীমহাদেব। ১। নিরীক্ষতে। ২। কন্যাযোনিং। ৩। মাত্রন্তু।
৪। সাধ্যানি।

সুগমং সাধনং দুর্গে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ।
যোনিতত্ত্বং সমাদায়[১] সংগ্রামে প্রবিশেদ্ যদি ॥ ৬
জিত্বা সর্ব্বানরীন্ দুর্গে বিজয়ী চ ন সংশয়ঃ ।
কিং গঙ্গাস্নানমাত্রেণ কিম্বা তীর্থনিষেবনাৎ[২] ॥ ৭
নাস্তি যোনৌ সমা ভক্তিরন্যৎ সর্ব্বং বৃথা ভবেৎ ।
পঞ্চবক্ত্রৈশ্চ দেবেশি যোনিমাহাত্ম্যমেব চ ॥ ৮
তদা বক্তুং ন শক্নোমি শৃণুষ্ব নগনন্দিনি ।
[তব যোনিপ্রসাদেন মহাদেবত্বমাগতঃ ।][৩] ॥ ৯
নবীনকুন্তলাং যোনিং মর্দ্দয়েৎ যো হি সাধকঃ[৪] ।
স মুক্তো হি মহদ্দুঃখাৎ ঘোরসংসারসাগরাৎ ॥ ১০
বহুনা কিমিহোক্তেন[৫] শৃণু পার্ব্বতি সুন্দরি ।
বক্তুং কোঽপি[৬]যোনিতত্ত্বং লোকে কোঽপি প্রশস্যতে[৭] ॥ ১১

কিন্তু হে দুর্গে! এই সুগম সাধনপদ্ধতি কেবলমাত্র আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করিলাম। যদি কুলসাধক যোনিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া [পাঠান্তরের বাচ্যার্থানুসারে—আঘ্রাণ করিয়া] সংগ্রামে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করে। তাঁহার গঙ্গাস্নানেই বা কি ফল আর তীর্থসেবা দ্বারাই বা কি ফল লাভ হয়? [পাঠান্তরের বাচ্যার্থানুসারে—অন্যান্য সাধন দ্বারাই বা কি ফল এবং তীর্থসেবাদি দ্বারাই বা কি ফল?] যোনিপীঠে ভক্তির ন্যায় (অর্থাৎ ভক্তিমার্গাশ্রিত সাধনার তুল্য আর) সাধনা নাই। অন্য সমস্ত সাধনাই ইহার তুলনায় নিরর্থক। হে দেবেশি! পঞ্চমুখে যোনিপীঠ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেও আমি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। [কেবলমাত্র তোমার যোনি (শক্তি) প্রভাবেই আমি শিবত্ব লাভ করিয়াছি।] ৬-৯

যে কুলসাধক নবীনকুন্তলা যোনি মর্দ্দন করে, সে এই ঘোর সংসার-সাগরের মহাদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে। ১০

হে পার্ব্বতি! হে চার্ব্বঙ্গি! এই সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব? এই যোনিতত্ত্ব সম্পূর্ণ বর্ণনা কে করিতে সক্ষম? শিব এবং বিষ্ণু ভিন্ন অন্য আর কে

১। সমাঘ্রায়। ২। কিং বা সাধনমাত্রেণ কিংবা তীর্থনিষেবনম্ ; কিং গঙ্গাস্নানমাত্রঞ্চ কিং তীর্থানি সেবনং। ৩। ইয়ং পংক্তিঃ কচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে। ৪। নবীনকুণ্ডলাং দেবীং উদ্ধরেৎ যোনিসাধকঃ। ৫। বহুনাত্র কিমুক্তেন। ৬। বক্তাহং দেবি। ৭। প্রশংস্যতে।

শিববিষ্ণুং বিনা দেবি কঃ ক্ষমো বর্ণিতুং ভবেৎ।
ক্ষমস্ব মম দৌর্ব্বল্যং[১] মাত-র্দুর্গে ক্ষমস্ব মে।
চপলাত্তু[২] ময়া কিঞ্চিৎ বর্ণিতং তব সন্নিধৌ॥ ১৩

দেব্যুবাচ—

দেবদেব জগন্নাথ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ।
বীরসাধন-কর্ম্মাণি শ্রুতানি ত্বন্মুখাৎ প্রভো॥ ১৪
সুগমং[৩] সাধনং দেব শ্রুতং বহুবিধং ময়া।
যৎ ত্বয়া কথিতং দেব কলৌ তচ্চ[৪] কথং ভবেৎ।
বিশ্বাসোঽত্র মহাদেব সংশয়োঽভূৎ সদা মম॥ ১৫

মহাদেব উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি চার্ব্বঙ্গি শৃণুষ্ব নগনন্দিনি।
শৃণু ত্বং পরয়া ভক্ত্যা সাবধানং শৃণুষ্ব মে॥ ১৬
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং প্রাণান্তেঽপি[৫] ন সংশয়ঃ।
স্বযোনিরিব দেবেশি গোপনীয়ং[৬] সদা প্রিয়ে॥ ১৭

এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতে পারে? হে মাতঃ! হে দুর্গে! চপলতাবশতঃ যোনিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ (যাহা) বলিয়াছি তজ্জন্য আমার দুর্ব্বলতা [পাঠান্তরের বাচ্যার্থ অনুসারে—দুর্বাক্য] চপলতা ক্ষমা কর। ১১-১৩

পার্ব্বতী কহিলেন—হে দেবদেব, জগন্নাথ! আপনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়কারী। বীরসাধন প্রভৃতি বহুবিধ সাধন এবং অন্যান্য বহুবিধ সহজসাধ্য সাধনও আমি আপনার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। হে দেব! আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, কলিকালে তৎসমুদয় কিরূপে সিদ্ধ বা ফলদায়ক হইবে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই আমার সন্দেহ হইতেছে। ১৪-১৫

মহাদেব কহিলেন—হে চার্ব্বঙ্গি, পার্ব্বতি! হে নগনন্দিনি! আমি যাহা বলিতেছি অবহিতচিত্তে পরমশ্রদ্ধা সহকারে তাহা শ্রবণ কব। এই বিদ্যা প্রাণান্তেও যাকে-তাকে অর্থাৎ কোন সাধারণ লোককে প্রদান করিবে না।

১। দৌর্ব্বাচ্যং; দৌরাত্ম্যং। ২। চপলেঽস্মিন্, চাঞ্চল্যাত্তু। ৩। সুসমং।
৪। নাস্তিকানাং ৫। প্রাণান্তে চ। ৬। গোপনীয়া।

নিগূঢ়ং তে প্রবক্ষ্যামি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ।
যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ[১] ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি ॥ ১৮

যোনিরূপা মহামায়া লিঙ্গরূপঃ সদাশিবঃ ।
রেতসা তর্পণং তস্যা মদ্যৈর্মাংসৈশ্চ সুন্দরি ॥ ১৯

যোন্যাং লিঙ্গং সমুৎক্ষিপ্য[২] তত্ত্বমাদায় সুন্দরি ।
যোনৌ কিঞ্চিদ্বিনিক্ষিপ্য[৩] শক্তৌ সর্ব্বং সমর্পয়েৎ[৪] ॥ ২০

তত্ত্বেন তোষয়েদ্দেবীং ভগরূপা জগন্ময়ী ।
প্রত্যাঘাতেন[৫] দেবেশি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি[৬] ॥ ২১

নাল্পপুণ্যরতাং[৭] দুর্গে বিশ্বাসো জায়তে ধ্রুবম্ ।
বিশ্বাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি বিশ্বাসান্মোক্ষমেব চ ॥ ২২

হে প্রিয়ে। স্বযোনিবৎ গোপনীয়া এই বিদ্যা। আমি তোমাকে ইহার নিগূঢ় এবং সুনিশ্চিত সত্য কহিতেছি। তৎসমুদয় যথাবিহিত বিধানে অনুষ্ঠিত হইলে সাধক ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হয় না। ১৬-১৮

মহামায়া পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি যোনিরূপা এবং সদাশিব লিঙ্গরূপী। রেত, মদ্য ও মাংস দ্বারা মহামায়ার তর্পণ করিবে। যোনিতে লিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া যোনি হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, তাহার কিঞ্চিদংশ যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই আদ্যাশক্তিকে সমর্পণ [পাঠান্তরের বাচ্যার্থ অনুযায়ী—নিক্ষেপ] করিবে। পঞ্চতত্ত্ব এবং যোনিতত্ত্ব দ্বারা ভগরূপা জগন্ময়ী আদ্যাশক্তির সন্তোষ বিধান করিবে। ইহার বিপরীত কার্য্য করিলে অর্থাৎ উক্ত তত্ত্বসমূহ দ্বারা মহামায়ার সন্তোষ বিধান না করিলে সাধক ব্রহ্মহত্যার পাতকে লিপ্ত হয়। ১৯-২১

হে দুর্গে! বহুপুণ্যের ফলে এই সাধন পদ্ধতিতে ধ্রুব (সুনিশ্চিত, সুদৃঢ়) বিশ্বাস জন্মে এবং বিশ্বাস হইতেই সিদ্ধি এবং সিদ্ধি লাভ হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। ২২

১। যস্যানুষ্ঠিতমাত্রেণ। ২। সমাক্ষিপ্য ; সমাদায় ৩। লিঙ্গং সমাক্ষিপ্য।
৪। যোনৌ কিঞ্চিৎ সমাক্ষিপ্য শক্তৌ সর্ব্বং বিনিপেৎ। যোনৌ কিঞ্চিৎ সমাক্ষিপ্য শক্ত্যৈ সর্ব্বং সমর্পয়েৎ। ৫। প্রত্যুদ্ঘাতেন। ৬। ব্যাপাহতি। ৭। পুণ্যতরাং।

অবিশ্বাসে চ দেবেশি নরকং জায়তে ধ্রুবম্ ।
সর্ব্বসাধন-মধ্যে তু[১] যোনিসাধনমুত্তমম্ ॥ ২৩
ভুক্ত্বা পীত্বা চ দেবেশি যদি যোনিং প্রপূজয়েৎ ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ২৪
ভোগেন লভতে মোক্ষং ভোগেন লভতে সুখম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধকো ভোগবান্ ভবেৎ ॥ ২৫
(যোনিনিন্দাঘৃণালজ্জাং বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা ।
কুলাচার-প্রসঙ্গেন[২] যদি যোনিং ন পূজয়েৎ ॥ ২৬
কিং তস্য সাধনৈর্লক্ষৈঃ সর্ব্বং তস্য বৃথা ভবেৎ)* ।
সূক্ষ্মাংশুনা[৩] যোনিগর্ত্তং মার্জ্জনং কুরুতে যদি ॥ ২৭
তস্য দেহস্য গেহস্য পাপং বিনশ্যতি ধ্রুবম্ ।
কিং গঙ্গাস্নানমাত্রেণ কিম্বা তীর্থনিষেবনাৎ ॥ ২৮
পূজ্যতে সাধকেন্দ্রেণ ভগরূপা সদা প্রিয়ে ।
বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণুষ্ব প্রাণবল্লভে ॥ ২৯

এই সাধন পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী হইলে সাধক নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। সমস্ত প্রকার সাধনপদ্ধতি মধ্যে যোনিপীঠে সাধনাই সর্ব্বোত্তম সাধনা। হে দেবেশি! ভোজন এবং পান সম্পন্ন করিয়া যদি সাধক তৎপর যোনিপীঠে পূজা করে তাহা হইলে কোটি জন্মার্জ্জিত পাপও তৎক্ষণাৎ নষ্ট (ক্ষয়প্রাপ্ত) হয়। ২৩-২৪

এই সাধনপদ্ধতিতে ভোগের দ্বারাই সুখ এবং ভোগের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং এই সাধনায় সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা ভোগতৎপর হইবে। মতিমান সাধক যোনিনিন্দা, ঘৃণা ও লজ্জা সর্ব্বদা পরিহার করিবে। যদি কুলাচার পদ্ধতিতে যোনিপূজা না করা হয়, তাহা হইলে সেই সাধক অন্য লক্ষ প্রকার সাধনা করিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। সাধক যদি সূক্ষ্মা মূলা যোনিগর্ত্ত (শক্তিকেন্দ্র) মার্জ্জনা (সংস্কার শোধন) করে, তাহা হইলে তাহার দেহ এবং গৃহগত পাপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। গঙ্গাস্নান বা তীর্থসেবাদিতে আর কি ফল লাভ হয়? ২৫-২৮

হে প্রিয়ে! যোনিরূপা মহামায়ার সর্ব্বদা পূজা করাই সাধকের একমাত্র কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে অধিক বলিলে কি ফল হইবে? হে প্রাণবল্লভে! শ্রবণ

১। মধ্যে চ; মধ্যেষু। ২। প্রসাদেন। * বন্ধনীস্থিতং পংক্তিত্রয়ং ন সর্বত্র দৃশ্যতে। ৩। সূক্ষ্মমূলা।

পূজনং সাধকানাঞ্চ সর্ব্বসাধারণং প্রিয়ে।
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি চতুর্থঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৩০

পঞ্চমাত্তু পরং নাস্তি শাক্তানাং সুখমোক্ষয়োঃ।
বিনা শক্ত্যা চ যৎ পানং তৎ সর্ব্বং বিফলং ভবেৎ* ॥ ৩১

শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেৎ দ্রব্যং বীরোচ্ছিষ্টঞ্চ চর্ব্বণং[১]।
এবং কৃত্বা মহাযোনিং পূজয়িত্বা দিবানিশম্ ॥ ৩২

ভুক্ত্বা পীত্বা মহেশানি বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে।
বিধৃত্য তুলসীমাল্যং[২] কুর্য্যাচ্চ হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৩

কথোপকথনং বাপি[৩] শ্রীহরেগু´ণকীর্ত্তনম্।
হরিনাম্না জাতভাবো বিহরেৎ পশুসন্নিধৌ ॥ ৩৪

গুপ্তা গুপ্ততরা পূজা[৪] প্রকটাৎ হানিরেব চ।
(বরং পূজা ন কর্ত্তব্যা পশোরগ্রে চ পার্বতি)* ॥ ৩৫

কর। কৌলসাধকদিগকে পূজা করা অতিসাধারণ কার্য্য। হে দেবি! পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত চতুর্থ বৃথা হইবে। পঞ্চমতত্ত্ব ব্যতীত [অর্থাৎ মৈথুন অপেক্ষা] শাক্ত সাধকদিগের পক্ষে অধিকতর সুখ বা মোক্ষদায়ক অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর পন্থা নাই। কুলশক্তি ভিন্ন যাহা কিছু পান করা যায়, সেই সমস্ত নিষ্ফল। শক্তির উচ্ছিষ্ট [কারণ] পান করিবে এবং বীরোচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিবে [পাঠান্তরের শব্দার্থের তাৎপর্য্য—বীরগণ খাদ্যবস্তু চর্ব্বণ করিবে]। উক্ত পদ্ধতিতে আদ্যাশক্তিকে যোনিপীঠে দিবানিশি পূজা করিবে। ২৯-৩২

হে মহেশানি! তৎপর পানভোজন করত ক্ষিতিমণ্ডলে যদৃচ্ছা বিচরণ করিবে। যখন পশুসাধক সংস্পর্শে আসিবে তখন তুলসী মালা ধারণ করিয়া হরিমন্দিরে বাস করিবে, কথোপকথনেও শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিবে—এবং হরিভাবপরায়ণ হইয়া পশুসাধকসমীপে বিচরণ করিবে। ৩৩-৩৪

এই বিদ্যা অর্থাৎ সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয়, অপ্রকাশ্য। এই বিদ্যা প্রকাশ করিলে সাধনায় সাধকের সিদ্ধিহানি হয়। (হে পার্ব্বতি! বরং পশুর

---

* শ্লোকোঽয়ং ন সর্বত্র দৃশ্যতে। ১। বীরেণ সহ চর্ব্বণং। বীরোচ্ছিষ্টন্তু চর্ব্বণং।
২। বিধত্তে তুলসীমালাং। ৩। দেবি। ৪। বিদ্যা।

পুষ্পাঞ্জলিত্রয়েনাপি যদি যোনিং প্রপূজয়েৎ।
তস্যালভ্যানি কর্ম্মাণি ন সন্তি ভুবনত্রয়ে[১] ॥ ৩৬

ইতি যোনিতন্ত্রে ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ ৬ ॥

অগ্রে পূজা করিবে না।) সাধক যদি কেবলমাত্র পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়াও যোনিপীঠের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলেও ত্রিভুবনে তাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। (পাঠান্তর মতে—ত্রিভুবনে তাহার সমস্ত অশুভ কর্ম নষ্ট হয়)। ৩৫-৩৬

যোনিতন্ত্রের ষষ্ঠ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। তস্যাশুভানি কর্ম্মাণি নশ্যন্তি ভুবনত্রয়ে।

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি বীরসাধনমুত্তমম্ ।
যস্য[১] বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ ॥ ১
দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ ।
যদ্দেশে বিদ্যতে বীরঃ স দেশঃ পূজ্যতে সুরৈঃ ॥ ২
বীরদর্শনমাত্রেণ তীর্থকোটিফলং লভেৎ ।
বীরহস্তে জলং দত্ত্বা মুক্তঃ কোটিকুলৈঃ সহ ॥ ৩
বীরং সন্তোষ্য দেবেশি কিমলভ্যং জগত্রয়ে ।
বীরাণাং জপকালস্তু সর্ব্বকালঃ প্রশস্যতে[২] ॥ ৪
বিল্বমূলে শ্মশানে বা প্রান্তরে বা গৃহেঽথবা ।
একলিঙ্গে মহাযোনৌ জপ্যতে সাধকোত্তমৈঃ[৩] ॥ ৫

মহাদেব কহিলেন—হে পার্ব্বতি ! অনন্তর আমি উত্তম বীরসাধনপদ্ধতি বিষয়ে বলিতেছি । এই সাধনার জ্ঞান লাভ হওয়ামাত্রই সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে । ১

দিব্যসাধকগণ প্রায় দেবতুল্য । বীরসাধকগণ উগ্রতপা এবং উদ্ধতমনা । যে-দেশে বীরসাধক বর্ত্তমান, দেবগণও সেই দেশের পূজা করেন । ২

বীরসাধকের দর্শনমাত্রই কোটিতীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয় । বীরসাধককে জলদান করিলেও দাতা কোটিকুলসহ মুক্তি লাভ করে । ৩

হে দেবেশি ! বীরসাধকের সন্তোষ বিধান করিলে ত্রিভুবনে কিছুই অলভ্য থাকে না । বীরগণের জপের নিমিত্ত সমস্তকালই প্রশস্ত কাল । ৪

উত্তম বীরসাধক বিল্বমূলে, শ্মশানে, প্রান্তরে, গৃহে, একলিঙ্গ মন্দিরে বা মহাযোনিপীঠে সর্ব্বদা জপ করিয়া থাকে । ৫

১। যেষাং। ২। সর্ব্বকালে প্রসংশ্যতে। ৩। পূজ্যতে সাধকোত্তমৈঃ ; জপ্যতে সাধকোত্তমঃ।

সর্ব্বেষামন্নমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ স্বোদরপূরণং[১] ।
মদ্য[২]-মাংসং বিনা দেবি ক্ষণাদূর্দ্ধ্বং ন জীবতি ॥ ৬
তস্মাৎ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ।
সর্ব্বেষামন্নমাসাদ্য[৩] ভোজনং চাকুতোভয়ম্ ॥ ৭
মৈথুনঞ্চ মহেশানি সর্ব্বযোনৌ প্রশস্যতে[৪] ।
কদাচিচ্চন্দনেনাপি কদাচিৎ সুরয়াপি বা ॥ ৮
লেপনঞ্চ সদা কুর্য্যাৎ পঙ্কেন রজসাপি বা[৫] ।
সদানন্দময়ো[৬] দুর্গে[৭] বীরশ্চাপি বিরাজতে ॥ ৯
তৎ সাধনমহং বক্ষ্যে সর্ব্বং সর্ব্বার্থসাধনম্[৮] ।
স্নানাদির্মানসঃ শৌচো মানসঃ প্রবরো জপঃ ॥ ১০
পূজনং মানসং দিব্যং মানসং তর্পণাদিকম্ ।
সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১১

বীরমন্ত্রের আশ্রয়ে বীরসাধক আহার্য্য গ্রহণে উদরপূর্ত্তি করিবে। মদ্য এবং মাংসাহার ভিন্ন বীরসাধক কখনও প্রাণ ধারণ করিবে না। ৬

বীরাচার অনুসারে পান ও ভোজন করিয়া বীরসাধক ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকে। সে সকলের অন্নই নির্ব্বিকারচিত্তে ভোজন করে। হে মহেশানি। বীরসাধকের নিকট মৈথুনার্থে (অন্তর্মৈথুন) সমস্ত যোনিই প্রশস্ত। কখনও চন্দন, কখনও বা সুরা দ্বারা, কখনও পঙ্ক, আবার কখনও ধূলি দ্বারা বীরসাধক স্বীয় দেহ অনুলেপন করিবে। হে দুর্গে! বীরসাধক সর্ব্বদা সদানন্দময়রূপে বিরাজ করে। ৭-৯

আমি সর্ব্বার্থসাধক বীরসাধন বিষয়ে বলিতেছি। এই সাধনায় স্নানাদি সমস্ত শৌচই মানসিক এবং প্রবর (শ্রেষ্ঠ) জপও মানসিক। ইহাতে মানসিক পূজাই দিব্যপূজা এবং তর্পণাদিও মানসিক। এই সাধনায় কালাকাল বিচার নাই—সমস্ত কালই সকল কার্য্যের জন্য শুভ (প্রশস্ত), এই সাধনায় কোন কালই কোন কার্য্যের জন্য অশুভ নহে। ১০-১১

১। সর্ব্বেষাং মন্নমাশ্রিত্য কুর্য্যাচ্চোদরপূরণং। ২। মধু। ৩। সর্ব্বেষামন্নমাশ্রিত্য।
৪। প্রসংশ্যতে ৫। রজসা প্রিয়ে। ৬। সদানন্দময়ং। ৭। দেবী।
৮। মাশ্রিত্য ; সর্বসর্বজ্ঞসাধনং।

ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি[১] ।
বস্ত্রাসনং স্নান[২]-গেহ-দেহস্পর্শাদিকেষ্বপি ॥ ১২
শুদ্ধিং বিচারয়েন্নাত্র[৩] নির্ব্বিকল্পং মনশ্চরেৎ ।
দিক্‌কাল-নিয়মো নাস্তি স্থিত্যাদি-নিয়মো ন চ[৪] ॥ ১৩
ন জপে কাল[৫]-নিয়মো নার্চ্চাদিষু[৬] বলিষ্বপি ।
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪
স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ স্পৃশন্ পশ্যন্ যত্র কুত্রাপি সাধকঃ ।
দত্ত্বা ভক্ষ্যং জপেন্মন্ত্রং ভক্ষ্যদ্রব্যং যথারুচি ॥ ১৫
স্বেচ্ছানিয়মঃ সংপ্রোক্তো বীরসাধনকর্ম্মণি ।
স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ পরমভূষণম্[৭] ॥ ১৬

এই সাধনায় দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা বা মহানিশার মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ বা বিশেষ অবিশেষ নাই। ইহাতে বস্ত্র, আসন, স্নান, [পাঠ-ভেদের বাচ্যার্থ অর্থানুসারে—স্থান], গৃহ, দেহস্পর্শ ইত্যাদি শুচি অথবা অশুচি প্রভৃতি কোন কিছুরই বিচার করিবে না।

ইহাতে নির্ব্বিকার এবং নির্ব্বিকল্প চিত্তে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। ইহাতে দিক, কাল প্রভৃতির কোন বিধি নিষেধ মানিতে হয় না, বা সাধকের অবস্থানাদি ইত্যাদি বিষয়েও কোন নিয়মের অধীন হইতে হয় না। ১২-১৩

অর্চ্চনা, বলি, জপ প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কোন কালবিচার বা নিয়ম প্রতিপালন করা অনাবশ্যক। কখনও স্ত্রী-দ্বেষ (ঈর্ষা, বিরাগ বা বৈরভাব পোষণ) প্রকাশ করিবে না। নারীদিগকে বিশেষভাবে পূজা করিবে। যে কোন স্থানে কুলস্ত্রী গমন, দর্শন, স্পর্শন ও তাহাদিগকে আহার্য্য প্রদান করত, এবং স্বয়ং যথারুচি আহার্য্য গ্রহণ করিয়া তদনন্তর মন্ত্র জপ করিবে। বীরাচার সাধনে সকল কার্য্যেই সাধক নিজের ইচ্ছানুযায়ী আচার অবলম্বন করিবে। স্বেচ্ছাচারই বীরসাধনার পদ্ধতি—ইহাতে অন্য কোন নিয়ম নাই। কিন্তু এই সাধনায় নারীই (শক্তিই) আরাধ্যাদেবী, নারীই প্রাণ এবং নারীই সাধকের ভূষণ—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৪-১৬

১। তথা নিশি। ২। স্থান। ৩। ন চাচরেদত্র। ৪। দিব্যকালো নিয়মো নাস্তি স্থিত্যাদি-নিয়মস্তথা। ৫। জপেৎ কাল। ৬। নার্চনাদৌ ; স্পর্শাদিকেষু চ। ৭। এবহি ; এব বিভূষণম্।

স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমন্যথা স্ব-স্ত্রিয়ামপি ।
তত্ত্বক্তং ভাবসর্ব্বস্বে[১] সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ ॥ ১৭
বীরসিদ্ধি-[২] বিধানন্তু তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ।
দ্রব্য-ভক্ষণকালে চ আদৌ শক্তৌ নিবেদয়েৎ ॥ ১৮
অথবা প্রথমং ভাগং নিক্ষিপেজ্জলমধ্যতঃ ।
শ্মশানে প্রান্তরে গত্বা শক্ত্যা যুক্তোঽপি সাধকঃ ॥ ১৯
ভুক্ত্বা দ্রব্যং জপেন্মন্ত্রং জপ্ত্বা মৈথুনমাচরেৎ[৩] ।
শুক্রোৎসারণকালে চ শৃণু পর্ব্বতি সুন্দরি ॥ ২০
যোনিতত্ত্বং সমাদায় তিলকং ক্রিয়তে[৪] যদি ।
শতজন্মর্জ্জিতং পাপং[৫] তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ২১
প্রেতভূমেরভাবে চ শূন্যালয়গতেঽপি চ[৬] ।
তদভাবে জপেন্মন্ত্রী[৭] নিচ্ছিদ্র-গৃহমধ্যতঃ ॥ ২২

সর্ব্বদা কুলস্ত্রীসঙ্গিনীদিগকে অন্যথা নিজের স্ত্রীকেই সর্ব্বদা আদ্যাশক্তিরূপে চিন্তা করিবে। ইহা কেবলমাত্র ভাবসর্ব্বস্বে কথিত হইয়াছে। [পাঠভেদের বাচ্যার্থ অনুসারে—তোমার জিজ্ঞাস্য সমস্ত বিষয় কহিলাম।] এই বিষয় অন্যান্য সমস্ত তন্ত্রেই গুপ্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ১৭

বীরসাধন পদ্ধতি কেবলমাত্র তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করিলাম। যে কোন দ্রব্য ভক্ষণকালে সর্ব্বপ্রথমে তাহা শক্তিকে নিবেদন করিবে অথবা ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রথমভাগ জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর সাধক শক্তিযুক্ত হইয়া প্রান্তরে অথবা শ্মশানে গমন করিয়া দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। জপ শেষ হইলে তৎপর মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে। হে পার্ব্বতি, চার্ব্বঙ্গি! শ্রবণ কর। শুক্রোৎসারণকালে যোনিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, যদি তদ্দ্বারা সাধক তিলক প্রদান করে, তাহা হইলে, শতজন্মার্জ্জিত পাপও তৎক্ষণাৎ (সঙ্গে সঙ্গে) বিনষ্ট (ক্ষয়প্রাপ্ত) হয়। ১৮-২১

শ্মশান তদভাবে শূন্যগৃহে গমন করিয়া কার্য্য করিবে। তদভাবে নিঃচ্ছিদ্র গৃহ মধ্যে অবস্থান করিয়া কার্য্য করিবে। ২২

১। যত্ত্বক্তং তব সর্ব্বস্বং, ভবসর্বস্বে। ২। বীরসাঙ্গবিধানন্তু। ৩। মারভেৎ।
৪। কুরুতে। ৫। অপি জন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে।
৬। শূন্যালয়ে গত্বাপি চ। ৭। তদভাবেন যজেন্মন্ত্রী।

প্রাণান্তে চ মহেশানি ন বদেৎ পশুসন্নিধৌ।
বীরনিন্দা বৃথা পানং বৃথা মৈথুনমেব চ ॥ ২৩
বৃথান্নং বর্জ্জয়েন্মন্ত্রী বীরসাধনকর্ম্মণি।
মদ্যং[1] মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ ॥ ২৪
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দুর্গে ন বীরো জায়তে ভুবি[2]।
তস্মাৎ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ জপেন্মন্ত্রী মহামনুম্ ॥ ২৫
অতি[3]গুহ্যতমং দেবি বীরাণাং সাধনং প্রিয়ে।
কিং দ্রব্য-সাধনৈর্লক্ষৈঃ কিং বীরসাধনৈ-[4]স্তথা ॥ ২৬
কিং কোটিশতজপৈশ্চ পুরশ্চর্য্যা-শতৈস্তথা[5]।
কিং তীর্থসেবনৈর্লক্ষৈঃ কিংবা তন্ত্রাদি-সেবনৈঃ[6] ॥ ২৭
কিং পূজাশতলক্ষৈশ্চ কিং দানৈস্তপসাপি চ[7]।
ভগং বিনা মহেশানি সর্ব্বঞ্চৈব বৃথা ভবেৎ ॥ ২৮
যোনিপূজনমাত্রেণ সর্ব্বসাধনভাগ্ ভবেৎ।
তর্পণং যোনিতত্ত্বেন পিতরঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৯

হে পার্ব্বতি! প্রাণান্তেও এই বীরসাধন পদ্ধতি পশুসাধক সমীপে ব্যক্ত করিবে না। বীরসাধনায় অকারণ মদ্যপান, বীর-নিন্দা, বৃথা মৈথুন এবং বৃথা ভোজন সর্ব্বদা পরিহার করিবে। হে দুর্গে! মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন—এই পঞ্চতত্ত্ব বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে কেহই বীরসাধক হইতে পারে না। সুতরাং এই পঞ্চতত্ত্ব ভোগ বা পান করিয়া বীরসাধক মহামন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ২৩-২৫

হে দেবি! বীরগণের সাধনপদ্ধতি অতিশয় গোপনীয়। লক্ষ প্রকার দিব্যসাধনেই বা কি ফল এবং বীর সাধনায়ই বা কি ফল? ২৬

শতকোটি জপ বা পুরশ্চরণেই বা ফল কি? লক্ষ তীর্থসেবা বা তন্ত্রাদি সেবায়ই কি ফল? শতলক্ষ পূজা, দান বা তপস্যাদিতেই বা কি ফল? হে মহেশানি! যোনিরূপা আদ্যাশক্তির পূজা ভিন্ন এই সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল। কেবলমাত্র যোনিপূজা দ্বারাই উক্ত কার্য্যসকল যথাযথ ফলদায়ক হইয়া থাকে। স্বর্গবাসী পিতৃগণকেও যোনিতত্ত্বের দ্বারা তর্পণ করিবে। ২৭-২৯

১। মধু। ২। ক্বচিৎ। ৩। অস্তি। ৪। কিং দিব্যসাধনৈঃ সাধনেঃ; সাধনস্তথা। ৫। শতৈরপি। ৬। তন্ত্র নিসেবনৈঃ; কিম্বা তত্র নিষেবনৈঃ। ৭। দানস্তপসাপি বা।

লালয়েচ্চ সদা যোনিং কুন্তলা[১]-কর্ষণাদিনা[২]।
ক্রোড়ে কৃত্বা মহাযোনিং তাণ্ডবং কুরুতে[৩] যদি ॥ ৩০
তদা জন্মাযুতৈঃ[৪] পাপৈর্মুক্তঃ[৫] কোটিকুলৈঃ সহ।
শিষ্যাণাং[৬] কন্যকাযোনিং বধূযোনিং বিশেষতঃ ॥ ৩১
কেবলং গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৩২
অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং কারণেনাপি পূজয়েৎ।
পূজাকালে চ দেবেশি যদি কোঽপ্যত্রাগচ্ছতি[৭] ॥ ৩৩
দর্শয়েদ্বৈষ্ণবীং পূজাং[৮] বিষ্ণোর্ন্যাসং[৯] তথা স্তবম্ ॥ ৩৪

ইতি যোনিতন্ত্রে সপ্তমঃ পটলঃ ॥ ৭ ॥

কুন্তলাকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বদা যোনিকে (শক্তি) লালন করিবে। মহাযোনিকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া যদি সাধক তাণ্ডব নৃত্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অযুত জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে সে তাহার কোটিকুল সহিত মুক্তিলাভ করে। বিশেষভাবে শিষ্যাণী, কন্যা এবং বধূযোনিতে কেবলমাত্র গন্ধ পুষ্প দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে। তাহা হইলে সাধক ইহলোকে সুখভোগ করিয়া মৃত্যুর পরে দেবীলোকে গমন করে। ৩০-৩২

এই সকল স্থলে পূজায় গন্ধপুষ্পাদির অভাব হইলে কেবলমাত্র কারণ (সুরা) দ্বারা পূজা সম্পন্ন করিবে। হে পার্ব্বতি! যদি পূজাকালে পূজাস্থানে কেহ আগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে বৈষ্ণবী পূজা, [পাঠান্তরের তাৎপর্য্যানুসারে—বৈষ্ণবী মুদ্রা] বিষ্ণুন্যাস এবং বিষ্ণুস্তব প্রদর্শন করিবে। ৩৩-৩৪

যোনিতন্ত্রে সপ্তম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। কুন্তনং ; কুণ্ডলা। ২। বর্ষণাদিকং। ৩। ক্রিয়তে। ৪। জন্মার্জিতৈঃ।
৫। মুক্তি স্তথা শুভং। ৬। শিষ্যানী। ৭। যদি কোঽত্র গচ্ছতি।
৮। দর্শয়েৎ বৈষ্ণবীমুদ্রাং। ৯। বিষ্ণুন্যাসং।

অষ্টমঃ পটলঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ—

উর্ব্বশ্যাদিশ্চ[১] যা নারী ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে[২]।
বীরসাধনকালে চ তাসাং[৩] নাথস্তু কৌলিকঃ[৪] ॥ ১
মৈথুনেন বিনা মুক্তির্নেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ[৫] ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানি কৃতানি বিবিধং[৬] ময়া ॥ ২
পশূনাং বুদ্ধিনাশায় শৃণুষ্ব প্রাণবল্লভে।
পরমানন্দরূপেণ ভজেৎ যোনিং সকুন্তলাম্ ॥ ৩
বিশেষতঃ কলিযুগে যোনিরূপাং জগন্ময়ীম্।
যো জপেৎ[৭] পরয়া ভক্ত্যা তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৪
সাধকানাং[৮] সহস্রাণি তপস্যানাঞ্চ[৯] কোটিশঃ।
তেষাং ভাগ্যবশেনাপি কালীসাধন-তৎপরঃ ॥ ৫

মহাদেব কহিলেন—ত্রিভুবনে উর্ব্বশী প্রভৃতি যত নারীগণ বিদ্যমান আছেন বীরসাধনকালে কৌলিক (কুল বা বংশপরম্পরাগত কুলাচার বা কুলধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী) তাহাদের সকলের নাথ হইয়া থাকেন। ১

মৈথুন ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। হে প্রাণবল্লভে! শ্রবণ কর। পশুসাধকদিগের বুদ্ধিনাশের জন্য আমি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। পরমানন্দরূপিণীরূপে সকুন্তলা যোনিকে (শক্তিকে) ভজনা করিবে। বিশেষতঃ কলিযুগে যোনিরূপা জগন্ময়ী আদ্যাশক্তিকে যে ব্যক্তি পরমভক্তি সহকারে ভজনা করে (স্বতন্ত্র পাঠ-এর লিখিত শব্দ (version)-এর তাৎপর্য্যার্থানুসারে—জপ করে) মুক্তি তাহার করতলগত জানিবে। ২-৪

সহস্র সাধকমধ্যে ভাগ্যবলে একজন বা কোটিসংখ্যক তপস্বিগণের মধ্যে একজন কদাচিৎ ভাগ্যবশে কালীসাধন তৎপর (পরায়ণ) হইয়া থাকে। ৫

১। উর্ব্বশ্যাদি চ। ২। নিশ্চিতে। ৩। তস্যা। ৪। কৌলিকাঃ।
৫। নিশ্চয়ঃ। ৬। কৃতানি বিবিধা। ৭। ভজেৎ। ৮। সাধনানাং।
৯। উপাস্যানাঞ্চ।

কালী চ জগতাং মাতা সর্ব্বশাস্ত্র-বিনিশ্চিতা[১]।
কালিকা-স্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে[২] ॥ ৬

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুনিশ্চিতম্।
জপ্ত্বা মহামন্ত্রং কাল্যাঃ কালীপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৭

সা এব[৩] ত্রিপুরা[৪] কালী ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ছিন্না তারা মহালক্ষ্মী[৫] মাতঙ্গী কমলাত্মিকা[৬] ॥ ৮

সুন্দরী ভৈরবী বিদ্যা প্রকারাণ্যাপি বিদ্যতে[৭]।
দক্ষিণা তারিণী সিদ্ধি র্নৈব চীনক্রমং বিনা ॥ ৯

যস্মিন্ মন্ত্রে[৮] যদাচারঃ স এব পরমো মতঃ।
ফলহানিস্ত্ববিশ্বাসাৎ তস্মাদ্ভাবপরো ভবেৎ[৯] ॥ ১০

কালী জগতের মাতা। ইহা সকল শাস্ত্রের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। কালীকে স্মরণ করিবামাত্র সাধক সর্ব্ব পাপ [ভববন্ধন হইতে] বিনির্ম্মুক্ত (মুক্ত) হয়। ইহা ধ্রুবসত্য, পুনঃ সত্য এবং সুনিশ্চিত সত্য। কালীমন্ত্র জপ করিয়া সাধক কালিকাপুত্রতুল্য হইয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬-৭

যিনি কালী, তিনিই ত্রিপুরা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, তারা, মহালক্ষ্মী [মহামায়া], মাতঙ্গী, কমলা, সুন্দরী, ভৈরবী প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যারূপে প্রকাশিতা। চীনাচারক্রমোক্ত পদ্ধতি ভিন্ন দক্ষিণাকালিকা ও তারা সিদ্ধিদায়িনী হয়েন না। ৮-৯

যে মন্ত্রের যেরূপ আচার বিহিত হইয়াছে তাহাই সে মন্ত্রসাধনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি জানিবে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অবিশ্বাসী তাহার মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয় না। সুতরাং সিদ্ধি-অভিলাষী সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে ভাবপরায়ণ [স্বতন্ত্র পাঠ (version)-এর মর্মানুসারে—ভক্তিপরায়ণ] হইবে। ১০

১। সর্ব্বশাস্ত্রে বিনির্ম্মিতা। ২। তস্যা স্মরণমাত্রেণ ভবপাশৈ র্ন বদ্ধ্যতে। কালীস্মরণমাত্রেণ ভবপাশৈ র্ন বদ্ধ্যতে। কালিকাস্মৃতিমাত্রেণ ভবপাশৈ র্ন বদ্ধতে। কালীস্মরণমাত্রেণ ভবপাশে ন বধ্যতে। ৩। যা এব। যত্র যাত্র। যত্র বা। ৪। ত্রিপুরাদেবী। ৫। মহামায়া। ৬। মহাতারা মহালক্ষ্মীঃ কমলা অম্বিকা তথা। ৭। প্রকারাণ্যা প্রবর্ত্ততে। ৮। যন্ত্রে সদাচারঃ। ৯। তস্মাদ্ভক্তি-পরায়ণঃ।

যদত্র[১] লিখিতং দেবি তন্ত্রে চ যোনিসংজ্ঞকে[২] ।
তৎ সর্ব্বং সাধকানাঞ্চ কর্ত্তব্যং ভাবমিচ্ছতা[৩] ॥ ১১
জিহ্বা যোনির্মুখং[৪] যোনিঃ যোনিঃ শ্রোত্রে চ চক্ষুষি ।
সর্ব্বত্রাপি মহেশানি যোনিচক্রং বিভাবয়েৎ ॥ ১২
যোনিং বিনা মহেশানি সর্ব্বপূজা বৃথা ভবেৎ[৫] ।
তথা মন্ত্রাঃ ন সিদ্ধ্যন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৩
সর্ব্বাং পূজাং পরিত্যজ্য যোনিপূজাং সমাচরেৎ ।
গুরুং বিনা মহেশানি মদ্ভক্তো নাপি সিদ্ধ্যতে[৬] ॥ ১৪

ওঁ যোনিপীঠায় নমঃ ॥

ইতি যোনিতন্ত্রে অষ্টমঃ পটলঃ ॥ ৮ ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ।

হে দেবি ! এই যোনিতন্ত্রে যাহা লিখিত হইল, সিদ্ধি-অভিলাষী সাধক ভাবপরায়ণ হইয়া তৎসমুদয় অবশ্য সম্পাদন করিবে । ১১

সাধক স্বীয় জিহ্বা, মুখ [স্বতন্ত্র পাঠ (version)-এর তাৎপর্য্যানুযায়ী—মন], চক্ষু এবং কর্ণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়েই যোনিচক্র চিন্তা করিবে। হে পার্ব্বতি ! যোনিপূজা ভিন্ন অন্য সমস্ত পূজাই নিষ্ফল । আমি সত্য-সত্য বলিতেছি যে, যোনিপূজা ভিন্ন মন্ত্রও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অন্য সমস্ত পূজা পরিত্যাগ করিয়া যোনিপূজা (শক্তিপূজা) সম্পন্ন করিবে। হে পার্ব্বতি ! এই সাধনায় গুরূপদেশ ভিন্ন আমার ভক্তও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না । ১২-১৪

ওঁ যোনিপীঠায় নমঃ ।

যোনিতন্ত্রে অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ **সমাপ্ত গ্রন্থ** ॥

১। যত্র যত্র ; শাস্ত্র । ২। যোনিসঙ্গমে ; সিদ্ধয়ে । ৩। তৎ সর্ব্বং সাধনানাঞ্চ কর্ত্তব্যং ভবন্নিশ্চিতা । ৪। মনোযোনি ; তস্মাত্তাবপরো ভব । ৫। মদ্ভক্তো ন চ সিদ্ধ্যতি ইতি পাঠঃ কচিৎ । ৬। যথা মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি ।

যোনিধ্যানম্

অতিসুললিতগাত্রাং হাস্যবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং,
জিতজলদসুকান্তিং পট্টবস্ত্রপ্রকাশাম্ ।
অভয়বরকরাঢ্যাং রত্নভূষাতিভব্যাং,
সুরতরুতলপীঠে রত্নসিংহাসনস্থাম্ ॥
হরিহরবিধিবন্দ্যাং বুদ্ধিশুদ্ধিস্বরূপাং,
মদনরসসমাক্তাং[1] কামিনীং কামদাত্রীম্ ।
নিখিলজনবিলাসোদ্দামরূপাং ভবানীং,
কলিকলুষনিহন্ত্রীং যোনিরূপাং ভজামি ॥

ইতি যোনিং ধ্যাত্বা সম্পূজ্য যোন্যুপরি হ্সৌঃ ইতি যোনিমন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা জপং সমর্প্য স্তবকবচাদিকং পঠেৎ ।

১। মদনরসসমাযুক্তাং ।

যোনিস্তোত্রম্

শ্রীদেব্যুবাচ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কুলশাস্ত্রার্থপারগ।
সর্ব্বং মে কথিতং নাথ ন ত্বেকং পরমেশ্বর॥
শ্রীযোনেঃ স্তবরাজং হি তথা কবচমুত্তমম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বজ্ঞ যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি॥
সারভূতং মহাদেব নিগমান্তর্গতং হর।
যদি ন[১] কথ্যতে দেব প্রাণত্যাগং করোম্যহম্॥
দিবানিশি মহাভাগ মমাশ্রু পতিতং ভবেৎ।
অতস্তদ্ দেবদেবেশ কথ্যতাং মে দয়ানিধে॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি দেহত্যাগং কথং কুরু।
অত্যন্তগোপনীয়ং হি নিগমে কথিতং পুরা॥
ব্রহ্মবিষ্ণুগ্রহাদীনাং ন ময়া কথিতং পুরা।
অকথ্যং পরমেশানি ইদানীং কিং করোমি তে॥
তব স্নেহেন বদ্ধোঽহং কথয়ামি তব প্রিয়ে।
মাতর্দ্দেবি মহাভাগে যদি কস্মৈ প্রকাশ্যতে।
শপথং কুরু মে দুর্গে যদি ত্বং মৎপ্রিয়া স্মৃতা॥
ব্রহ্মা যদি চতুর্বক্ত্রৈঃ পঞ্চবক্ত্রৈঃ সদাশিবঃ।
বর্ণিতুং স্তবরাজঞ্চ ন শক্নোতি কদাচন।
সম্যগ্ বক্তুং ন শক্নোমি সংক্ষেপাৎ কথয়ামি তে॥

অস্য শ্রীযোনিস্তবরাজস্য কুলাচার্য্য-ঋষিঃ কৌলিকচ্ছন্দঃ শ্রীযোনিরূপা দশবিদ্যাত্মিকা দেবতা সর্ব্বসাধনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যোনিরূপে মহামায়ে সর্ব্বসম্পৎপ্রদে শুভে।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি॥ ১

১। নো।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ২
মহাঘোরে মহাকালি কুলাচারপ্রিয়ে সদা।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ৩
ঘোরদংষ্ট্রে চোগ্রতারে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ৪
যোনিরূপে মহাবিদ্যে সর্ব্বদা মোক্ষদায়িনী।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ৫
জগদ্ধাত্রি মহাবিদ্যে জগদুদ্ধারকারিণি।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ৬
জগদ্ধাত্রি মহামায়ে যোনিরূপে সনাতনি।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ৭
জয় দেবি জগন্মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ৮
সিদ্ধিদাত্রি মহামায়ে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনি।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ৯
মহালক্ষ্মি মহাদেবি মহামোক্ষপ্রদায়িনি।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ১০
গৌরী লক্ষ্মীশ্চ মাতঙ্গী দুর্গা চ নবচণ্ডিকা।
বগলামুখী ভুবনেশী ভৈরবী চ তথা প্রিয়ে।
ছিন্নমস্তা চ কালী চ যোনিরূপা সনাতনী।
কৃপয়া সর্ব্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি ॥ ১১
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
নায়িকা বিপ্রচিত্তাদ্যা অন্যা যা নায়িকা স্মৃতাঃ।
বসন্তি যোনিমাশ্রিত্য তাভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ১২
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিশ্চ বসত্যস্যাঃ সমীপতঃ।
নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু যোগমোক্ষ-প্রদায়িনি ॥ ১৩

সর্ব্বশক্তিময়ে দেবি সর্ব্বকল্মষনাশিনি।
হে যোনে হর বিঘ্নং মে সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ১৪
আধারভূতে সর্ব্বেষাং পূজকানাং প্রিয়ম্বদে।
স্বর্গপাতালবাসিন্যৈ যোনয়ে চ নমো নমঃ ॥ ১৫
বিষ্ণুসিদ্ধিপ্রদে দেবি শিবসিদ্ধিপ্রদায়িনি।
ব্রহ্মসিদ্ধিপ্রদে দেবি রামচন্দ্রস্য সিদ্ধিদে।
শক্রাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং সিদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ১৬
ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
স্তোত্রং যোনের্ম্মহেশানি প্রকাশয়ামি[১] তে প্রিয়ে ॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ কৌলিকঃ প্রিয়ে।
লিখিত্বা পুস্তকে দেবি রক্তদ্রব্যৈশ্চ সুন্দরি ॥
তস্যাসাধ্যানি কর্ম্মাণি বশ্যাদীনি কুলেশ্বরি।
নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি নাস্ত্যেব ভুবনত্রয়ে।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় গাণপত্যং লভেন্নরঃ ॥
রাত্রৌ কান্তাসমাযোগে যঃ পঠেৎ সাধকোত্তমঃ।
স্তবেনানেন সংস্তুত্য সাধকঃ কিং ন সাধয়েৎ ॥
সালঙ্কৃতাং স্বকান্তাঞ্চ লীলাহাববিভূষিতাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং কৃত্বা সংপূজ্য সাধকঃ।
ভোজয়িত্বা ততো দেবি স্বয়ং ভুঞ্জীত তৎপরঃ ॥
মৎস্যমাংসাদিকান্ ভুক্ত্বা ক্রোড়ে কৃত্বা স্বযোষিতম্।
রাত্রৌ যদি জপেন্মন্ত্রং সা দুর্গা স সদাশিবঃ।
ভবত্যেব ন সন্দেহো মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতম্ ॥
যেন দত্তং ময়ি স্তোত্রং স এব মদ্গুরুঃ স্মৃতঃ।
তস্যৈব যদি ভক্তিঃ স্যাৎ স ভবেজ্জগদীশ্বরঃ ॥
নমোঽস্তু স্তবরাজায় নমঃ স্তবপ্রকাশিনে।
যত্রাস্তে স্তবরাজোঽয়ং তত্রাস্তে শ্রীসদাশিবঃ ॥

ইতি শক্তিকাগমসর্ব্বস্বে হরপার্ব্বতীসংবাদে শ্রীযোনিস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

১। প্রকাশয়তি।

যোনিস্তোত্রম্

(প্রকারান্তরম্)

শৃণু দেবি সুর-শ্রেষ্ঠে সুরাসুর-নমস্কৃতে।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি স্তোত্রং হি সর্বদুর্লভম্।
যস্যাববোধনাদ্দেহে দেহী ব্রহ্ম-ময়ো ভবেৎ ॥ ১

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

শৃণু দেব সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব-বীজস্য[১] সম্মতম্।
ন বক্তব্যং কদাচিত্তু পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে ॥ ২
মমৈব প্রাণ-সর্বস্বং লতাস্তোত্রং দিগম্বর।
অস্য প্রপঠনাদ্দেব জীবন্মুক্তোঽপি জায়তে ॥ ৩
ওঁ ভগ-রূপা জগন্মাতা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ান্বিতা।
দশবিদ্যা-স্বরূপাত্মা যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ৪
কোণ-ত্রয়-যুতা দেবি স্তুতি-নিন্দা-বিবর্জিতা।
জগদানন্দ-সম্ভূতা যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ৫
রক্ত-রূপা জগন্মাতা যোনিমধ্যে সদা স্থিতা।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-প্রাণা যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ৬
কার্ত্তিকী-কুন্তলং রূপং যোন্যুপরি সুশোভিতম্।
ভক্তি-মুক্তি-প্রদা যোনি র্যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ৭
বীর্যরূপা শৈলপুত্রী মধ্যস্থানে বিরাজিতা।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-শ্রেষ্ঠা[২] যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ৮
যোনিমধ্যে মহাকালী ছিদ্ররূপা সুশোভনা।
সুখদা মদনাগারা যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ৯
কাল্যাদি-যোগিনী দেবী যোনিকোণেষু সংস্থিতা।
মনোহরা দুঃখ-লভ্যা যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ১০
সদা শিবো মেরু-রূপো যোনিমধ্যে বসেৎ সদা।
কৈবল্যদা কামযুক্তা[৩] যোনির্মাং পাতু সর্বদা ॥ ১১

১। জীবস্য। ২। প্রাণা। ৩। রতা।

সর্ব-দেব-স্তুতা[১] যোনিঃ সর্ব-দেব-প্রপূজিতা।
সর্ব-প্রসবকর্ত্রী ত্বং যোনির্মাং পাতু সর্বদা॥ ১২
সর্ব-তীর্থ-ময়ী যোনিঃ সর্ব-পাপ-প্রণাশিনী।
সর্ব-গেহে[২] স্থিতা যোনি র্যোনির্মাং পাতু সর্বদা॥ ১৩
মুক্তিদা[৩] ধনদা দেবী সুখদা কীর্ত্তিদা তথা।
আরোগ্যদা বীর-রতা পঞ্চ-তত্ত্ব-যুতা সদা[৪]॥ ১৪
যোনিস্তোত্রমিদং প্রোক্তং যঃ পঠেৎ যোনি-সন্নিধৌ।
শক্তিরূপা মহাদেবী তস্য গেহে সদা স্থিতা॥ ১৫
তীর্থ-পর্যটনং নাস্তি নাস্তি পূজাদি-তর্পণম্।
পুরশ্চরণং[৫] নাস্ত্যেব তস্য মুক্তিরখণ্ডিতা॥ ১৬
কেবলং মৈথুনেনৈব শিব-তুল্যো ন সংশয়ঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মম বাক্যং বৃথা নহি॥ ১৭
যদি মিথ্যা ময়া প্রোক্তা তব হত্যা-সুপাতকী।
কৃতাঞ্জলি-পুটো ভূত্বা পঠেৎ স্তোত্রং দিগম্বর॥ ১৮
সর্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং লভতে চ স সাধকঃ।
কাল্যাদি-দশ-বিদ্যাশ্চ গঙ্গাদি-তীর্থ-কোটয়ঃ।
যোনি[৬]-দর্শন-মাত্রেণ সর্বাঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ[৭]॥ ১৯
কুল-সম্ভব-পূজায়ামাদৌ চান্তে পঠেদিদম্।
অন্যথা পূজনাদ্দেব রমণং মরণং ভবেৎ॥ ২০
একসন্ধ্যাং ত্রিসন্ধ্যাং বা পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ।
নিশায়াং সম্মুখে শক্ত্যাঃ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২১

ইতি নিগমকল্পদ্রুমে যোনি-স্তোত্রং সমাপ্তম্॥

১। যুতা। ২। দেহে। ৩। ভুক্তিদা। ৪। প্রদা। ৫। পুরশ্চর্যাদি।
৬। যোনেঃ। ৭। চান্যথা।

যোনিকবচম্

দেব্যুবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পরমাদ্ভুতম্।
ইদানীং দেবদেবেশ কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥

মহাদেব উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি! বক্ষ্যামি অতিগুহ্যতমং প্রিয়ে।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দাতব্যং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অস্য শ্রীযোনিকবচস্য গুপ্তঋষিঃ কুলটাচ্ছন্দো রাজবিঘ্নোৎপাতবিনাশে বিনিয়োগঃ।

হ্রীং যোনির্ম্মে সদা পাতু স্বাহা বিঘ্নবিনাশিনী।
শত্রুনাশাত্মিকা যোনিঃ সদা মাং রক্ষ সাগরে॥
ব্রহ্মাত্মিকা মহাযোনিঃ সর্ব্বান্ কামান্ প্ররক্ষতু।
রাজদ্বারে মহাঘোরে ক্লীং যোনিঃ সর্ব্বদাবতু॥
হূমাত্মিকা সদা দেবী যোনিরূপা জগন্ময়ী।
সর্ব্বাঙ্গং রক্ষ মাং নিত্যং সভায়াং রাজবেশ্মনি॥
বেদাত্মিকা সদা যোনির্ব্বেদরূপা সরস্বতী।
কীর্ত্তিং শ্রীং কান্তিমারোগ্যং পুত্রপৌত্রাদিকং তথা॥
রক্ষ রক্ষ মহাযোনে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনি।
রাজযোগাত্মিকা যোনিঃ সর্ব্বত্র মাং সদাবতু॥
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ত্রিসন্ধ্যং যং পঠেন্নিত্যং রাজোপদ্রবনাশকৃৎ॥
সভায়াং বাক্পতিশ্চৈব রাজবেশ্মনি রাজবৎ।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি কবচস্য জপেন হি॥
শ্রীযোন্যাঃ সঙ্গমে দেবী:পঠেদেনমনন্যধীঃ।
স এব সর্ব্বসিদ্ধিশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
মাতৃকাক্ষরসংপুটং কৃত্বা যদি পঠেন্নরঃ।
ভুঙ্ক্তে চ বিপুলান্ ভোগান্ দুর্গয়া সহ মোদতে॥

ইতি গুহ্যতমং দেবি সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্ ।
ভূর্জ্জে বা তাড়িপত্রে বা লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি ॥
হরিচন্দনমিশ্রেণ রোচনা-কুঙ্কুমেন চ ।
শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোঽপীশ্বরো ন সংশয়ঃ ॥
শরৎকালে মহাষ্টম্যাং নবম্যাং কুলসুন্দরি ।
পূজাকালে পঠেদেনং জয়ী নিত্যং ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শক্তিকাগমসর্ব্বস্বে হরগৌরীসংবাদে শ্রীযোনিকবচং সমাপ্তম্ ।

কুণ্ডলিনীস্তোত্রম্

শ্রীশিব উবাচ

ওঁ তড়িৎকোটিপ্রভাদীপ্তি-চন্দ্রকোটি সুশীতলাম্
সার্দ্ধত্রিবলয়াকার-স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্ ॥ ১

উত্থাপয়েন্মহাদেবীং মহারক্তাং মনোন্মনীম্ ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসাদুদগচ্ছন্তীং দ্বাদশাঙ্গুলরূপিণীম্ ॥ ২

যোগিনীং খেচরীং বায়ুরূপাং মূলাম্বুজস্থিতাম্ ।
চতুর্ব্বর্ণস্বরূপাং তাং বকারাদি-সমস্তকাম্ ॥ ৩

কোটিকোটি-সহস্রার্ক-কিরণোজ্জ্বলমোহিনীম্ ।
মহাসূক্ষ্মপথপ্রান্ত-রান্তরান্তর-গামিনীম্ ॥ ৪

ত্রৈলোক্যরক্ষিতাং বাক্য-দেবতাশব্দরূপিণীম্ ।
মহাবুদ্ধিপ্রদাং দেবীং সহস্রদলগামিনীম্ ॥ ৫

মহাসূক্ষ্মপথে তেজোময়ীং সত্যস্বরূপিণীম্ ।
কালরূপাং ব্রহ্মরূপাং সর্ব্বত্র সর্ব্বচিন্ময়ীম্ ॥ ৬

জন্মোদ্ধারিণি রক্ষিণীহ তরুণী বেদাদিবীজাদিনা
নিত্যং চেতসি ভাব্যতে ভুবি কদা মদ্‌বাক্যসঞ্চারিণী ।
মাং সা তু প্রিয়দা সদা সবিপদং সংখ্যাতয় শ্রীধরে
'ধাত্রী ত্বং স্বয়মাদিদেববনিতা দীনাতিদীনং পরম্ ॥ ৭

রক্তাভামৃতচন্দ্রিকা লিপিময়ী সর্পাকৃতির্নিদ্রিতা
জাগ্রদ্ধর্ম্ম-সমাশ্রিতা ভগবতী ত্বং স্বাংশলোকাশ্রয়া ।
মাংসোদ্‌গন্ধক-দোষজালজড়িতং বেদাদিকার্য্যান্বিতং
সংপাল্যামল-কোটিচন্দ্রকিরণে নিত্যং শরীরং কুরু ॥ ৮

সিদ্ধ্যর্থী নিজদোষবিৎ খলগতি-র্ব্ব্যাধীয়তে বিদ্যয়া
কুণ্ডল্যা কুলমার্গমুক্তনগরী সায়াহ্নমাজ্ঞাশ্রয়া ।
যদ্যেবং ভজতি প্রভাতসময়ে মধ্যাহ্নকালেঽথবা
নিত্যং যঃ কুলকুণ্ডলী-নিজপদাম্ভোজং স সিদ্ধো ভবেৎ ॥ ৯

যো বাকাশ্চতুর্দ্দলেঽতিবিমলে বাঙ্খাকলোম্মূলকে
নিত্যং সম্প্রতি নিত্যদেশঘটিতা সঙ্কেতিতা ভাবিতা।
বিদ্যা কুণ্ডলমালিনী স্বজননী সারক্রিয়া ভাব্যতে,
যৈ-স্তৈঃ সিদ্ধকুলোদ্ভবৈঃ প্রণতিভিঃ কীর্ত্ত্যা পরং শম্ভুভিঃ॥ ১০
বাচা শঙ্করমোহিনী ত্রিবলয়াচ্ছায়াপটোদ্গামিনী
সংসারাদিমহাসুখপ্রহননী নেত্রস্থিতা যোগিনী।
সর্ব্বগ্রন্থিবিনোদিনী সুভুজগা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা
ব্রহ্মজ্ঞানবিনোদিনী কুলকুঠারাঘাতিনী ভাব্যতে॥ ১১
বন্দে শ্রীকুলকুণ্ডলীং ত্রিবলিভিঃ সার্দ্ধং স্বয়ম্ভুপ্রিয়াং
প্রবেষ্ট্যাম্বুরসারচিত্তচপলা বালা বলা নিষ্ফলা।
যা দেবী পরিভাতি বেদবদনা সম্ভাবনা ভাবনা
তামিষ্টাং শিরসি স্বয়ম্ভুবনিতাং সম্ভাবয়ামি ক্রিয়াম্॥ ১২
বাণী কোটিমৃদঙ্গনাদনদনা নিঃশ্রেণিকোটিধ্বনিঃ
প্রাণেশী রসধামমূলকমলোল্লাসৈকপূর্ণাননা।
আষাঢ়োদ্ভবমেঘরাজনিযুতধ্বান্তান্তরস্থায়িনী
মাতা সা পরিপাতু সূক্ষ্মপথগে মাং যোগিনং শঙ্করু[1]॥ ১৩
ত্বামাশ্রিত্য নরা ব্রজন্তি সহসা বৈকুণ্ঠকৈলাসয়ো-
রানন্দৈকবিলাসিনীং শশিপদানন্দাননাকারিণীম্।
মাতঃ শ্রীকুলকুণ্ডলি প্রিয়কলে কালে কুলোদ্দীপনে
ভূতস্থাং প্রণমামি রুদ্রবনিতাং মামুদ্ধর ত্বং পথি॥ ১৪
কুণ্ডলীশক্তিমার্গস্থং স্তোত্রাষ্টকং মহাফলম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স যোগী ভবতি ধ্রুবম্॥ ১৫
ক্ষণাদেব হি পাঠেন কবিনাথো ভবেদিহ।
পরত্র কুণ্ডলীযোগাদ্ ব্রহ্মলীনো ভবেন্মহান্॥ ১৬
ইতি তে কথিতং নাথ কুণ্ডলীকোমলস্তবম্।
এতৎস্তোত্রপ্রসাদেন দেবেষু গীষ্পতির্গুরুঃ॥ ১৭

১। শঙ্কুরু।

সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধিযুক্তা অস্যাঃ স্তোত্রপ্রসাদতঃ।
দ্বাপরার্দ্ধচিরঞ্জীবী ব্রহ্মা সর্ব্বসুরেশ্বরঃ ॥ ১৮
ত্বঞ্চাপি মম সান্নিধ্যে স্থিতো ভগবতীপতিঃ।
মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপিণীম্ ॥ ১৯
সর্ব্বপ্রকাশকরণীং বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনীম্।
হিমালয়সুতাং সিদ্ধাং সিদ্ধমন্ত্রস্বরূপিণীম্ ॥ ২০
বেদান্তশক্তিতন্ত্রস্থাং কুলতন্ত্রার্থগামিনীম্।
রুদ্রযামলমধ্যস্থাং স্থিতিস্থাপকভাবনাম্ ॥ ২১
পঞ্চমুদ্রাস্বরূপাঞ্চ শক্তিযামলমালিনীম্।
রত্নমালাবলাকাঢ্যাং চন্দ্রসূর্য্যপ্রকাশিনীম্ ॥ ২২
সর্ব্বভূতমহাবুদ্ধিদায়িনীং দানবাপহাম্।
স্থিত্যুৎপত্তিলয়করীং করুণাসাগরস্থিতাম্ ॥ ২৩
মহামোহনিবাসাঢ্যাং দামোদরশরীরগাম্।
ছত্রচামররত্নাঢ্যমহাশূলকরাং পরাম্ ॥ ২৪
জ্ঞানদাং বুদ্ধিদাং বিদ্যাং রত্নমালাকলাপদাম্।
সর্ব্বতেজঃস্বরূপাং মামনন্তকোটিবিগ্রহাম্ ॥ ২৫
দরিদ্র ধনদাং লক্ষ্মীং নারায়ণমনোরমাম্।
সদা ভাবয় শম্ভো ত্বং যোগনায়কপণ্ডিত ॥ ২৬

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে কুণ্ডলিনীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

প্রকীর্ণাংশঃ—

অথ যোনিমুদ্রালক্ষণম্, তদুক্তং—যন্ত্রমন্ত্রাবল্যাম্ ।

দেব্যুবাচ—

যোনিমুদ্রা চ কথিতা যত্নতো ন প্রকাশিতা ।
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি মুদ্রায়াশ্চৈব লক্ষণম্ ॥

যোনিমুদ্রা চ কিং নাম ফলং তস্যাশ্চ কিং প্রভো[১] ।
বিধানং কিং স্বরূপঞ্চ কথয়স্ব জগৎপ্রভো ! ॥

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! মহাভাগে ! মুদ্রাং জ্ঞানস্বরূপিণীম্ ।
যাং জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্বে জ্ঞানপীযূষসাগরে ॥

নিমজ্জন্তি কুলৈঃ সার্দ্ধং সকৃদভ্যাসমাত্রতঃ ।
ষণ্ণবত্যঙ্গুলায়ামং শরীরমুভয়াত্মকম্ ॥

গুদ-ধ্বজান্তরে কন্দমুৎসেধাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং প্রিয়ে ! ।
তস্য দ্বিগুণবিস্তারং বৃত্তরূপেণ শোভিতম্ ॥

নাড্যস্তত্র সমুৎপন্না মুখ্যাস্তিস্রস্তু ভাবিনি ! ।
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে স্থিতা ॥

তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না বংশমাশ্রিতা[২] ।
পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং যাতা শিফাভ্যাং শিরসা পুনঃ ॥

ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ।
তস্যা মধ্যগতা নাড়ী চিত্রাখ্যা যোগিবল্লভা ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তস্যাং[৩] পদ্মসূত্রনিভং পরম্ ।
আধারাংশ্চ বিদুস্তত্র মতভেদাদনেকধা ॥

দিব্যমার্গমিদং প্রাহুরমৃতানন্দকারণম্ ।
ইড়ায়াং সঞ্চরেচ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ ॥

১। কীদৃশম্ । ২। পৃষ্ঠবংশগা । ৩। তন্ত্র ।

জ্ঞাতৌ যোগনিদানজ্ঞৈঃ সুষুম্নায়াঞ্চ তাবুভৌ[1]।
আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্ ॥
ত্রিকোণমধ্যে দেবেশি ! কামবীজঞ্চ সুন্দরম্ ।
কামবীজোদ্ভবস্তত্র স্বয়ম্ভূলিঙ্গমুত্তমম্ ॥
তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা ।
পরিস্ফুরতি সর্বাত্মা সুপ্তাহি-সদৃশাকৃতিঃ ॥
বিভর্ত্তি কুণ্ডলীশক্তিরাত্মানং হংসমাশ্রিতা ।
হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যং প্রাণা নাড়ী-সমাশ্রয়াঃ ।।
আধারাদুদ্গতো বায়ুর্যথাবৎ সর্বদেহিনাম্ ।
দেহং ব্যাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ ॥
দ্বাদশাঙ্গুলমানেন তস্মাৎ প্রাণঃ সমীরিতঃ ।
রম্যে মৃদ্বাসনে শুদ্ধে পটাজিনকুশোত্তরে ॥
বদ্ধৈকমাসনং যোগী যোগমার্গপরো ভবেৎ ।
ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং তয়ৈব মুদ্রয়া ॥
ধারয়েৎ পূরিতং তেন উভাভ্যাং কুম্ভকেন চ ।
নাড্যা পিঙ্গলয়া চৈনং রেচয়েচ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥
ভূয়ো ভূয়ঃ ক্রমাত্তস্য অভ্যাসেন সমাচরেৎ ।
এবমভ্যস্যতঃ পুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ ॥
মধ্যম·········কম্পনং যুক্তো ভূমিদেশাৎ পরো মতঃ ।
এবং ক্রমেণ নাড়ীনাং শোধনং কল্পয়েদ্বুধঃ ॥
ততো গুহ্যে বামপার্ষ্ণিং হে দেবি ! বিনিবেশয়েৎ ।
তস্যোপরি মহাদেবি ! দক্ষপার্ষ্ণিং নিবেশয়েৎ ॥
ঋজুকায়শিরোগ্রীবঃ কাকচঞ্চুপুটেন চ ।
আকারেণ বহির্বায়ুং জাঠরং পরিপূরয়েৎ ॥
অঙ্গুলিভির্দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জনীভ্যাং বিলোচনে ॥

১। শৃণু সর্বে বিধানঞ্চ সুষুম্নায়াঞ্চ তাবুভো ।

নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যামন্যাভির্বদনং দৃঢ়ম্ ।
বদ্ধাত্মপ্রাণমনসামেকত্বং সমনুস্মরন্ ॥

ধারয়েন্মারুতং সম্যক্ যোগোঽয়ং যোগিবল্লভঃ ।
নাদঃ স জায়তে সম্যক্ ক্রমাদভ্যস্ততঃ শনৈঃ ॥

মত্ত-ভৃঙ্গাবলী-গীত-সদৃশং প্রথমো ধ্বনিঃ ।
বংশীকংস্যানিলাপূর্ণ-বংশধ্বনিনিভোপরঃ ॥

ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ঘনমেঘস্বনোঽপরঃ ।
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্ ॥

সুষুম্নামুখমাবিশ্যাবেষ্টিতাং পরিচিন্তয়েৎ ।
কন্দাবস্থিত-যোন্যাস্ত ভ্রমন্তং রক্তবর্ণকম্ ॥

কামং শিবস্বরূপঞ্চ চিন্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ চিৎকলাং হংসমাশ্রিতাম্ ॥

প্রদীপকলিকাকারাং কুণ্ডল্যাভেদরূপিণীম্ ।
চিৎকলয়া কুণ্ডলিনীং তেজোরূপাং জগন্ময়ীম্ ॥

হংসেন চ মহাদেবীং ব্রহ্মরন্ধ্রং নয়েৎ সুধীঃ ।
ষট্চক্র-সন্ধি-মার্গেণ সুষুম্না-বর্ত্মনা তথা ॥

ঊর্দ্ধং নয়েৎ কুণ্ডলিনীং জীবাত্ম-সহিতাং পরাম্ ।
আধারোত্থিত-মারুতান্ ব্রহ্মরন্ধ্রে শনৈঃ শনৈঃ ॥

তেনৈব মরুতা দেবি ! পদ্মান্যূর্দ্ধ্বমুখানি চ ।
ভাবয়েৎ সাধকো যোগী জ্ঞানমাত্রেণ চেতসা ॥

আধারকন্দে পদ্মং বৈ বেদপত্রং সুশোভনম্ ।
স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে ষড়্দলং পরিচিন্তয়েৎ ॥
মণিপুরে নাভিদেশে দিগ্দলং সুরসুন্দরি ! ।
অনাহতে হৃদি ধ্যায়েৎ দ্বাদশারং সুলক্ষণম্ ॥
বিশুদ্ধাখ্যে মহাচক্রে ষোড়শচ্ছদপঙ্কজম্ ।
ভ্রুবোর্মধ্যে মহাপদ্মমাজ্ঞাখ্যে দ্বিদলং তথা ॥

আধারাদীনি চক্রাণি ভিত্বা তেজঃ-স্বরূপিণীম্ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে নয়েদেনাং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
পরমাত্মা শিবশ্চৈব ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
ডাকিনী লাকিনী চৈব রাকিণী শাকিনী তথা ।
কাকিনী হাকিনী চৈব এতাঃ ষট্‌চক্রদেবতাঃ ॥
এতানি উহ্য ষট্‌চক্রে ব্রহ্মত্বেন সুরেশ্বরি ! ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে কুণ্ডলীং স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥
পরমাত্মা শিবশ্চৈব ব্রহ্মপদ্মস্থিতঃ প্রভুঃ ।
কুণ্ডলী শক্তিরূপা চ পরমাত্মা শিবঃ স্বয়ম্ ॥
বৈষ্ণবস্য চ শৈবস্য শাক্তস্য চ বরাননে ! ।
শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগাৎ মহাপ্রজ্ঞা প্রজায়তে ॥
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি বীরভাবেণ নিলয়েৎ ।
তত্রৈব পরমেশানি চন্দ্রমণ্ডলমেব চ ॥
অমৃতস্য পরং স্থানং জ্ঞানপীযূষ-সাগরম্ ।
তস্মাদ্বিনির্গতাং...... ....
তৎসংসর্গাচ্চ চক্রাণি তেজোরূপাণি... ।
সহস্রারে মহাপদ্মে চামৃতং বিনিবেশয়েৎ ॥
তেনামৃতেন সংপ্লাব্য কুণ্ডলীং পরদেবতাম্ ।
তেনৈব বর্ত্মনা দেবীং স্বস্থানমানয়েৎ পুনঃ ॥
সোঽহমিত্যাত্মনাত্মানং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
ষট্‌চক্রদেবতায়াস্তু লোলীভূতামৃতেন চ ॥
চিন্তয়িত্বা মহাপদ্মে স্বস্বস্থানে নিবেশয়েৎ ।
ততস্তু চিত্রিণীনাড্যামক্ষমালাং বিভাবয়েৎ ॥
পঞ্চাশন্মাতৃকারূপা মাতৃকা সা সরস্বতী ।
অকারাদি-ক্ষকারান্তা অক্ষমালা প্রকীর্ত্তিতা ॥
ক্ষকারং মেরুরূপস্তু লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ।
অনুলোমবিলোমস্থ-ক্লিপ্তয়া বর্ণমালয়া ॥

আদি-লান্ত-লাদি আন্ত-ক্রমেণ পরমেশ্বরি ! ।
অষ্টোত্তরশতং মূল-মন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ ॥
মনসা চেন্মনুং জপ্ত্বা মন্ত্র-সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
অষ্টোত্তর-শতে জাপে আদৌ ক্লীবং সমুচ্চরেৎ ॥
······রূপেণৈব পুনঃ ক্লীবং ··········
বর্ণানামষ্টবর্গেণ অষ্টবর্গং জপেৎ সুধীঃ ।
অকচটতপযশাঃ ইত্যেবং চাষ্টবর্গতঃ ॥
অনয়া মুদ্রয়া দেবি ! ছিন্নাদিদোষ-শান্তয়ে ।
মাসমেকং জপেন্মন্ত্রী হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ ।
শতকোটি-জপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥
যোনিমুদ্রা শক্তিরূপা যত্র নাস্তি মহেশ্বরি ।
·········পূজাহোমাদিকঞ্চ যৎ ॥
শক্তিহীনং গুরুং প্রাপ্য শক্তিঃ শিষ্যে কৃতঃ প্রিয়ে ।
মূলছিন্নে দ্রুমে দেবি ! কুতঃ পুষ্পফলাদিকম্ ।
মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ ॥
না সিদ্ধ্যন্তি বরারোহে ! কল্পকোটিরূপাদপি ।
যোনিমুদ্রা মহামুদ্রা জ্ঞাতব্যা যত্নতঃ সদা ॥

ইতি যন্ত্রমন্ত্রাবল্যাং যোনিমুদ্রা-লক্ষণং সমাপ্তম্ ॥